উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৬৬৬.৪৬ (+৯৪৩.৫২)

নিফটি : ২৫,০৮৮.৪০ (+২৬২.৯৫)

দিল্লি গেলেন রাজ্য পুলিশের ২২ কর্মী ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৩°	২৯°	১২°	২৯°	১২°	২৯°	১৩°

নরভানের লেখা নিয়ে ছন্দপতন ৭

বিশ্ব ধর্মগুরুকে গ্র্যামি পুরস্কার সম্মানিত দলাই লামা ৮

শিলিগুড়ি ২০ মাঘ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 3 February 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 255

মেয়রের কথায় ক্ষোভ সংযোজিত এলাকায়

‘উড়ছে ধুলো, খাচ্ছি হোঁচট’

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : ছোটখাটো পুরসভা নয়, শিলিগুড়ি একটা পুরনিগম। অথচ এই পুরনিগমের সংযোজিত এলাকার ওয়ার্ডগুলির বহু রাস্তাই এখনও কাঁচা। বলা ভালো, রাস্তাগুলিতে কোনওদিন পিচের প্রলেপ পড়েনি। এই এলাকায় প্রচুর বসতির সঙ্গেই কলকারখানা এবং অনেক গুদামও রয়েছে। অর্থাৎ এখান থেকে ভালো কর আদায় করে পুরনিগম। অথচ রাস্তাঘাটের যা বেহাল অবস্থা একটা পুরনিগমের কাছে লজ্জাজনক, বলছেন বাসিন্দারা।

এরই মধ্যে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের একটা মন্তব্য এখানকার বাসিন্দাদের ক্ষোভ এবং হতাশা দুই-ই আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়র দু’দিন আগেই বলেছিলেন, ‘সংযোজিত এলাকার উন্নয়নের জন্য শুধু পুরনিগমের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না। এলাকার সাংসদ, বিধায়ককেও বলুন বাসিন্দারা। আমাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলে ভোটে জেতাতে হবে।’ মেয়রের এই বক্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক বলছেন বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, পুরনিগম নিয়মিত এই ওয়ার্ডগুলি থেকে ভালো পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে। তাহলে ওয়ার্ডগুলির সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্বও মেয়র অস্বীকার করেন কীভাবে? আর এই ইস্যুতে মেয়রকে বিঁধেছেন এখানকার বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়ও। তাঁর বক্তব্য, ‘মেয়রের শুধু ক্ষমতা দখলের লোভ। উন্নয়নের লক্ষ্য নেই। উনি শহরের মানুষকে রাস্তা, পানীয় জল দিতে পারছেন না। সংযোজিত এলাকাগুলিকে ব্রাত্য করে রেখেছেন। অথচ নিজের এলাকার বাইরে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন করছেন।’

গত শনিবার টক টু মেয়রে সংযোজিত এলাকার একাধিক বাসিন্দা বেহাল নিকাশিনালা সংস্কার থেকে শুরু করে রাস্তা পাকা করার দাবি জানিয়েছিলেন। মেয়র তাঁদের বলেছেন, ‘সীমিত ক্ষমতার মধ্যে উন্নয়নের কাজ করছি। আপনারা পেয়েছেন। কিন্তু কোনও টাকা খরচ করেননি। একা আমি কতটা করব?’

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার মধ্যে থাকা পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ডই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। তার পরেও ওয়ার্ডগুলির

শিলিগুড়ির ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার শোচনীয় অবস্থা। সোমবার।

শুধু আমাকেই কেন বলছেন? বিপুল ভোট দিয়ে বিজেপির সাংসদ, বিধায়ককে জিতিয়েছেন। তাঁদের বলছেন না কেন? এর পরেই মেয়র বলেন, ‘উন্নয়নের কাজ করাতে হলে আমাকে এগজিকিউটিভ পাওয়ার দিতে হবে।’ মেয়র অবশ্য এদিনও নিজের অবস্থানে অনড়। তাঁর বক্তব্য, ‘১৯৯৪ সালে ৩১-৪৪ এই ১৪টি ওয়ার্ড পঞ্চায়েত থেকে পুরনিগমে ঢুকেছে। বামেরা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও একটা রাস্তা করেনি। আমরা সাড়ে তিন বছরে অনেকটা কাজ করেছি। জলপাইগুড়ির সাংসদ এই বিধানসভা থেকে একবার ৮৬ হাজার, পরেরবার ৭২ হাজার ভোটে লিড পেয়েছেন। বিধায়ক তিন কোটি টাকা অনুন্নয়নের ছবিটা রীতিমতো অবাক করার মতো। এখানকার প্রচুর রাস্তা এখনও কাঁচা। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের বুক চিরে যাওয়া চয়নপাড়ার রাস্তা ধরে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকতেই হোঁচট খেতে হয়। রাস্তার দু’পাশে প্রচুর জনবসতি। মাঝে মাঝে গুদামঘর। ওই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই গুদামগুলিতে নিয়মিত পণ্যবাহী লরির যাতায়াত চলছে। সম্প্রতি চয়নপাড়া মেইন রোড সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। তবে, এই রাস্তার ধুলোয় দিনরাত এলাকার বাসিন্দাদের টেকাই দায় হয়ে পড়েছে। চয়নপাড়া থেকে রায় কলোনি যাওয়ার রাস্তাগুলির অবস্থাও বেহাল।

এরপর দশের পাতায়

এসজেডিএ অফিসে ঢুকে চ্যালেঞ্জ কাওয়াখালির জমিদাতাদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার দুপুরে আচমকা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) অফিসে গিয়ে জমি ফেরতের দাবিতে কাওয়াখালির জমিদাতাদের বিক্ষোভের জেরে চাঞ্চল্য ছড়াল। আগাম না জানিয়ে কাওয়াখালির অন্তত ৭০ জন জমিদাতা সিপিএমের কয়েকজন নেতার সঙ্গে অফিসে ঢুকে স্লোগান দিতে শুরু করায় কর্তৃপক্ষ হকচকিয়ে যায়। পোড়াঝাড় কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটির তরফে এসজেডিএকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দেন, এসজেডিএ দাবি পূরণে যত দেরি করবে ততই কাওয়াখালির মাঠে ঘরের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। ঘর তৈরি আটকানোর চেষ্টা হলে হিতে বিপরীত হবে।

এদিকে, বিক্ষোভকারীরা বেরিয়ে যাওয়ার পর খবর পেয়ে এসজেডিএতে পুলিশ যায়। বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে দাবি পূরণে জমিদাতারা ততই যে আন্দোলনের ধার বাড়াবেন, তা এদিন স্পষ্ট। যদিও জমি আন্দোলন নিয়ে এসজেডিএ সবদিক সামলে চলতে চাইছে। এদিনের আচমকা বিক্ষোভ নিয়ে সেভাবে মুখ খুলতে চাননি এসজেডিএ’র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। তিনি বলেন, ‘খুব তাড়াতাড়ি সমাধানসূত্র বের হয়ে আসবে। সমাধানসূত্র নিয়ে রাজ্য সরকার ও এসজেডিএ আশাবাদী। জমি নিয়ে একটি মামলা চলায় এর চাইতে বেশি কিছু বলব না।’

রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনিচ্ছুকদের জমি ফেরত ও সমস্ত কৃষককে পুনর্বাসনের দাবিতে কাওয়াখালি মাঠে পাঁচদিন ধরে মঞ্চ বানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যে চারটি অস্থায়ী ঘর তৈরি হয়েছে। কাওয়াখালির মাঠজুড়ে ঘর তৈরির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। পোড়াঝাড় কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্য মিঠুন সরকার বলেন,

এরপর দশের পাতায়

কালো চাদর পরে নির্বাচন কমিশনে প্রতিবাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

দিনভর রণংদেহি মেজাজে মমতা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : সংসদে বাজেট অধিবেশন থাকলেও সপ্তাহের প্রথম দিন জাতীয় রাজনীতির সমস্ত প্রচারের আলো যেন টেনে নিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) প্রতিবাদকে নয়াদিল্লির পথে তুলে আনলেন তিনি। একেবারে বিরোধী নেত্রীর মতো রণংদেহি ভাবমূর্তিতে দেখা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কখনও দিল্লি পুলিশকে ধমকালেন, কখনও নির্বাচন কমিশনকে তুলোধোনা করলেন।

তাঁর এই দিল্লি সফরে সবসময় আঠার মতো পাশে সেঁটে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তিনি বেশিরভাগ ছিলেন নির্বাক। কিন্তু দুজনের উদ্দেশ্য যে একই, তা বোঝা গিয়েছে অভিষেকের শরীরী ভাষায়। মমতাও উচ্চারণ করেছেন, এসআইআর-এ হেনস্তার প্রতিবাদে অভিষেক তাঁর সঙ্গেই আছেন। তবে নির্বাচন কমিশনের কড়া মনোভাবে স্পষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাত আরও বাড়বে।

মমতার নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের বৈঠকের পর কমিশনের পক্ষ থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আইনের শাসনই চূড়ান্ত। কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ তৃণমূল বিধায়ক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে কমিশনের আধিকারিকদের হুমকি দেওয়া এবং ফরাক্কায় ইআরও দপ্তরে ভাঙচুরের অভিযোগও আনা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিএলও-দের সাম্মানিক আটকে রাখার অভিযোগ তুলে কমিশন জানিয়েছে, ১৮ হাজার টাকা সাম্মানিকের মধ্যে মাত্র ৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, যা অবিলম্বে মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই সংঘাতের আবহে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। তড়িঘড়ি সোমবার রাত ১টা ৪০ মিনিটের বিমানে কলকাতা থেকে ২২ জন অভিজ্ঞ পুলিশকর্মীর একটি দল নয়াদিল্লিতে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে নয়াদিল্লিতে মমতার নিরাপত্তা বলয় নিশ্ছিদ্র করবে এই দলটি। যেভাবে তিনি সোমবার দিল্লি পুলিশকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করেছেন, তারপর কেন্দ্রীয় সরকার কড়া হতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে।

সোমবার দেশের রাজধানী শহরে বেনজির সাংবিধানিক দ্বৈরথ শুরু হয় চাণক্যপুরীতে রাজ্য সরকারের অতিথিশালা বঙ্গ ভবনে দিল্লি পুলিশের তল্লাশির অভিযোগ, সামনে ব্যারিকেডকে কেন্দ্র করে।

এরপর দশের পাতায়

বঙ্গ ভবনে পুলিশ, প্রতিবাদ মমতার

কালো চাদর পরে নির্বাচন সদনে বৈঠক

অপমান, দুর্ব্যবহারের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

আইনের শাসনের বার্তা নির্বাচন কমিশনের

কথায় কথায়

যে গ্রামে প্রেম নিষিদ্ধ, না মানলে কড়া শাস্তি

আশিস ঘোষ

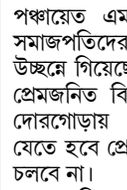

অতঃপর এখানে প্রেম নিষিদ্ধ। ভালোবেসে বিয়ে চলবে না। না মানলে সেই পরিবারের সঙ্গে সমাজের কেউ যোগাযোগ রাখতে পারবে না। দোকানবাজার, পুরুত থেকে ধোপা-নাপিত সব বন্ধ। তাদের জমিতে কেউ চাষ করতে পারবে না। পুরোদস্তুর সামাজিক বয়কট। আশ্রয় দিলে সমাজচ্যুত করা হবে সেই পরিবারকে।

DESUN HOSPITAL SILIGURI

যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে

• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট

24x7 Emergency
90 5171 5171

ঘটনাটি সেকালের নয়। সবে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের। মধ্যপ্রদেশের রতলাম জেলার পেঞ্চেয়া গ্রামের পঞ্চায়েত ফতোয়া এটা। গ্রাম থেকে পরপর আটজন পালিয়ে বিয়ে করায় উদ্বিগ্ন হয়ে পঞ্চায়েত এমন নির্দেশ দিয়েছে। সমাজপতিদের মনে হয়েছে, সমাজ উচ্ছন্নে গিয়েছে। তাই প্রেম নিষিদ্ধ, প্রেমজনিত বিয়েতে মানা। গ্রামের দোরগোড়ায় ধুলো পায়ে ফেরত যেতে হবে প্রেমকে। ভিতরে ঢোকা চলবে না।

এমনিতে ‘লাভ জেহাদ’-এর নামে খাপ পঞ্চায়েত গোবলয়ে জলভাত। ভিনধর্মে প্রেম হলে পিটিয়ে মেরে ধর্ম উদ্ধার করার খবর মাঝেমধ্যে শিরোনামে আসে। হিন্দু মেয়ে আর মুসলিম ছেলের প্রেম হলে তো আর রক্ষে নেই। হিন্দু অবলাদের ফুসলিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার আখ্যান বেশ কিছুদিন ধরে চলছে। এতে নাকি দেশের জনসংখ্যার কাঠামোটা বদলে যাচ্ছে। সনাতন ধর্মরক্ষার ব্রতে দীক্ষিত স্বয়ংসেবকরা তাই আদাজল খেয়ে লেগেছেন প্রেমের সনাতনী শুদ্ধতা নিয়ে। কোনও গড়বড় চলবে না। লাভ জেহাদ দেখলেই পিটিয়ে মারো।

রতলামে এই ঘটনার পর পুলিশ খানিক দৌড়ঝাঁপ করছে। জনাছয়েককে ধরে কড়কে দিয়েছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, খাতা দেখে একজন ধর্মরক্ষক বলে যাচ্ছেন, প্রেমবিবাহে জড়িত কোন কোন পরিবারের হুঁকো-নাপিত সম্পূর্ণ বন্ধ করা হচ্ছে। ঘোষণা করা হচ্ছে, গ্রামের কেউ ওইসব পরিবারের থেকে জিনিসপত্র, দুধ কিনবে না। তাদের চাষের জমিতে লাঙল পড়বে না। কেউ যদি তাদের আশ্রয় দেয়, তবে তাদেরও বয়কট করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেওয়া হবে সমাজ থেকে।

এরপর দশের পাতায়

যুগলবন্দিতে জোর জল্পনা

অরিজিতের ‘অতিথি’ আমির

ভাইরাল ভিডিওয় অরিজিতের বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন আমির।

পরাগ মজুমদার

জিয়াগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : এক ছাদের তলায় বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খান ও সংগীত জগতের যুবরাজ অরিজিৎ সিং। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অলিগলি এখন টিনসেল টাউনের চর্চার কেন্দ্রে। খোদ আমির খান যে হাজির হয়েছেন অরিজিতের বাড়িতে। কিন্তু কেন? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। উত্তর পুরোপুরি মেলেনি। মিলবে কী করে? দুজনকে নিয়ে জল্পনা মেলানো কঠিন যে।

তাও একদিন নয়, পরপর দু’দিন অরিজিতের বাড়িতে সময় কাটালেন আমির। রবিবার সন্ধ্যায় প্রথম অরিজিতের বাড়ি গিয়েছিলেন আমির। দুজনে একসঙ্গে অনেকক্ষণ সময় কাটান। তবে রাত কাটাননি। তবে অরিজিতের দাদার বাড়িতে সাদা ভাত, বাটার নান, পনির বাটার মশালা, মাটন কষা দিয়ে জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করেন। সুরিন্দর সিং নামে সেই দাদা খবরটি নিশ্চিত করেছেন।

রবিবার রাতটা আমির থেকেছেন বহরমপুরে লালবাগের একটি হোটেলে। সোমবার সকালে ফের অরিজিতের বাড়ি যান। অরিজিতের বাড়িতে তিনি কতদিনের অতিথি, তা সোমবার সন্ধ্যা অবধি স্পষ্ট হয়নি। জিয়াগঞ্জে খুব সাদামাঠা জীবনযাপন সপরিবার অরিজিতের। সেই বাড়িতে কি না বলিউডের অন্যতম মহারথী! প্রথমে কেউ অবশ্য কিছু বুঝতেই পারেননি। তবে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে আজকাল আর কিছুই গোপন থাকে না।

সোমবার দুপুর থেকে তাই ছড়িয়ে পড়ে খবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের দুজনের বিভিন্ন মুহূর্ত ভাইরাল হয়। কখনও দেখা যায় আমির অরিজিতের বাড়িতে ঢোকার আগে ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন। আবার কখনও দুজনের একসঙ্গে বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর ভিডিও-ও ভাইরাল। যে প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক, তা হল, জিয়াগঞ্জে হঠাৎ আমিরের আসার কারণ কী? এই আসাটা কি আচমকা?

এরপর দশের পাতায়

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.

সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চিন্তে থাকো... মাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা শেষে। সোমবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শিলিগুড়ি থেকে বুলেট সওয়ারি, স্বপ্ন নাকি সত্যি!

২০২৬-’২৭ অর্থবর্ষের প্রস্তাবিত বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো বেঙ্গো প্রকল্পটিতে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দিলেন।

সানি সরকার ও প্রণব সূত্রধর

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী যেতে সময় লাগবে মাত্র ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও অদূরভবিষ্যতে এটিই বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) থেকে দ্রুতগতিতে ছুটবে দেশের অন্যতম আকাঙ্ক্ষিত বুলেট ট্রেন। এই লক্ষ্য পূরণে শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী পর্যন্ত একটি হাইস্পিড রেলওয়ে করিডর তৈরির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত রবিবার ২০২৬-’২৭ অর্থবর্ষের প্রস্তাবিত বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো প্রকল্পটিতে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দিয়েছেন। এই মেগা প্রকল্পের গতি বাড়াতে সোমবার এনজেপি স্টেশন পুনর্গঠনের কাজ শেষ করার চূড়ান্ত সময়সীমাও তিনি বেঁধে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বুলেট ট্রেন পেতে চলেছে শিলিগুড়ি বলে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন। এই করিডরটি ভবিষ্যতে অসমের গুয়াহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিয়ে একসময় মানুষের মনে সংশয় থাকলেও বর্তমানে এনজেপি থেকে চারটি বন্দে ভারত সফলভাবে চলছে। এমনকি দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটিও উত্তরবঙ্গের বুক চিরে যাতায়াত করছে। এবার উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য বুলেট ট্রেনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। প্রস্তাবিত রুট অনুযায়ী, বুলেট ট্রেনটি এনজেপি থেকে ছেড়ে কিশনগঞ্জ, কাটিহার, বেগুসরাই, পাটনা এবং বক্সার হয়ে বারাণসী পৌঁছাবে। বারাণসী থেকে দিল্লি পর্যন্ত আরও একটি হাইস্পিড করিডর তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে রেলের। ফলে বারাণসী হয়ে দিল্লি যাওয়ার সময় বর্তমানের তুলনায় অনেকটাই কমে যাবে।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই হাইস্পিড রেলওয়ে করিডর হবে অত্যন্ত উন্নতমানের। রেললাইনগুলো সমতল থেকে অনেকটা উচ্চতায় স্থাপন করা হবে। গতির ভারসাম্য বজায় রাখতে দুটি লাইনের মধ্যে দূরত্ব থাকবে ১,৪৩৫ মিলিমিটার। এই প্রকল্পে জাপানি ‘শিনকানসেন’ প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হতে পারে, যা বর্তমানে মুম্বই-আহমেদাবাদ করিডরে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন চলাচলের জন্য ইউরোপিয়ান ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমের মতো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এই ট্র্যাকের গতিবেগ নেওয়ার ক্ষমতা ঘণ্টায় ৩৫০ কিলোমিটার হলেও ট্রেনগুলো গড়ে ৩০০ থেকে ৩২০ কিলোমিটার গতিতে চলবে।

এনজেপি থেকে বারাণসীর দূরত্ব প্রায় ৭১১ কিলোমিটার। সাধারণত গতি বজায় রাখতে হাইস্পিড

এরপর দশের পাতায়

- শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী করিডরে বুলেট ট্রেন চললে যাতায়াতে তিন ঘণ্টারও কম সময় লাগবে
- জাপানি শিনকানসেন প্রযুক্তিতে নির্মিত এই ট্রেনটি ঘণ্টায় গড়ে ৩০০ কিলোমিটার গতিতে ছুটবে
- প্রকল্পটি ভবিষ্যতে গুয়াহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব আনা হবে

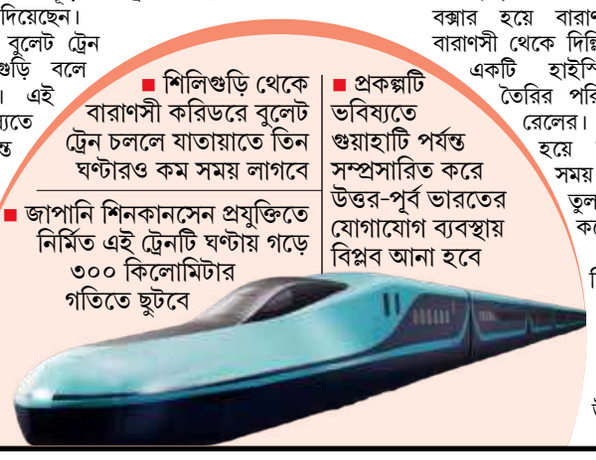

MAYNAGURI MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Notice for extension of Date and Time for Submission of Bids and Opening of Tender. The tender details are as given below-
Ref. (I)e-NIT- **WBMAD/e-Tender/36/of EO/MNM/JAL/2025-26.**
Tender Id- **2025_MAD_977508_1**

Bid Submission End Date & Time- 11.02.2026 UPTO 05:00 PM.
Bid Opening Date & Time:- 13.02.2026 AFTER 05:00 PM.

Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**

-Sd/-
Chairman,
Maynaguri Municipality.

বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী

নাগরাকাটা, ২ ফেব্রুয়ারি : চা শ্রমিকদের ইএসআইসি'র (এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসুরেন্স কর্পোরেশন) আওতায় নিয়ে আসার জন্য সোমবার কলকাতায় নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনের কনফারেন্স হলে চা বণিকসভাগুলির সঙ্গে বৈঠক করলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া প্রবর্তিত লেবার কোডে বাগিচা ক্ষেত্রের শ্রমিকদেরও ইএসআইসি-র আওতায় আনার সংস্থান রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মালিকপক্ষ অবশ্য নিজেদের মতামত জানায়নি। শ্রমিকদের মতামত জানার ওপর চা বণিকসভাগুলি গুরুত্ব দেয়। শ্রমমন্ত্রী বলেন, 'এরপর শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও একটি বৈঠক হবে। তাঁরা রাজি হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

চা মালিকদের শীর্ষ সংগঠন সিসিপিএ'র সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, 'বর্তমানে বাগানগুলি তাদের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে। ইএসআইসি নিয়ে আমাদের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTARY HEALTH SCHEME
STATION HQ (ECHS CELL) BINNAGURI CANTT
PHONE : 9682592394 / 8319174245
e-mail:echscellbinnaguri@gmail.com

EMPLOYMENT NOTICE

1. ECHS invites application to engage Offrs, Para/Non Medical Staff on contractual basis in ECHS Polyclinic Cooch Behar for a period of one year (ESM)/ 11 months civilian subject to performance of candidates / other conditions according to the criteria as mentioned against each :-

Ser No.	Appointment	Minimum Qualification	Exp	No of Vac	Fixed Remuneration
(a)	Office in Charge (ECHS PC Cooch Behar)	Defence Officer drawing persion, Graduate	05 years	01	Rs. 95,000/-
(b)	Pharmacist (ECHS PC Cooch Behar)	B Pharmacy & D Pharmacy from Recognised Institution	03 years	01	Rs. 36,500/-
(c)	Safaiwala (ECHS PC Cooch Behar)	Literate	05 years	01	Rs. 21,800/-
(d)	Female Attendant (ECHS PC Cooch Behar)	Literate	05 years	01	Rs. 21,800/-

2. **For Terms & Condition, Application Form, Remuneration:** Kindly visit our website **www.echs.gov.in**. For additional details, please contact Stn HQ (ECHS Cell) **Binnaguri & Cooch Behar**, Mobile No **9682592394** & email **echscellbinnaguri@gmail.com**. Also approach concerned ECHS Polyclinic for details. Preference will be given to the Ex-Servicemen.

3. **Last date of receipt of application as per format given at our website:** Application as per requisite format along with self attested photocopies of testimonials in support of Educational qualifications and Work Experiences will be submitted to OIC, Stn HQs (ECHS Cell). By **17 Feb 2026** in duplicate. Any application received after **17 Feb 2026** will not be accepted.

4. **Interview Date, Timing & Venue :** Candidate must reach **Stn HQ Binnaguri ESM Cell at 09:00 hrs on 24 Feb 2026** for the interview to be held between **1130 hrs to 1330 hrs**. Candidates must bring all the original certificate/mark sheets/degree of 10th/matric, 10+2 & Graduation/post graduation/diploma/course, work exp and discharge book, PPO, service records and 02 (Two) PP size colour photographs at the time of interview. No TA/DA is admissible. Only candidate meeting the Qualitive Requirement may apply.

5. **Overlapping of Handing/Taking period & Submission of Annual Property Return (Declaration of Assets).** 10 days of handling/taking over between the key appointment (Office in Charge, Pharmacist, Female Attendant, Safaiwala) at polyclinic will be carried out. This will be applicable for both initial appt & extension of tenure. The appt/extension letter will be issued only after submission of the said document. The selected individual will have to undergo 10 days on the job Traning (OJT) and obtain a certificate from OIC Polyclinic before signing the contact. The duration of OJT will remain unpaid and counted as mandatory before assuming charge as a contractual employee.

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করুন
১২৪তম বিচারক অ্যাডভোকেট জেনারেল বিভাগে যোগদান কার্যক্রম (অক্টোবর ২০২৬) : আইনে স্নাতকদের (পুরুষ ও মহিলা) জন্য স্বল্প সময়কালীন পরিষেবা কমিশনের (এনটি) কার্যক্রম

মুখ্য বিষয়সমূহ

(শুধুমাত্র সাধারণ সচেতনতার জন্য নিম্নে তথ্যগুলি উল্লেখ করা হল)
(কার্যক্রমের তথ্যসমূহ- www.joinindianarmy.nic.in- এ প্রকাশিত হয়েছে- যোগদানের হেতু সকল তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।)

শ্রেণি বিভাগ	বিস্তারিত বিবরণ	তথ্যের অনুচ্ছেদ নং
যোগদানের প্রকার	স্বল্প সময়কালীন পরিষেবাতে যোগদান - (জেএজি)-১২৪ কার্যক্রম	অনুচ্ছেদ ১
বয়স	১লা জুলাই ২০২৬-এর হিসেবে ২১ থেকে ২৭ বছর	অনুচ্ছেদ ২(বি)
খোলা রয়েছে	অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিত মহিলা (আইনে স্নাতক)	অনুচ্ছেদ ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এলএলবি ডিগ্রিতে ন্যূনতম ৫৫% গড় নম্বর পেতে হবে। সিএলএটি পিজি পরীক্ষা - ২০২৫-এতে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।	অনুচ্ছেদ ২(সি)
শূন্যপদ	০৮	অনুচ্ছেদ ৩
নির্বাচনের প্রক্রিয়া	আবেদন > নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত তালিকা > এসএসবি > স্বাস্থ্য > মেধা তালিকা > যোগদান পত্র	অনুচ্ছেদ ১০
এসএসবি-এর জন্য নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত তালিকার তারিখ (সিএলএটি পিজি-তে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে)	মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে	-
এসএসবি এর জন্য সময় এবং তারিখ যথাক্রমে	মে / জুন ২০২৬-এ এসএসবি পাঁচদিন পর্যন্ত (এসএসবি কেন্দ্র এবং তারিখ নির্বাচনের বিকল্প মে মাসে দুই সপ্তাহের জন্য খোলা থাকবে)	অনুচ্ছেদ ১০(সি)
স্বাস্থ্যের মানদণ্ড	www.joinindianarmy.nic.in-এ উপলব্ধ	অনুচ্ছেদ ১১
পূর্বে কমিশন প্রশিক্ষণ সংস্থা	আধিকারিক প্রশিক্ষণ সংস্থা, চেন্নাই	অনুচ্ছেদ ৫(এ)
প্রশিক্ষণের সময়কাল	অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৪৯ সপ্তাহ	অনুচ্ছেদ ৫
প্রশিক্ষণের সময় ভাতা	মাস প্রতি টাকা : ৫৬,১০০	অনুচ্ছেদ ৭(ডি)
প্রশিক্ষণের পরবর্তীতে পদমর্যাদা	লেফটেন্যান্ট	অনুচ্ছেদ ৭(এ)
কমিশনিং এর বেতন	সিটিসি বছর প্রতি আনুমানিক ১৭-১৮ লক্ষ	অনুচ্ছেদ ৭(ডি)
কমিশনের প্রকার	স্বল্প পরিষেবা কমিশন	অনুচ্ছেদ ৪(এ)
চাকরি ছাড়ার বিকল্প	প্রথম - ০৫ বছরের পরবর্তীতে দ্বিতীয় - ১০ বছরের পরবর্তীতে তৃতীয় - ১৪ বছরের পরবর্তীতে	অনুচ্ছেদ ৪(এ)
স্থায়ী কমিশনের জন্য বিকল্প	১০ বছরের পরবর্তীতে	অনুচ্ছেদ ৪(এ)
প্রাথমিক শাখা / কমিশনের জন্য পরিষেবা	জেএজি শাখা	-
অবসরকালীন সুবিধা	অবসরের সময় চাকরির মেয়াদের উপর নির্ভর করবে	-

অনলাইনে আবেদনপত্রটি খুলবে ২৭শে জানুয়ারি ২০২৬, ১৫০০ ঘটিকায় এবং আবেদন বন্ধ হবে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫০০ ঘটিকায়।

CBC10601/11/0069/2526

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন- ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph:- 9832009039 (C/120415)

হারানো/প্রাপ্তি

I Md Azmal resident at sonapur dakshin Kasba hat Chopra uttar dinajpur lost Deed no. 1512/2020 registered at additional district sub registar ADSR Chopra. If anyone find the deed please contact 6294463499. (C/120503)

TENDER NOTICE

Sealed and superscribed tenders are invited for lease of 35 litchi trees for one year crop season from bonafide merchants. For details visit **https://nirca.org.in**

Sd/-
Head, ICAR-NIRCA
Research Station
Dinhata, Cooch Behar

Legal Notice

এতদ্বারা এই আইনি বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বর্তমানে মৃত টুটুল মিঞা, পিতা মকবুল মিঞা, সাকিন মাথাভাঙ্গা কলেজমোড়, ওয়ার্ড নম্বর ০৯, মাথাভাঙ্গা মিউনিসিপালিটি, পোঃ ও থানা মাথাভাঙ্গা, জেলা - কোচবিহার। তাহার নামে নিম্ন তপশীল বর্নিত ৬,২২,৩১২/- (ছয় লক্ষ বাইশ হাজার তিনশত বারো) টাকা মাথাভাঙ্গা থানার অধীনে West Bengal State Co-Operative Bank Limited মাথাভাঙ্গা শাখায় জমা রাখিয়া পরোলোক গমন করেন। উল্লেখিত টাকা পাইবার জন্য তাহার পিতা-মাতা মকবুল মিঞা ও লাইলী বেগম যৌথ ভাবে Ld. Civil Judge Junior Division, Mathabhanga আদালতে Misc (Succession) 21/2023 নং মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং তাহা শুনানীর জন্য আগামী ২৬/০২/২০২৬ তারিখে দিন ধার্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উল্লেখিত তারিখের দিন উপস্থিত থাকিয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় মোকদ্দমায় এরতরফা আদেশ হইবে।

তপশীল

Saving Bank Account bearing no. 12935309342-3 যাহা কিনা State Co-Operative Bank Limited মাথাভাঙ্গা শাখায় মৃত টুটুল মিঞার নামে ৬,২২,৩১২/- (ছয় লক্ষ বাইশ হাজার তিনশত বারো) টাকা জমা রহিয়াছে।

জ্যোতিষ চন্দ্র রায়
আমতানুসারে সেরেস্তাদার মাননীয়
Sheristadar
Civil Judge (Jr. Divn.)
Mathabhanga

কর্মখালি

Siliguri Hindi High School (H.S) Hindi Medium, a Linguistic Minority Institution require Assistant Teachers for Hindi, History, English, Life Science and Economics. Teacher's Qualification requires is Master Degree & B.Ed. Retired Teachers can also apply. One Sports Teacher required having qualification Bachelor of Physical Education (B.P.Ed) or a Diploma in Physical Education (D.P.Ed) and one Office Clerk who is a qualified graduate with computer knowledge. Apply to the Secretary, Siliguri Hindi High School, Dr. Kali Nath Road, Khalpara, Siliguri 734005 by 20th February 2026. Salary negotiable.

ABRIDGE NOTICE

Application for NIT no-19/APAS/2025, 12/Retender/APAS/2025 (2nd Call) vide Memo No. 184/kck-II, 110/kck-II, dated-28.01.2026, 15.01.2026 are invited by the B.D.O Kaliachak-II Dev. Block from the bidders. Last date of bid submission are 11.02.2026, 09.02.2026, respectively. Details are available in the **www.wbtenders.gov.in**

Block Development Officer, Alipurduar- I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.eT. No. WB/APD-I/BDO-ET/06/2025-2026. (3rd Cal) Dt. 02.02.2026, WB/APD-I/BDO-ET/07/2025-2026. (3rd Cal) Dt. 02.02.2026, WB/APD-I/BDO-ET/09/2025-2026. (3rd Cal) Dt. 02.02.2026, WB/APD-I/BDO-ET/10/2025-2026. (3rd Cal) Dt. 02.02.2026, & WB/APD-I/BDO-ET/11/2025-2026. (3rd Cal) Dt. 02.02.2026. Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in**. and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/- Block Development Officer
Alipurduar-I Dev. Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৯০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পিইউবি/পিআরও/ই-অকশন/২০২৬ তারিখ ৩০.০১.২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস পোর্টালের মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করছেন। যার বিশদ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল : **অকশনের ক্যাটাগরি :** পার্সেল স্পেস (এসএলআর) লিজিং। **অকশন ক্যাটালগ নং, অকশন শুরুর তারিখ ও ট্রেন নম্বর এবং এসএলআর নিম্নরূপ : (১) এএসএন-পিএআরসি-১৪০২২৬;** ১৪.০২.২০২৬, বেলা ১২টায় এবং (i) ১৫৯২৫ (দেওঘর-ডিব্রুগড়) এফএসএলআর -১, (ii) ১৫৯২৫ (দেওঘর-ডিব্রুগড়) আরএসএলআর -১, (iii) ১৩৫০৯ (আসানসোল-গোন্ডা) এফএসএলআর -১, (iv) ১৩৫০৯ (আসানসোল-গোন্ডা) আরএসএলআর-১। **(২) এএসএন-পিএআরসি-১৬০২২৬;** ১৬.০২.২০২৬, বেলা ১২টায় এবং (i) ১৩৫০৭ (আসানসোল-গোরখপুর) এফএসএলআর-২। সমস্ত সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখার এবং প্রদত্ত সময়সূচী অনুসারে উপরে উল্লিখিত ই-অকশনে অংশগ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ASN-329/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে নবনির্মিত প্ল্যাটফর্মগুলির উদ্বোধন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের যাত্রীদের সুবিধার জন্য, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নবনির্মিত দুটি প্ল্যাটফর্ম ০৩-০২-২০২৬ তারিখের মধ্যরাত অর্থাৎ ০৪-০২-২০২৬ তারিখের ০০:০০ টা থেকে যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। সেই অনুযায়ী, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্রধান প্রবেশপথের দিক থেকে প্ল্যাটফর্মগুলির নতুন ক্রম হবে প্ল্যাটফর্ম নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আপ ও ডাউন থামার ট্রেনগুলির জন্য নির্ধারিত প্ল্যাটফর্মগুলি সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়েছে।

নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে আসা-যাওয়া করা সমস্ত যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন নিজ নিজ ট্রেনের জন্য প্ল্যাটফর্ম নম্বর যাচাই করে নেন।

ডিআরএম (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি Babita Minj, পিতা: Patiras Minj, গ্রাম: নুরপুর, পো: তুরতুরী, থানা: শামুকতলা, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার মাধ্যমিকের নথিপত্রে পিতার নাম ভুলবশত Patrash Minj এবং আমার নাম Babita Mini নথিভুক্ত হয়েছে। তাই গত ০৬/০১/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার পিতার নাম সংশোধন করে Patrash Minj থেকে Patiras Minj এবং আমার নাম Babita Mini থেকে Babita Minj করা হল। Babita Minj, পিতা: Patiras Minj এবং Babita Mini পিতা: Patrash Minj একই ব্যক্তি। (C/120116)

●

আমি Anand Ghatani আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 22.12.2025 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে স্ত্রী Sirjana Ghatani এবং Sreejana Ghatani এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলেন। (C/120231)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB 63 19820859206 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 30/01/26 E.M, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bablu Roy, S/o- Nanigopal Roy এবং Bablu Ch. Roy, S/o- Nan Gopal Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Bablu Roy, S/o- Nanigopal Roy সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম এবং পোঃ টাকাগাছ, থানা- পুন্ডিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার। (C/120505)

●

আমার ভোটার I Card No. WB/01/005/171078, আধার কার্ড নং 4210 8485 6104, Pan কার্ড নং- ABPPN 3893E এবং আমার পুত্র Debabrata Nandi-র ভোটার I Card No. UHI0882753 আমার নাম ভুল থাকায় গত 24/12/25, E.M, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Badal Nandi এবং Badal Chandra Nandi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম+ পোঃ- টাকাগাছ, থানা- পুন্ডিবাড়ি, জেলা-কোচবিহার। (C/120505)

●

আমার ছেলের Miraj Alam, আধার, জন্ম শংসাপত্রে পিতার নাম Mochhlem Miah থাকায় 7/1/26 দিনহাটা JM (1st Class) কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Moslem Miya হল। মোসলেমিনা বিবি, গ্রাম-মরনেয়া পার্ট-2, পো- নাজিরহাট, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা- কুচবিহার। (D/S)

●

আমার মেয়ে Manjila Parvin জন্ম শংসাপত্রে নং 58, পিতার নাম Mochhlem Miah থাকায় 7/1/26 দিনহাটা JM (1st Class) কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Moslem Miya হলাম। মোসলেমিনা বিবি, গ্রাম-মরনেয়া পার্ট-2, পো- নাজিরহাট, থানা-সাহেবগঞ্জ, জেলা- কুচবিহার। (D/S)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Juber Ali, পিতা- Usman, Vill- Dangila, P.O- Chandipur, P.S- H.C Pur, Dt.- Malda আমার Adhar Card No. 7117 3551 7931 তে আমার নাম Chatu ও বাবার নাম Osman Ali ভুল থাকায় গত 15.09.2025 E.M Chanchal, Malda Court থেকে Affidavit করিয়া নামের ভুল সংশোধন করিলাম। আমরা 'Juber Ali' & 'Chatu' এবং 'Usman' & 'Osman Ali' এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (S/T)

●

রেশন কার্ড নং PHH 0011867276 আমার বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। ভোটার লিস্ট 2002, অংশ নং 10, 8 নং নাটাবাড়ি বিধানসভা, ক্রমিক নং 636 বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 31-01-26, J.M. (1st Class), 3rd Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Saphiuddin Miya, Safi Miya এবং Shamad Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। সর্বত্র আমার বাবার সঠিক নাম Saphiuddin Miya প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। -Kader Miya, গ্রাম ও পো : ডাউয়াগুড়ি, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/119533)

●

ভোটার কার্ডে আমার নাম Bimal Roy আছে গত 31.01.2026 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bideshi Roy এবং Bimal Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/120234)

●

আমি Prodip Roy আমার কন্যার জন্ম সংশাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 18/12/2025 তারিখে J.M.1st Class কোর্ট কোলকাতা হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Anindita Roy এবং Anenitha Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। (C/120232)

●

আমার কন্যার জন্ম শংসা পত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 29/01/26 তারিখে J.M 1st ক্লাস মেখলি গঞ্জ কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Papi Sarker এবং Popy Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/120230)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি রুম্পা রায়, পিতা: শ্রী মন্তেশ্বর রায়, গ্রাম: নেতাজিপল্লি, পো: হ্যামিলটনগঞ্জ, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No : WB2001SC201500143) ও আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 9134354928. (C/1201118)

কর্মখালি

আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িবাসীদের বাড়ি থেকে অবসরে উচ্চ আয়ের সুযোগ। Mb : 9163272406. (K)

●

শিলিগুড়ি বাইপাসে কম্পিউটার জানা, সালুগাড়াতে অফিসিয়াল স্টাফ ও মার্কেটিং-এর জন্য লোক দরকার। বাইক সহ। M : 8653877529. (M/M)

ভাড়া

Rent for Godown 4200 Sq.Ft. 2½ Mile Checkpost, Call 9434049894, 9851414992. (C/120501)

●

শিলিগুড়ির বিধান রোডে 1st ফ্লোরে 1200 & 900 sq.ft প্রাইভেট অফিস ভাড়ায় দিবো। (M) 95934 49707. (C/120414)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা, বয়স 35 এর মধ্যে, Document ও অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M No.- 8016140555. (C/120395)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার লিস্ট, অংশ নং 138, ক্রমিক নং 282 ভোটার নং WB/01/004/411115, সাল 2002, আমার নাম এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 30-01-26, C.J. (JR. Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Salam Miah, S/o. Mohammad Ali এবং Md. Chhalam Miah, S/o. Mohammad Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার পুরো এবং শুভ নাম Salam Miah, S/o. Mohammad Ali প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। দেবীবাড়ি, সুশীল দাস পল্লী, ওয়ার্ড নং 19, থানা : কোতোয়ালি, পোঃ+জেলাঃ কোচবিহার। (C/119532)

●

আমি, Reshma Khatun, W/o- Mukter Alam, Vill- Thahaghati, P.O.- Singia, P.S.- Chanchal, Dist- Malda আমার মেয়ের নাম Arifin Khatun জন্ম শংসাপত্রে যার রেজিস্ট্রেশন নং B-2020:19-0078-004064 আমার স্বামীর নাম ভুল করে Muktar Alam ও CSSH Discharge Certificate-এ আমার স্বামীর নাম Muktar Ali থাকায় গত 19.01.2026 তারিখে J.M. 2nd চাঁচল, মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট নং (SL-102) বলে আমার স্বামী Muktar Alam ও Muktar Ali থেকে Mukter Alam করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (S/T)

আজ টিভিতে

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাত ৮.৩০ **সান বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ শক্তি, দুপুর ১.৪৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.৩০ বর আসবে এখুনি, সন্ধ্যা ৭.৩০ কী করে তোকে বলব, রাত ১০.৩০ সাত পাকে বাঁধা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ দাদাঠাকুর, দুপুর ১.০০ আমাদের সংসার, বিকেল ৪.১৫ গ্রেপ্তার, সন্ধ্যা ৭.৩০ সঙ্গী, রাত ১০.৪৫ বিক্রম সিংহ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাতাসী
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.২০ রাইডার, ২.০০ খতরনাক রামওয়ালা, বিকেল ৫.২০ যোদ্ধা, সন্ধ্যা ৭.৫৫ জি রাম জি, রাত ১০.৫০ গালোড়ু
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫০ কচ্চে ধাগে, বিকেল ৩.০০ দিল হ্যায় তুমহারা, সন্ধ্যা ৬.৫০ জিৎ, রাত ১০.৩০ করিশ্মা কালি কা
স্টার গোল্ড থ্রিলস : সকাল ১০.১০ ক্যাপ্টেন মার্ভেল, দুপুর ১২.৫০ দ্য ক্রনিকলস অফ নার্নিয়া : দ্য লায়ন, বিকেল ৩.৪০ আলাদিন,

সঙ্গী সন্ধ্যা ৭.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

ভেনম রাত ৯.০৯ **সোনি পিক্স**

সন্ধ্যা ৬.১৮ ইন্ডিপেনডেন্স ডে : রিসার্জেন্স, রাত ৮.৪৫ পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান, ১১.২০ কন এয়ার
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.২০ টার্বো, বিকেল ৩.১২ সব্যসাচী, ৫.৫৫ দ্য মমি, সন্ধ্যা ৭.৫৫ এক সুনামি জ্বালামুখী, রাত ১০.১৬ ফাইনাল ডেস্টিনেশন-ফাইভ, রাত ১১.৫৯ বাদভা রাস্কেল
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.৪০ থোড়া পেয়ার থোড়া ম্যাজিক, দুপুর ১২.৫৮ বিস্ফোট, বিকেল ৩.১০ হাঙ্গামা-টু, ৫.৪৭ গেস্ট ইন লন্ডন, সন্ধ্যা ৭.৫৯ লুটকেস, রাত ১০.১৬ ক্যায়া কুল হ্যায় হম

খনার কাহিনী সন্ধ্যা ৭.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : মনের মানুষকে আজ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সফল হবে। নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগে প্রচুর সাফল্য মিলবে। বৃষ : স্ত্রী শরীর নিয়ে একটু সমস্যা থাকবে। শিল্পী ও কলাকুশলীদের নতুন যোগাযোগ বাড়বে। কর্মস্থল বদল করতে হতে পারে। মিথুন : সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। বাড়ির কোনও দামি জিনিস হারাতে পারে। কর্কট : আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটা শুভ। বাবা-মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরীর সুযোগ পেতে চলেছেন। সিংহ : পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ভ্রমণের জন্য আজকের দিনটি শুভ। সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনও বিষয় নিয়ে আপনি প্রশংসিত হবে। কন্যা : অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। বিদ্যার্থীরা বড় সুযোগ পেতে চলেছেন। তুলা : শেয়ার মার্কেটে লগ্নি নিয়ে একটু চিন্তায় থাকতে হতে পারে। প্রেমের জীবনে নতুন মোড় আসবে। দাঁতের ভোগান্তি বাড়বে। বৃশ্চিক : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন। কর্মক্ষেত্রে ভালো কাজের পুরস্কার পাবেন। ধনু : যানবাহনে ওঠানামার সময়ে একটু সতর্ক থাকুন। বন্ধুদের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। মকর : অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যে কোনও কঠিন পরিস্থিতি বুদ্ধির দ্বারা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কুম্ভ : আজ আপনার সহনশীল কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও কাগজ আজ পেতে পারেন। মীন : কোনও নতুন বিনিয়োগের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আধ্যাত্মিক কাজে শান্তি পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০ মাঘ, সংবৎ ২ ফাল্গুন বদি, ১৪ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৫।২১। মঙ্গলবার- দ্বিতীয়া রাত্রি ২।২২। মঘানক্ষত্র রাত্রি ১১।৫৫। সৌভাগ্যযোগ প্রাতঃ ৬।২৩ পরে শোভনযোগ শেষরাত্রি ৪।৩৭। তৈতিলকরণ দিবা ২।৩৫ গতে গরকরণ রাত্রি ২।১২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১১।৫৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ২।১২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-উত্তরে রাত্রি ২।১২ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।৪৪ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫৯ গতে ৮।৩৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১১।৫৫ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ২।১২ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৩৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-বিবাহ-রাত্রি ৮।৩৬ গতে ১১।৫৫ মধ্যে কন্যা ও তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৮।২১ গতে ১০।৩৯ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।২৯ মধ্যে ও ৩।১৫ গতে ৪।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৩ মধ্যে ও ৮।৫৩ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ১।৫৩ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইসলামপুর ও গোয়ালপোখরে উত্তেজনা

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। সোমবার।

ময়নাতদন্তে হয়রানি, হাজির মন্ত্রী

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২ ফেব্রুয়ারি : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে খুন হওয়া ব্যক্তির ময়নাতদন্ত করা নিয়ে পরিবারকে হয়রান করার অভিযোগ উঠল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে সোমবার মর্গে ছুটে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। রবিবার রাতে গোয়ালপোখরে পারিবারিক জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে সুজিত রায় নামে ৩৫ বছরের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর দেহ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে আনা হয়। পরিবারের অভিযোগ, সোমবার বেলা দুটোর পর হঠাৎ হাসপাতাল থেকে জানানো হয় ইসলামপুরে ময়নাতদন্ত হবে না, রায়গঞ্জে রেফার করতে হবে। এরপর পরিবারের সদস্যরা মন্ত্রীকে ফোন করে অভিযোগ জানান। মন্ত্রী হাসপাতালে পৌঁছে সুপার সুরজ সিনহাকে কার্যত ধমক দেন। সুপার তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলে উলটে মন্ত্রী বলেন, 'আপনি বেশি কথা বলছেন। কম কথা বলুন। ডেডবডি নিয়ে ছেলেখেলা চলছে!' এছাড়া তিনি প্রশ্ন ছোড়েন, হাসপাতালে পর্যাপ্ত ডাক্তার থাকলেও পরিষেবার এই হাল কেন? শেষমেশ মন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই ইসলামপুরে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় বলে নিহতের পরিবার জানিয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে কিছুক্ষণের মধ্যে রব্বানির ডাকে হাসপাতালে হাজির হন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল এবং ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দুজনকেই নিয়মিত হাসপাতালে নজরদারি রাখার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সুপারকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন, 'আপনাদের বিরুদ্ধে গুচ্ছের অভিযোগ উঠছে। কেন এমনটা হবে? ডিউটি রোস্টার মানা হচ্ছে না? একজন চিকিৎসক ২৪ ঘণ্টা ডিউটি করে সাতদিন গায়েব হয়ে যাচ্ছেন। এটা কেমন পরিষেবা?' যদিও ঘটনাটির বিষয়ে জানতে চেয়ে সুপারের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন। তবে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল জানিয়েছেন, নিহতের ময়নাতদন্ত নিয়ে খানিক জটিলতা হয়েছিল। এরপর সাধারণ মানুষের পরিষেবা পেতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখা হবে।

ঘটনা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতেই হবে। সাধারণ মানুষকে যেন হয়রানির শিকার হতে না হয়। প্রশাসনকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।' নিহতের পরিবারের তরফে রতন সরকার বলেন, 'বারবার অনুরোধের পরেও ময়নাতদন্ত করা হচ্ছিল না। তারপর আমরা মন্ত্রীর শরণাপন্ন হই। শেষে তাঁর উপস্থিতির জন্যই ময়নাতদন্ত করেছে হাসপাতাল।'

জমি বিবাদে হত দাদা, জখম জওয়ান

গোয়ালপোখর, ২ ফেব্রুয়ারি : পারিবারিক জমি বিবাদকে ঘিরে উঠল খুনের অভিযোগ। রবিবার রাতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হলেন সুজিত রায় (৩৫)। উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার শ্রীপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, বিবাদের জেরে গুরুতর জখম হয়েছেন সুজিতের ভাই সত্যজিৎ রায়। তিনি ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীতে কর্মরত এবং ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। অভিযোগের তির নিহতের বাবা কমল রায়ের ভাই অধীর রায় ও তাঁর ছেলেদের বিরুদ্ধে। তাঁদের ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয়রা ও নিহতের পরিবার জানাচ্ছে, কমল রায় ও অধীর রায়, এই দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৫ বছর ধরে এক খণ্ড জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। তার মধ্যে কিছুটা আবার পিডব্লিউডি-র জমি। দীর্ঘদিনের সেই বিবাদ রবিবার চরমে পৌঁছোয়। ওইদিন দুপুরে অধীর রায়ের পরিবার ওই জমিতে ঘর তৈরির কাজ শুরু করতে গেলে উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা বাধে। গোয়ালপোখর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে সাময়িকভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু রাতে সুজিত একটি কীর্তনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় তাঁর ওপর অধীর ও তাঁর দুই ছেলে অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার তাঁকে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। দাদাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে সত্যজিৎও আক্রান্ত হন। স্থানীয়রা দ্রুত দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে

- কমল রায় ও অধীর রায়, এই দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল
- দীর্ঘদিনের সেই বিবাদ রবিবার চরমে পৌঁছোয়
- রবিবার রাতে সুজিতের ওপর অধীর ও তাঁর দুই ছেলে অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ

চিকিৎসক সুজিতকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত সত্যজিৎকে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এনিয়ে নিহতের ছোট ভাই প্রসেনজিৎ রায় বলেন, '২০০৯ থেকে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলছিল। ওরা আমাদের জমি দখল করে দোকানঘর তুলছিল। আমরা বাধা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমার দাদাকে খুন করল অভিযুক্তরা।' আরেক দাদা সত্যজিতের শরীরের একাধিক স্থানে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলেও পরিবার জানিয়েছে। গোয়ালপোখর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অধীর ও তাঁর দুই ছেলে অভয় রায় ও অপূর্ব রায় গ্রেপ্তার হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে খুন ও ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলেও পুলিশ জানায়।

এদিকে, অভিযুক্তদের পরিবারের মহিলারা এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে যান রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শোক প্রকাশ করেন এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ঘটনায় নিহত সুজিতের পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়েছে। দীর্ঘদিনের জমি বিবাদ শেষ পর্যন্ত এমন পরিণতির দিকে গড়াল, মানতে পারছেন না এলাকাবাসীও। ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন সকলে।

এই দেখ... বালুরঘাটের শুনানিকেন্দ্রে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

দু'চাকায় তিন সঙ্গী।। সোমবার কোচবিহারের ঘুঘুমারিতে। ছবি : অর্পণ গুহ রায়

মেলায় উচ্চগ্রামে মাইক, বন্ধ করল পুলিশ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের দম ফেলার সময় নেই। এর মধ্যে প্রশাসনের নাকের ডগায় উচ্চগ্রামে মাইক বাজিয়ে মেলা চলায় তাদের ভোগান্তি চরমে ওঠে। ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হইচই শুরু হয়। মেলা প্রাঙ্গণ থেকে ঢিল ছোড়া দূরে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি রয়েছে। রবিবার রাতে মাইকের শব্দে পরীক্ষার্থীদের চরম সমস্যায় পড়তে হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে সোমবার সন্ধ্যায় মাইক বাজানো বন্ধ করা হয়। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পর সন্ধ্যায় মেলায় পুলিশ পাঠানো হয়। সেখানে মাইক বাজানো বন্ধ করা হয়।' মেলা কর্তৃপক্ষ ফের মাইক বাজালে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল বর্মনের সহযোগিতায় শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি সংস্থা সতীশ চন্দ্র চা বাগানের মাঠে খড়িবাড়ি থানার মাধ্যমে বিডিও অফিস থেকে মেলার অনুমতি নেয়। প্রফুল্লর দাবি, প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) নেওয়ার পর বিডিও ২৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলার অনুমতি দেন। বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'অনুমতি দেওয়া হলেও মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সমস্ত রকমের সাউন্ড সিস্টেম বন্ধ রাখার নির্দেশ রয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি মেলায় মাইক বাজানো হয়ে থাকে তবে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।'

সোমবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মাধ্যমিক পরীক্ষার ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে মাইক বাজানো নিষেধ। কিন্তু রবিবার সন্ধে থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মেলায় উচ্চগ্রামে মাইক বাজানো হলে পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়ে। সোমবার বিকেলে ফের মাইক বাজানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দা প্রসেনজিৎ বর্মন বলেন, 'রবিবার রাতেও সতীশ চন্দ্র চা বাগানের মাঠের মেলায় মাইক বেজেছে। পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়েছে।' এলাকাবাসী সুধীর রায়ের বক্তব্য, 'একদিকে পুলিশ ফাঁড়ি, অন্যদিকে এসএসবি ক্যাম্প। মাঝে প্রচুর বাড়ি। সেগুলিতে বহু পরীক্ষার্থী রয়েছে। তা সত্ত্বেও

- পানিট্যাঙ্কিতে মেলায় উচ্চগ্রামে মাইক বাজানোয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভোগান্তি
- ররিবার অনেক রাত পর্যন্ত মাইক বাজানোর পর সোমবার সন্ধ্যা থেকে ফের মাইক বাজানো শুরু হয়
- অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মাইক বাজানো বন্ধ করে

মেলায় চুটিয়ে মাইক বাজানোয় অনেকেরই ভোগান্তি বাড়ে।'

সোমবার বিকেল থেকে অবস্থার কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় স্থানীয়রা ঘটনাটি রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহকে জানান। প্রধান বলেন, 'অভিযোগ পেয়েই ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। পাশাপাশি, মাইক বাজানো বন্ধ করতে উদ্যোক্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়।' সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার কর্ণধার বিপ্লব সরকার অবশ্য গাফিলতির বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ভুল হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়টি মাথায় ছিল না। পরীক্ষা চলাকালীন আগামীতে মাইক বাজানো হবে না।'

মারধরের প্রতিবাদে বিজেপির পথ অবরোধ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : নতুন করে গণ্ডগোল বাধেনি বটে। কিন্তু তৃণমূলের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনে নেমে পড়ল বিজেপি। রবিবার তৃণমূলের মিছিলকে উদ্দেশ্য করে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়ায় দুই তরুণকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ তুলে আশিঘর ফাঁড়িতে পৌঁছে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সোমবার তাঁর নেতৃত্বে ইস্টার্ন বাইপাস অবরোধ করল বিজেপি। এদিন বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সামনে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ইস্টার্ন বাইপাসে বসে পড়েন। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। পুলিশি আশ্বাসে অবরোধের সময়সীমা প্রায় ২০ মিনিট হলেও, তার জেরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এলাকায়। অবরোধ থেকেও দোষী তৃণমূল কর্মীদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়। শিখা বলেন, 'জয় শ্রীরাম বললে কি মার খেতে হবে? এটা কি পাকিস্তান নাকি? পুলিশ না বাঁচালে

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবি

ইস্টার্ন বাইপাসের ঢাকেশ্বরী মোড় অবরোধ। সোমবার।

দুজনকে মেরে ফেলে দিত তৃণমূল। সাতদিনের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে।' পালটা তোপ দেগেছে তৃণমূলও। দলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি দিলীপ রায় বলেন, 'শিখা চট্টোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপিকে শেষ করে দিয়েছেন। তাই কী করবেন বুঝতে না পেরে রাস্তা অবরোধ করছেন।'

বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজনৈতিকভাবে তপ্ত হচ্ছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি। এসআইআর-এর বিরোধিতা করে রবিবার প্রথমে এনজেপি থানায় শিখার সম্পর্কে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেছিল তৃণমূল, পরে রাজ্যের শাসকদল মিছিল বের করে। আশিঘর মোড় এলাকায় তৃণমূলের মিছিলকে উদ্দেশ্য করে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেন তিন তরুণ। একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও দুজনকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও দিলীপের দাবি, 'রবিবার বিধায়ক কয়েকজনের জন্য পিকনিকের আয়োজন করেছিল। পিকনিক থেকে এসে মদ্যপ অবস্থায় কয়েকজন মহিলাদের কটূক্তি করেছিল। সাধারণ মানুষ মদ্যপদের মারধর করেছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।' যদিও তা মানতে নারাজ শিখা। তাঁর সাফ কথা, 'ওই দুই তরুণকে তৃণমূলের লোকজনই মারধর করেছে। সাতদিনের মধ্যে প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করতে হবে।' এদিন আহত দুই তরুণের বাড়িতেও যান বিধায়ক শিখা। দুই পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি।

কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ

চোপড়া, ২ ফেব্রুয়ারি : ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে চোপড়া কমলাপাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু হচ্ছে। কলেজের অধ্যক্ষ মধুসূদন কর্মকার জানান, প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আগ্রহী পড়ুয়াদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুবিধার জন্য উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্প থেকে একাধিক বিষয়ে স্টাইপেন্ড সহ বিভিন্ন কোর্স করার সুযোগ দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পড়ুয়াদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেবে। প্রশিক্ষণ শেষে সরকারি শংসাপত্র এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা। এব্যাপারে জেলা প্রশাসন থেকে অনুমোদনও মিলেছে। জানা গিয়েছে, চলতি বর্ষে কম্পিউটার, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সেলাইয়ের কোর্সে ভর্তি নেওয়া হবে। কলেজ পড়ুয়া ছাড়াও এলাকার তরুণ-তরুণীরাও সেখানে ভর্তির সুযোগ পাবেন। এব্যাপারে যথারীতি প্রচার শুরু করা হয়েছে।

জখম তিন

চোপড়া, ২ ফেব্রুয়ারি : হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতলঘাটা এলাকায় জমি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে জখম হলেন তিনজন। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ আলম জানান, আনারস বাগানের একাংশের জমি নিয়ে মহম্মদ তৈয়ব ও বসিরউদ্দিনের পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় উভয়পক্ষের একাধিক ব্যক্তি জখম হয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

অভিযান

চোপড়া, ২ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা ও ডিএসপি রাহুল বর্মন সোমবার এলাকার বিভিন্ন অবৈধ বালি খাদানে অভিযান চালালেন। অভিযানে দুটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন হাপতিয়াগছ এলাকায় অভিযানে নেমে পুলিশ দুটি ট্র্যাক্টর সমেত এক চালককে আটক করেছে।

কোন্দল সরিয়ে কাজের নির্দেশ

শা ফিরতেই জেলা বিজেপির বৈঠকে কড়া বার্তা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : সভা করে ফিরে গিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। আর তারপরেই জেলা বিজেপিকে রাজ্য সংগঠন কড়া বার্তা দিল। ১০ দিনের মধ্যে সমস্ত কোন্দল মিটিয়ে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে একসঙ্গে কোমর বেঁধে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওপরমহলের নির্দেশিকা পেয়ে রবিবার সন্ধ্যায় বিধানসভার কর্মকর্তাদের নিয়ে তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। ওই বৈঠকে শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন বিধানসভার বিধায়কদের পাশাপাশি, বিধানসভার বিভিন্ন পদাধিকারীও উপস্থিত ছিলেন বলে জানাচ্ছে বিজেপি। বৈঠকে বিক্ষুব্ধদের নিয়ে কী করতে হবে, কীভাবে তাঁদের মান ভাঙানো যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

যদিও এই প্রসঙ্গে বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের সঙ্গে

- ওপরমহলের নির্দেশিকা পেয়ে রবিবার সন্ধ্যায় বিধানসভার কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক ডাকে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি
- ওই বৈঠকে শিলিগুড়ি মহকুমার বিধায়করা ছিলেন
- পাশাপাশি, বিধানসভার বিভিন্ন পদাধিকারীও উপস্থিত হন বলে খবর

যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে বিজেপির একটি সূত্র বলছে, ভোটের আগে কড়া হাতে হাল ধরবে সংগঠন। যাঁরা দলে থেকে দলের ক্ষতি করবেন, তাঁদের প্রয়োজনে বহিষ্কারও করা হতে পারে। এছাড়া যাঁরা সরাসরি দলের বিরুদ্ধে গিয়ে কথা বলছেন, কিংবা পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর বসে গিয়েছেন তাঁদেরও কড়াভাবে সতর্ক করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উপরমহল। মণ্ডল কমিটির মাধ্যমে বিক্ষুব্ধদের প্রথমে সতর্ক করা হবে। এরপরেও কাজ না হলে জেলা কমিটি দলীয় কার্যালয়ে ডেকে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নতুন কমিটি গঠনের পর থেকেই বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির অন্দরে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়। একাধিক প্রাক্তন পদাধিকারী এখন আর সক্রিয় নেই। একাধিক কর্মী আবার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এসে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। কেউ কেউ প্রকাশ্যে জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব এখনও যে অরুণের ওপরেই ভরসা রাখছে তা বর্তমানে স্পষ্ট। শনিবার শিলিগুড়ির কর্মীসভা থেকে ২৮-এ ২৮-এর টার্গেট বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন শা। এরপরেই রাজ্য নেতৃত্ব শিলিগুড়ি বিভাগের প্রতিটি জেলা কমিটিকে কড়া বার্তা দিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এরপরেই জেলা কমিটিগুলিও সক্রিয় হয়েছে। রবিবার বৈঠকের পর গ্রামের দিকের একাধিক মণ্ডলের বিক্ষুব্ধ কর্মীদের ডেকে সতর্ক করা হবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, শহরে যাঁরা নিষ্ক্রিয়, তাঁদের সক্রিয় হওয়ার বার্তা দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যেই বুথ সশক্তিকরণের মাধ্যমে কর্মীদের ডেকে সক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠন। সোমবারও একাধিক এলাকায় বৈঠক হয়েছে। এদিকে অমিত শা-এর সভার মাধ্যমে শহরের একাধিক বিক্ষুব্ধ কর্মীকে ফের সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছিল। যুব মোর্চার একাধিক কর্মী সামনের সারিতে থেকে কাজ করেছেন। এছাড়া দলের মাদার কমিটিরও একাধিক নেতা শনিবারের সভা ঘিরে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই এবার শাহী বার্তার মধ্যে দিয়েই দলের অন্দরের সমস্যা কাটবে বলেই আশাবাদী জেলার পদ্ম শিবির।

পিছোল বাঘ শুমারি

জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : ট্র্যাপ ক্যামেরার অভাবে গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্যে বাঘ শুমারি শুরুই করতে পারল না বন দপ্তর। সুন্দরবনে বাঘ শুমারি শেষ হলে সেখান থেকে ক্যামেরা আসার পর বাঘ শুমারি শুরু হবে। পাহাড়ি এলাকায় এখনও অত্যধিক ঠান্ডা থাকায় এপ্রিলের শেষ বা মে মাসের প্রথমে নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে বাঘ শুমারি করবে বন দপ্তর।

নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের পাশাপাশি এবার সমতলের গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্যেও বাঘ শুমারি যৌথভাবে করবে ন্যাশনাল টাইগার প্রোজেক্ট কনজারভেশন এবং ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং রাজ্য বন দপ্তর। গরুমারা ও চাপড়ামারিতে চলতি মাসের ১৮ থেকে ২০ তারিখের মধ্যেই বাঘ শুমারি নির্ধারিত ছিল। তাছাড়া নেওড়াভ্যালিতে ফেব্রুয়ারি মাসে একটু ঠান্ডা কমলে বাঘ শুমারি শুরু করা হবে বলে প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'নেওড়াভ্যালিতে এখন তাপমাত্রা মাইনাসের নীচে রয়েছে। তাছাড়া হিমালয়ান ব্ল্যাক ভালুকের উপদ্রব বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই ঠান্ডার প্রকোপ কমলে নেওড়ার সাড়ে দশ হাজার ফুট উচ্চতায় ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে এবং ট্রেকিং করে বাঘ শুমারি করা হবে। তবে নেওড়ায় এপ্রিলের শেষ বা মে মাসের প্রথম দিকে শুমারি করা হবে।'

তৎপর বনকর্মীরা, নির্বিঘ্নে মাধ্যমিকের প্রথম দিন

নিউজ ব্যুরো

২ ফেব্রুয়ারি : বন্যপ্রাণীর হামলা থেকে বাঁচাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল বন দপ্তর। পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াত সুনিশ্চিত করতে বন দপ্তরের উদ্যোগে গাড়িতে করে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বন দপ্তরের টুকুরিয়াঝাড় রেঞ্জের আধিকারিক সুরজ মুখিয়া।

খড়িবাড়ি সংলগ্ন টুকরিয়াঝাড় জঙ্গল, বুড়াগঞ্জ সহ বনবস্তি এলাকার হাতি অধ্যুষিত এলাকায় সম্প্রতি বুনো হাতির চলাচল বেড়ে গিয়েছে। তাই পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে সেসব এলাকায় কড়া টহলদারি চালানো হচ্ছে।

বনের পথে সুরক্ষিতভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে কার্সিয়াং বনবিভাগও। কার্সিয়াং বনবিভাগের কর্মীরা পরীক্ষার প্রথম দিন প্রায় ৪০০ পরীক্ষার্থীকে বাড়ি থেকে গাড়িতে তুলে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন ও পরীক্ষা শেষে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। কার্সিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'বুনোদের আক্রমণ বিশেষ করে হাতি এবং চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষিত রাখতে এদিন আমরা ১১টি কিউআরটি গাড়ি পথে নামিয়েছি। সেইসঙ্গে আরও ১৩টি গাড়িতে প্রায় ২০টি স্কুলের ৪০০ জন পরীক্ষার্থীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' সেইসঙ্গে বাগডোগরা কন্ট্রোল রুমে সিসিটিভিতে নজরদারি চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া।

কৌতূহলী চোখ। ইসলামপুরের রামগঞ্জ হাইস্কুলে। ছবি : রাজু দাস

এদিকে, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকে মিটল মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা। ব্লকের দুটি শিক্ষাচক্রে এদিন মোট ২,৩১৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসে। ফাঁসিদেওয়া চক্রের তিনটি ভেনুতে ৯৭৯ জন পরীক্ষা দিয়েছে। বিধাননগর চক্রের চারটি ভেনুতে মোট ১,৩৩৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষা শেষে হাসিমুখে ফাঁসিদেওয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী রেশমি খাতুন বলে, 'প্রশ্ন কমন আসায় পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে।'

ইসলামপুরে এক পরীক্ষার্থী এদিন অ্যাডমিট কার্ড বাড়িতে রেখেই পরীক্ষাকেন্দ্রে চলে এসেছিল। সময়মতো তা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন ইসলামপুর ট্রাফিক গার্ডের এক সিভিক ভলান্টিয়ার। পুলিশের এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছে অনেকেই। রাখি দে নামে ওই ছাত্রীর বাড়ি ইসলামপুরের স্টেট ফার্ম কলোনি এলাকায়। সে স্টেট ফার্ম কলোনি হাইস্কুলেরই ছাত্রী। তার পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছিল ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলে। সমস্যার কথা জানতে পেরে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার ছাত্রীকে বাইকে চাপিয়ে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যান। অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করে সঠিক সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। চোপড়া ব্লকে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪১২৯। তবে প্রথম দিন ২৬২ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। এদিকে, এদিন বিভিন্ন কেন্দ্রে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম ও পানীয় জলের বোতল তুলে দেওয়া হয়। চোপড়া থানার পুলিশের তরফে এদিন একাধিক কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়

বাইক দুর্ঘটনায় জখম তরুণ

চোপড়া, ২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সন্ধ্যায় চোপড়ার দলুয়া এলাকায় জাতীয় সড়কে এক বাইক আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জখম হলেন। রামগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণ চোপড়া থেকে মোটরবাইকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের প্রশাসন ও পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন

সুপার পদ নিয়ে কাটেনি বিভ্রান্তি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার পদে সোমবারও দায়িত্ব নেননি ডাঃ পার্থপ্রতিম পান। শনিবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও সোমবার পর্যন্ত সরকারিভাবে তিনি কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘হোয়াটসঅ্যাপে একটি বিজ্ঞপ্তির কপি ঘুরছে। তবে, আমাকে স্বাস্থ্য ভবন বা কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে কিছু জানানো হয়নি।’ তিনি স্বাস্থ্য ভবনেও যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখান থেকেও কোনও সাড়া পাননি বলে মেডিকেল সূত্রে খবর। অন্যদিকে, একজন স্থায়ী সুপার থাকার পরেও নতুন করে ডাঃ পানকে অস্থায়ী সুপার পদের দায়িত্ব দেওয়ায়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিনি অস্থায়ীভাবে এই পদে দায়িত্ব নিতে রাজি নন বলেও সূত্রের খবর। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিককেই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। আপাতত তিনিই একসঙ্গে দুটো পদ সামলাচ্ছেন। সঞ্জয় বলছেন, ‘ই-মেল মারফত নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছে। চিঠিও ডাক মারফত যাবে। সেটা নিয়ম মেনেই পাঠানো হয়েছে।’ ডাঃ পান অবশ্য কোনও ই-মেলও পাননি বলে দাবি করেছেন।

২০২২ সাল থেকে ডাঃ সঞ্জয় মেডিকেলের স্থায়ী সুপার পদে রয়েছেন। গত বছরের মে মাসে কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা হিসাবে পদোন্নতি পেয়ে চলে গিয়েছেন। সেই সময় স্বাস্থ্য ভবন সঞ্জয়কেই অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব দেয়। অধ্যক্ষের বাড়তি দায়িত্ব পেয়ে ডাঃ মল্লিক কলেজের অফিসে বসতে শুরু করেছেন। তখন থেকেই সুপার নিজের অফিস ছেড়ে কলেজ অধ্যক্ষের চেয়ারে প্রতিদিন বসছেন। অভিযোগ, তিনি হাসপাতালের রোগী পরিষেবা, অফিসের কাজকর্ম ঘুরেও দেখছেন না। রোগীরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সুপারের অফিসে এসে কাউকে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

দীর্ঘ ন’মাস এই সমস্যা চলার পরে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম সম্প্রতি মেডিকেল পরিদর্শনে আসেন। তিনি এখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ফেরার পরেই অস্থায়ী সুপার হিসাবে ডাঃ পার্থপ্রতিম পানের নামে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। অর্থাৎ হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ চালাবেন। অস্থায়ী সুপার হিসাবে ডাঃ পানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে চিকিৎসক মহলে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। হাসপাতালে অধ্যক্ষ এবং সুপার দুটি পদই অস্থায়ী কেন হবে, প্রশ্ন উঠেছে।

- শনিবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলেও সুপার পদে দায়িত্ব নেননি ডাঃ পার্থপ্রতিম পান
- স্বাস্থ্য ভবন বা কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কিছু জানায়নি বলে দাবি পানের
- কেন সুপার এবং অধ্যক্ষের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ অস্থায়ী হবে, প্রশ্ন চিকিৎসক মহলে

চিকিৎসকরা বলছেন, হাসপাতাল সুপার পদে সঞ্জয়কে রেখে অধ্যক্ষ পদে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যেত। তাহলে অন্তত সুপার স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন। ডাঃ পানও নাকি সুপার পদে দায়িত্ব নিতে রাজি নন। কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর এখানকার একাধিক অধ্যাপক চিকিৎসক আবেদন করেছেন। এখনও তাঁদের ইন্টারভিউ হয়নি। তাঁদের মধ্যে একজনকে অস্থায়ী সুপার হিসাবে দায়িত্ব দিলে সমস্যা এড়ানো যেত। সেটাও করা হয়নি।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান।

ন্যায্যমূল্যের দোকানে অমিল ওষুধ, দুর্ভোগ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে কেনাকাটা করলে অনেকটাই ছাড় মেলে। সেই আশাতেই অনেকে এই দোকানগুলিতে ভিড় জমান। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই দোকান থেকে অনেক ওষুধই মিলছে না। ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা, বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্তরা সমস্যায় পড়ছেন। অধিকাংশ সময়ে লাইনে দাঁড়িয়ে শেষপর্যন্ত তাঁদের খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে। ন্যায্যমূল্যের দোকানের কর্মীরা সরাসরি জানিয়ে দিচ্ছেন যে, প্রেসক্রিপশনে লেখা অনেক ওষুধই বর্তমানে তাঁদের কাছে মজুত নেই। ফলে বাধ্য হয়েই সাধারণ মানুষকে হাসপাতাল চত্বরের বাইরের দোকান থেকে চড়া দামে প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে হচ্ছে। রোগীদের পরিবারের দাবি, মূলত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজরদারির অভাবেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক জানান, ন্যায্যমূল্যের দোকানে কেবলমাত্র সরকারিভাবে তালিকাভুক্ত ওষুধগুলোই পাওয়া যায়। কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ওষুধ না পাওয়া গেলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

সোমবার হাসপাতাল চত্বরে গিয়ে দেখা যায়, প্রেসক্রিপশন হাতে অনেকেই ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু মুখ মলিন। মাটিগাড়ার পালপাড়ার বাসিন্দা পরিতোষ পাল তাঁর বাবার চিকিৎসার জন্য এসে ওষুধ পাননি। তাঁর আফসোস, ‘ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে ওষুধ পেলে আমি অনেক টাকার সাশ্রয় করতে পারতাম।’ একইভাবে রাজগঞ্জের রত্না রায় তাঁর অসুস্থ ছেলের জন্য ওষুধ না পেয়ে চরম বিপাকে পড়েন। পেশায় রাজমিস্ত্রি চটহাটের ললিত সিংহ জানান, দোকানটিতে কমদামি ওষুধগুলো পাওয়া গেলেও জীবনদায়ী দামি ওষুধগুলো মিলছে না।

ন্যায্যমূল্যের দোকানের কর্মীদের দাবি, প্রতিদিন গড়ে ৭৫০ জন রোগীকে তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা দিচ্ছেন। তাঁদের মতে, অনেক সময় ওষুধের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাময়িকভাবে স্টকে টান পড়ে যায়। গরিব রোগীদের স্বার্থে ওষুধের জোগান স্বাভাবিক করার দাবি জোরালো হয়েছে।

পারিবারিক বিবাদে বৃদ্ধকে মারধর

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : গত ২৪ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি শহরের দুই পৃথক জায়গায় মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। একটি ঘটনা ঘটেছে ভক্তিনগর থানা এলাকায়। পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতের ওই ঘটনায় এক বৃদ্ধকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। বর্তমানে ওই বৃদ্ধ আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। অন্য ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি থানা এলাকার টিকিয়াপাড়ায়। দুই গোষ্ঠীর মারামারিকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরে দুই গোষ্ঠী একে অপরের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের কথায়, ‘অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত করা হচ্ছে।’

ভক্তিনগর থানা এলাকার ঘটনায় ঝামেলার সূত্রপাত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে। মারধরের ঘটনা রবিবার রাতে হলেও সমস্যার শুরু শনিবার রাত থেকে। স্বামী সুব্রত সাহার অভিযোগ, ‘স্ত্রী কাকলি সাহা বেশ কিছুদিন ধরেই বাপের বাড়ি থাকছে। অনেকবার চেষ্টার পরেও সে বাড়িতে আসেনি।’ শনিবার রাতে হঠাৎ করেই ওই বধূ তাঁর দুই বোনকে নিয়ে এসে প্রবীণ শ্বশুরের সঙ্গে ঝামেলা করেন বলে অভিযোগ। এরপর সুব্রতর দোকানে তালা মেরে দেন। সুব্রতর কথায়, ‘আমি কোচবিহারে ছিলাম। রবিবার বাড়ি ফিরে বিষয়টা জানার পরেই দোকানে গিয়ে তালা ভাঙি। এরপরই কাকলি তার পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে এসে আমার ওপর চড়াও হয়। আমি মারধর খাচ্ছি দেখে আমার বাবা এগিয়ে এলে, ওরা আমার বাবার ওপরও চড়াও হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাবাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করি।’

সুব্রতর দায়ের করা অভিযোগের পালটা হিসেবে কাকলিও ভক্তিনগর থানায় মারধরের অভিযোগ দায়ের করেছেন। এবিষয়ে কাকলিকে ফোন করা হলেও মন্তব্য করতে চাননি। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতোর বক্তব্য, ‘কাকলির দুই সন্তান রয়েছে। কাকলি দুই সন্তানের খরচের টাকা চাইতে সুব্রতর বাড়িতে গিয়েছিল। টাকা না পেয়ে দোকানে তালা মেরে দেয়। সুব্রত তালা ভাঙার পর দুইপক্ষের মধ্যে ঝামেলা হয়। দুইপক্ষই চোট-আঘাত পেয়েছে।’

অন্যদিকে, টিকিয়াপাড়ার ঘটনায় এক পক্ষের তরফে এক মহিলার অভিযোগ, ‘গত মাসের মাঝামাঝি সময় অভিযুক্তরা আমাদের বাড়ির সামনে এসে গালিগালাজ করতে থাকে। আমার আত্মীয় ৯ মাসের গর্ভবতী। তিনি প্রতিবাদ করলে তাঁকে ধাক্কা মারে ওরা। আহত আত্মীয়কে হাসপাতালে নিয়ে গেলে গত রবিবার ডেলিভারির তারিখ দেয়। ওইদিন ডেলিভারি হওয়ার পর সদ্যোজাতর মৃত্যু হয়। আজ সকালে শেষকৃত্য সম্পন্নের পর আমাদের ওপর চড়াও হয়।’ অপরপক্ষের তরফে এক তরুণের অভিযোগ, ‘আজ সকালে একদল তরুণ এলাকায় জড়ো হয়। আমার এক আত্মীয় ঘর থেকে বের হতেই তাঁর ওপর চড়াও হয়।’ তবে ধাক্কা মারার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তারা। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসেছে।

দুর্ঘটনায় মৃত দুই

ফাঁসিদেওয়া, ২ ফেব্রুয়ারি : চারচাকা গাড়ি ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল জামাইবাবু ও শ্যালিকার। মৃতদের নাম রাজেন বর্মন ও সংগীতা সিংহ। রাজেন স্থানীয় চৌরঙ্গি মোড় এবং সংগীতা চটহাটের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। রবিবার গভীর রাতে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রোডের ডণ্ডাঝাড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

রাজেন ও সংগীতা মোটরবাইকে করে যাওয়ার সময় একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় জখমদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে সোমবার দুজনেরই মৃত্যু হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
মুক্তির খোঁজে।। রাজস্থানের আলোয়ারে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

তরুণীদের কটূক্তি, মার খেলেন প্রতিবাদী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : রাস্তা দিয়ে যাওয়া তরুণীদের কটূক্তির প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মার খেলেন বছর পঁয়ষট্টির এক বৃদ্ধ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে তুলকালাম কাণ্ড বাধল প্রধাননগর এলাকায়। অভিযোগ, বৃদ্ধকে মার খেতে দেখে এগিয়ে আসেন স্থানীয়রা। প্রথমে অভিযুক্ত তরুণরা পালিয়ে গেলেও পরে আবার লাঠি নিয়ে দশ-পনেরো জনকে সঙ্গে নিয়ে আসেন বলে অভিযোগ। এরপর স্থানীয়রা তাঁদের দুজনকে পাকড়াও করলে বাকিরা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। পরবর্তীতে ওই বৃদ্ধের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। তাঁদের মধ্যে শুভমকুমার মাহাতো গুরুংবস্তির বাসিন্দা। বিকাশকুমার মাহাতো নতুনপাড়ার বাসিন্দা।

এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সন্ধ্যার পর থেকেই নিবেদিতা রোডের বিভিন্ন জায়গায় একদল তরুণ বিভিন্ন দোকানের সামনে জটলা করে বসে থাকছে। এমনকি ওই তরুণদের অনেকেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকছে। বিষয়টা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার গার্গী চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলছিলেন, ‘এর আগেও জটলা করে বসাকে কেন্দ্র করে একটি দোকানের সামনে দু’পক্ষের ঝামেলা হয়েছিল। পরে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এই তরুণরা কোথা থেকে আসছে, কেউ কিছু জানেন না। মেয়েরা পাশ দিয়ে যেতে রীতিমতো সমস্যায় পড়ছেন। পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে। কিন্তু সবসময় পুলিশের পক্ষেও নজর দেওয়া সম্ভব নয়। এই ধরনের হুজ্জতি বেড়েই চলেছে। আমরা ওয়ার্ড কমিটিগতভাবে ঠিক করেছি, প্রতিটি দোকানে একটি করে নোটিশ দেব, যাতে কেউ কোনওভাবেই দোকানের সামনে জটলা করতে না দেয়।’ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের কথায়, ‘প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ওই এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে।’

- রবিবার রাতে নিবেদিতা রোডে জটলা করে বসেছিলেন কিছু তরুণ
- সেসময়ে এলাকা দিয়ে যাওয়া তরুণীদের কটূক্তি করেন ওই তরুণরা
- তার প্রতিবাদ করলে এক বৃদ্ধকে মারধর করেন ওই বহিরাগত তরুণরা, তাঁদের দুইজন গ্রেপ্তার

> রাত বাড়লেই একদল বহিরাগত কার্যত নিবেদিতা রোডের দখল নিয়ে নিচ্ছে। ওদের পাশ দিয়ে যাওয়াটা সমস্যার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
>
> **নমিতা দাস** স্থানীয় বাসিন্দা

রবিবার রাতে তরুণদের হাতে মারধরের শিকার হওয়া বছর পঁয়ষট্টির ওই প্রবীণের নাম মনোরঞ্জন পাল। তিনি প্রধাননগর এলাকারই বাসিন্দা। তাঁর অভিযোগ, ‘রবিবার রাতে আমি নিবেদিতা রোড ধরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই নজরে আসে, জটলা করে বসে কিছু তরুণ পাশ দিয়ে যাওয়া তরুণীদের কটূক্তি করছে। বিষয়টা আশপাশের ব্যবসায়ীদের নজর আসায় তাঁরাও প্রতিবাদ শুরু করলে পালটা ওই তরুণরা হুমকি দিতে থাকে। ওরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল।’

ওই তরুণের সামনে গিয়ে প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত দুজন ওই প্রবীণের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। এরপর স্থানীয়রা এলে ওই দুই তরুণ পালিয়ে যান। জটলায় থাকা বাকিরাও এলাকা ছাড়ে। মনোরঞ্জনের অভিযোগ, ‘কিছুক্ষণ পরেই দেখি ওই দুই তরুণ আরও ১৫ জনকে সঙ্গে নিয়ে এসে ঝামেলা করছে।’ এরপর স্থানীয়রা পালটা ওই তরুণদের ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করলে মূল অভিযুক্ত দুজন পাকড়াও হয়। তবে বাকিরা পালিয়ে যায়।

পরীক্ষার আগে স্কুলে বিস্ফোরণ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিকের প্রথম ভাষার পরীক্ষা শুরু হতে তখনও পাঁচ মিনিট বাকি। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীরা শেষমুহূর্তের সমস্ত ভাবনায় মশগুল। হঠাৎই কান ফাটানো শব্দ। গোটা স্কুলজুড়ে ব্যাপক হইচই। আতঙ্কে অনেকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। তারই মধ্যে পরীক্ষার্থীদের সামলানোর চেষ্টা চলে। ক্যান্টিনে চা তৈরির সময় সিলিন্ডারে আগুন ধরে যাওয়াতেই এদিন বিপত্তি ঘটে। ভাগ্য ভালো থাকায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন।

তুফানগঞ্জের অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক মনোজকুমার মণ্ডল জানান, কোনও এক শিক্ষিকা চা তৈরি করতে গেলে গ্যাস লিক করে রেগুলেটরে আগুন ধরে গিয়েছিল। যেহেতু বিস্ফোরণটি ফাঁকা মাঠে হয়েছে, তাই কেউ আহত হয়নি। সাময়িক বিঘ্ন ঘটলেও পরে পরীক্ষার্থীরা শান্তভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে।

নাককাটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আগুন জ্বলছে।

এই কেন্দ্রে বালাভূত হাইস্কুল, বালাভূত বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ এবং কৃষ্ণপুর স্কুলের মোট ২০২ জন শিক্ষার্থীর সিট পড়েছে। এদিন পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগে আগে স্কুলের ক্যান্টিনে চা তৈরির সময় আচমকা একটি ছোট গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে উপস্থিত সকলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে জ্বলন্ত সিলিন্ডারটি দ্রুত টেনে স্কুল ভবনের বাইরে মাঠের মাঝখানে নিয়ে যান। তাঁরা ভিজে বস্তা চাপা দিয়ে আগুন নেভানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু দমকলবাহিনী পৌঁছানোর আগেই বিকট শব্দে সিলিন্ডারটি ফেটে যায়। বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কক্ষ ছেড়ে মাঠের দিকে দৌড়ে আসে।

তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার এবং জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা দ্রুত সেখানে পৌঁছান। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তাঁরা পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করেন। পুলিশকর্মীরা সাহসিকতার সঙ্গে সিলিন্ডারটি মাঠে নিয়ে যাওয়ায় বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং বর্তমানে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে বলে এসডিপিও জানান। জ্বলন্ত সিলিন্ডারকে ক্যান্টিন থেকে বের করে মাঠে নিয়ে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করায় মহকুমা শাসক পরে তুফানগঞ্জ থানার এএসআই অজয় বাসফোর ও সিভিক ভলান্টিয়ার রাজিবুল হককে সংবর্ধিত করেন।

জলাভূমি দূষণমুক্ত করতে অভিযান

বাগডোগরা, ২ ফেব্রুয়ারি : বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষ্যে ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজের জলাভূমি পরিষ্কারে নামলেন ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা। কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, ‘সম্প্রতি ওই জলাভূমিতে পাখি গণনা করতে গিয়ে দেখা যায়, জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক রয়েছে। এতে জল দূষিত হচ্ছে। এজন্য আজকে বিশেষ দিনে পরিষ্কার করা হয়।’

ঘোষপুকুর রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধু বলেন, ‘আমরা বনকর্মীদের সঙ্গে চারটি নৌকা নিয়ে জলাভূমি পরিষ্কার করি। দেখা যায়, জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক, থার্মোকল রয়েছে। এছাড়া জেলেদের অব্যবহৃত পুরোনো জাল পড়ে আছে। এগুলো জল থেকে তুলে একটি ছোট ট্রাকে ভর্তি করে আমবাড়ির সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়।’

এদিকে পশুপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহা বলেন, ‘ফুলবাড়ির এই জলাভূমি নিয়ে আজ আমরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওখানে ৫টি দোকান রয়েছে। প্রতিদিন বিকেলে বেশ কিছু মানুষ সেখানে বেড়াতে আসেন। তাঁদের সঙ্গেও কথা বলে জানা গিয়েছে, এই জলাভূমির দূষণ হওয়ার কারণ মহানন্দা নদী। মহানন্দা নদীতে যেসব আবর্জনা, প্লাস্টিক ফেলা হয়, সেগুলো ভেসে ফুলবাড়ির এই জলাভূমিতে জমা হয়। এটা বন্ধ করতে হলে এখানে রেলসেতুর নীচে নেট লাগালে আবর্জনা আটকানো সম্ভব হতে পারে।

১১ জানুয়ারি বন বিভাগের তরফে কয়েকটি এনজিওকে সঙ্গে নিয়ে বার্ষিক জলজ পাখি গণনা করা হয়। দেখা যায়, প্রায় ৫০ প্রজাতির পাখি শীতের মরশুমে এসেছে। দূষণের জন্য এই পাখিগুলোর জলাভূমিতে আসা যেন বন্ধ না হয়, সেই বিষয়ে সাবধানতা এখন থেকেই নিতে হবে বলে মনে করছে বনদপ্তর।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প নিয়ে সরব শ্রিংলা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্পে (সিজিএইচএস) চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না। শিলিগুড়িতে একটি বহির্বিভাগে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও, কোনও হাসপাতালেই রোগীদের ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না। ফলে উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং তাঁদের পরিবার সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের জন্য দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার দাবি তুললেন রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। সোমবার রাজ্যসভায় সাংসদ শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি নার্সিংহোমকে দ্রুত এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা এবং শিলিগুড়িতে সিজিএইচএস প্রকল্পের অতিরিক্ত অধিকর্তার অফিস তৈরির দাবি জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্তদের চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ায় ভুটিয়া মার্কেট সংলগ্ন একটি ভাড়াবাড়িতে বহির্বিভাগের পরিষেবা রয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের প্রায় ৬৫ হাজার মানুষের চিকিৎসায় একমাত্র ভরসা এই বহির্বিভাগে সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে না বলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ উঠছিল। সিজিএইচএস বেনেফিশিয়ারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক গুরুদাস দাসের বক্তব্য, ‘এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার বাইরে সেভাবে আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আগে শিলিগুড়ির একাধিক নার্সিংহোম এই প্রকল্পের অধীনে ছিল। কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে বা দুর্ঘটনায় জখম হয়ে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিতে হলে তাঁকে সেই নার্সিংহোমগুলিতে ভর্তি করা হত। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সেই পরিষেবাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোনও নার্সিংহোম এই প্রকল্পের সুবিধা দিতে চাইছে না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার কর্মীদের কাছ থেকে নিয়মিত বেতনের একটা অংশ সিজিএইচএস প্রকল্পে কেটে নিচ্ছে।’ এই সমস্যা দূর করতে সম্প্রতি সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছিল। সেখান থেকে সমস্যা মেটানোর আশ্বাস মিললেও বাস্তবে কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ।

সোমবার রাজ্যসভায় সাংসদ শ্রিংলা উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি

রাজ্যসভায় উল্লেখ

কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্তদের সিজিএইচএসের চিকিৎসা সমস্যা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি দ্রুত এখানে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল তৈরি, ভাড়াবাড়ি থেকে বিএসএনএল অফিসে সিজিএইচএসের বহির্বিভাগ স্থানান্তর এবং এখানে অতিরিক্ত অধিকর্তার অফিস তৈরির দাবি জানিয়েছেন। জটিয়াকালীর ক্যানসার হাসপাতাল, ফুলবাড়ি এবং মাটিগাড়ার দুটি বেসরকারি হাসপাতালকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন। সাংসদের ভূমিকায় সিজিএইচএস বেনেফিশিয়ারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ির নেতৃত্ব খুশি।

ল্যাবে মালভোগের টিস্যু কালচার

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিকভাবে কলা গাছের চারা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা তৈরিতে রোগপোকার আক্রমণ কম হবে বলে মনে করছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা।

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গে প্রথম টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মালভোগ কলার চারা তৈরি হবে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মালভোগের টিস্যু কালচার ল্যাবের উদ্বোধন হয়। এতদিন সেখানে আলু এবং সিঙ্কোনা চারার পাশাপাশি টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে জি৯ জাতের কলার চারা তৈরি হত। তবে কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে, জি৯ জাতের কলার চাহিদা মালভোগ কলার তুলনায় অনেকটাই কম। তাই কলাচাষিদের সুবিধার্থে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে মালভোগের চারা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর ফলে বছরে ৫ লক্ষ চারাগাছ উৎপাদিত হবে বলে তারা জানিয়েছে। যা আগামী বছরের শুরুতে চাষিদের কাছে ন্যূনতম মূল্যে প্রদান করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

টিস্যু কালচার ল্যাবে মালভোগ চারা দেখছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে এদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আইসিআইসিআই ফাউন্ডেশনের মউ স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ অন্য অধিকারিকরাও। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, ভারতের কোথাও টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মালভোগের চারা পাওয়া যায় না। এই পদ্ধতি উত্তরবঙ্গের কলাচাষিদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠবে বলে আমরা আশাবাদী।’

কলা অর্থকরী ফসল এবং ফল হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য। উত্তরবঙ্গে কলার চাষ ভালো হয়। মালভোগ কলা উত্তরবঙ্গের মানুষদের কাছে প্রিয় তার স্বাদ এবং সুগন্ধের জন্য। পাশাপাশি, জি৯ কলার চারার থেকে মালভোগের গ্রহণযোগ্যতা বেশি বলে এই পদ্ধতিতে চারা তৈরিতে আগ্রহী হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বছর প্রতি কয়েক লক্ষ মালভোগের চারার চাহিদা থাকে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় ফলন এবং জোগান কম থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় চাষিদের। সেকথা মাথায় রেখেই টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মালভোগ কলার চারা তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছে তারা।

এবিষয়ে ডাইরেক্টর অফ রিসার্চ অশোক চৌধুরী বলেন, ‘এই ল্যাবরেটরিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে বায়োরিয়্যাক্টর পদ্ধতিতে টিস্যু কালচার করা হবে। যাতে খুব অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে অনেক বেশি চারা তৈরি করা সম্ভব হবে। যা পূর্ব ভারতে প্রথম।’

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে তৈরি চারার বিশেষত্ব কী? কৃষি বিজ্ঞানীরা জানান, সাধারণ কলার চারাতে ছত্রাক এবং রোগপোকার আক্রমণ হয়ে থাকে। কিন্তু টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা তৈরিতে রোগপোকার আক্রমণ যেমন কম হবে, তেমনি ফসলের গুণগত মানও ভালো হবে। এতে তাঁরা তুলনায় অনেক বেশি লাভ পাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎ পাল বলেন, ‘কৃষক ও কৃষি উন্নয়নের পাশে দাঁড়াবার কথা মাথায় রেখে এবার আমরা মালভোগ চারা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি। বছরে সেখান থেকে ৫ লক্ষ চারা তৈরির টার্গেট নেওয়া হয়েছে।’

বিমায় ক্ষোভ

বাণিজ্যিক গাড়ির বিমা প্রিমিয়াম নিয়ে কেন্দ্রের নতুন নিয়মে ক্ষোভ বেসরকারি বাস মালিকদের। রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি দিল একটি সংগঠন। নতুন নিয়ম নিয়েই প্রশ্ন।

মৃত্যুতে প্রশ্ন

সিউড়িতে এসআইআর আতঙ্কে বৃদ্ধার মৃত্যুর অভিযোগ। শুনানির নোটিশ পেয়েও যাননি তিনি। তাই মানসিক চাপেই তাঁর মৃত্যুর অভিযোগ তুলেছে তাঁর পরিবার। এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

বাজি নির্দেশ

সবেবরাতে পরিবেশের ক্ষতি করে বাজি পোড়ানো যাবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ও পুলিশকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওইদিন রাত ১০টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত পোড়ানো যাবে না বাজি।

পারদ নিম্নমুখী

দক্ষিণবঙ্গে গত ২ দিনে ফের তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। একাধিক জেলায় সকালের দিকে কুয়াশা থাকতে পারে। সর্বত্র শুকনোই থাকবে আবহাওয়া, পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের।

পঞ্চায়েত প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ নিয়ে রিপোর্ট তলব

গ্রামমুখী বাজেটের ভাবনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় গত বাজেটে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে সবচেয়ে বেশি ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। এবছরও পঞ্চায়েত এলাকাতেই বিশেষ নজর দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। এবারও যে অন্তর্বর্তী বাজেটে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ হতে চলেছে, তার ইঙ্গিত মিলেছে। পঞ্চয়েত দপ্তরের প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি ও সেগুলি শেষ করতে কত টাকার প্রয়োজন রয়েছে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে অর্থ দপ্তর। বুধবারের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ হবে। সোমবার বিধানসভায় বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন। ফেরার পর তিনি ফের অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন।

আর দু-আড়াই মাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তাই এবারের বাজেট যে ভোটমুখী হতে চলেছে তা একপ্রকার নিশ্চিত। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের শহর এলাকায় তৃণমূলের ফল তুলনামূলক খারাপ হলেও গ্রামাঞ্চলে ফল ভালো হয়েছিল। আর তারপরই ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে গ্রামেই ঢেলে বরাদ্দ করা হয়েছিল। বিধানসভা নির্বাচনেও যে গ্রামীণ এলাকায় বিশেষ নজর দেওয়া হবে, তা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ইস্তাহারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন মমতা।

২০২১ সালে বিপুল জয়ের পর ওই বছরেরই অগাস্ট মাস থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু হয়েছিল। গত লোকসভা নির্বাচনের পরে প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। এবারও

- পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে গত বছর ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ
- বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি ও কাজ শেষ হতে কত টাকার প্রয়োজন, তা নিয়ে রিপোর্ট চাইল অর্থ দপ্তর
- রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নবান্নের

যে এই প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি হতে পারে, সেই ইঙ্গিতও রয়েছে।

তবে এখন গ্রামকেই পাখির চোখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লি সফরে যাওয়ার আগে তিনি এই নিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তরের কাছে রিপোর্ট চাইতে অর্থ দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মূলত গ্রামীণ এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং নিকাশি ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ১৫ হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি ও সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে। এবছর এই প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি হতে পারে।

গ্রামীণ এলাকার পুরোনো সেতুগুলির স্বাস্থ্যপরীক্ষার রিপোর্টও পঞ্চায়েত দপ্তরে জমা হয়েছে। ফলে গ্রামীণ এলাকার দুর্বল সেতু সংস্কারেও জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ আটকে রেখেছে। এই প্রকল্পে তৈরি হওয়া অনেক রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। ফলে নতুন রাস্তা তৈরির পাশাপাশি ওই রাস্তাগুলির সংস্কারেও জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

বিধানসভায় এসআইআর বিরোধী প্রস্তাব আনছে তৃণমূল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভার শেষ অধিবেশনে কমিশনের বিরুদ্ধে এসআইআর হয়রানির অভিযোগ তুলে প্রস্তাব আনছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার বিএ কমিটির বৈঠকে একই ইস্যুতে বিধানসভায় প্রস্তাব জমা দিয়েছে আইএসএফ-ও। বিএ কমিটির বৈঠকের আগে সর্বদলীয় বৈঠকে বিজেপি উপস্থিত না থাকলেও আইএসএফ-এর একমাত্র বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। পরে আইএসএফের প্রস্তাবের বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু সরকার নিজেই এই প্রস্তাব দিয়েছে, তাই শাসকদলের প্রস্তাবটি গৃহীত হবে এবং তার ওপরই আলোচনা হবে। তবে আইএসএফকেও আমরা প্রস্তাবের ওপর বলার জন্য আবেদন করব।'

৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় পেশ হবে ভোট অন অ্যাকাউন্ট। পরের দিনই এই প্রস্তাব আনতে চলেছে শাসকদল। তৃণমূলের প্রস্তাবের পালটা চালে আইপ্যাক দপ্তরে ইডি হানায় মুখ্যমন্ত্রীর বাধা দেওয়ার ঘটনায় বিধানসভায় আলোচনা চেয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চলেছে বিজেপি।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন। ভোটের আগে তৃণমূল সরকারের এটাই শেষ অধিবেশন। সোমবার বিধানসভার বিএ কমিটি বৈঠকে ৬ ফেব্রুয়ারি এসআইআর ইস্যুতে কমিশন ও কেন্দ্রের ভূমিকাকে সমালোচনা করে

একই বিষয়ে প্রস্তাব আইএসএফ'-এরও

প্রস্তাব আনার কথা জানানো হয়। পরে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এসআইআর-এ রাজ্যের মানুষ যেভাবে হয়রানির শিকার হয়েছে, যেভাবে মৃত্যুমিছিল চলেছে, তার প্রতিবাদ করে সরকারিভাবে একটি প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা চাওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবকে আমি সংগত বলেই মনে করি।'

বিধানসভায় শাসকদলের তরফে এই প্রস্তাব পেশ করবেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সরকারি এই প্রস্তাবের বিষয়ে বিরোধী দল বিজেপির তরফে পালটা কৌশল কী হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে জানা গিয়েছে, শাসকদলের এই প্রস্তাবে বিরোধিতা করে বিতর্কে অংশ নেবেন তাঁরা। পাশাপাশি আইপ্যাক কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিধানসভায় পালটা প্রস্তাব আনার সম্ভাবনা রয়েছে। তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে ইডি। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। বিধানসভায় তৃণমূলের এসআইআর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাকেই হাতিয়ার করতে চলেছে বিজেপি।

৫ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে ১২টায় রাজ্যপালের ভাষণের পর দুপুর আড়াইটেয় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে ৯ ফেব্রুয়ারি বাজেট বিতর্কের সঙ্গেই পণ্য পরিষেবা করের সংশোধনী বিল পেশ করতে পারে সরকার। আসন্ন বিধানসভার শেষ অধিবেশনে কোনও প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আনার কোনও সুযোগ না থাকায় তা নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেছে বিজেপি। এই ব্যাপারে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এসআইআর ও নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বিধায়করা নিজ নিজ এলাকায় ব্যস্ত। সেই কারণেই অধিবেশনকে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখতে চায় সরকার।'

সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূলের বিধায়কদের সঙ্গে আইএসএফ-এর নৌশাদ সিদ্দিকী। বিধানসভায়। -রাজীব মণ্ডল

শুনানির তথ্য আড়াল, কাঠগড়ায় কমিশন

শাসকের বিরুদ্ধে বোসের কাছে শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির দৌলতে লাফিয়ে বেড়েছে শুনানিতে ডাক পাওয়ার সংখ্যা। শুনানিতে ডাক পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭৮ লক্ষের কিছু বেশি। দিল্লির নির্দেশ অনুযায়ী, ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি শেষ করে যোগ্য ও অযোগ্যের তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে। অর্থাৎ হাতে সময় ১২০ ঘণ্টা। এই পরিস্থিতিতে শুনানির তথ্য নিয়ে মন্তব্য এড়াচ্ছে কমিশন।

দুই ২৪ পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় একেকটি বিধানসভা থেকে ৬০ থেকে ৭০ হাজার শুনানি করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুনানি শেষ করে তা চূড়ান্ত করা যাবে কিনা তার কোনও গ্যারান্টি দিতে পারছে না সিইও দপ্তর। এদিনও মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেছেন, 'আমরা সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছি। আশা করছি, সময়ের মধ্যেই শেষ করা যাবে।' তবে শুনানি হওয়ার পর তার নথি পরীক্ষা সহ সব দিক খতিয়ে দেখে যোগ্য অযোগ্য চূড়ান্ত করার কাজ ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্ভব হবে এমন আশা করছে না সিইও দপ্তর। সিইও দপ্তর সূত্রের খবর, মেরেকেটে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ শুনানি চূড়ান্ত হয়েছে। চাপের মুখে এই চূড়ান্ত হওয়া শুনানির সংখ্যা নিয়ে অদ্ভুত গোপনীয়তা অবলম্বন করেছে কমিশন। নথি পরীক্ষায় কমিশন সুপার চেকিংয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে ইআরও, এইআরওদের। এক রোল অবজার্ভারের মতে, 'দিল্লির নির্দেশ চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার আগে প্রতিটি শুনানির এনুমারেশন ফর্ম থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপের নথি যাচাই করে দেখতে হবে।' এর ফলে শুনানি চূড়ান্ত করতে অনেক বেশি সময় লাগছে। এই পরিস্থিতিতে কোনও ম্যাজিক ছাড়া ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ সম্ভব নয়। ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিকও মনে করেন, শুনানি ৭ ফেব্রুয়ারি শেষ হলেও অন্তত ২০ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারির আগে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চের শুরুতে ভোট ঘোষণা হতে পারে। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে কমিশনকে।

এসআইআর নিয়ে হয়রানির অভিযোগ তুলে যেদিন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে দরবার করলেন মুখ্যমন্ত্রী, সেই একই সময়ই লোকভবনে রাজ্যপালের কাছে তৃণমূলের এসআইআর বিরোধিতা নিয়ে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হয়রানির জন্যে তৃণমূলকেই দায়ী করে এদিন শুভেন্দু বলেছেন, তৃণমূল চাইছে এসআইআর ভণ্ডুল করতে। কিন্তু আমরা কোনওভাবেই পুরোনো ভোটার তালিকায় ভোট হতে দেব না। তৃণমূলের বাঁধায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোট না হলে রাষ্ট্রপতি শাসন অনিবার্য। পর্যবেক্ষকদের মতে, শুনানি নিয়ে দিল্লির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন করা সহজ নয়। আর তা থেকেই শুভেন্দুর রাষ্ট্রপতি শাসনের জল্পনা আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে।

তালিকাভুক্তই নয় প্রশান্তর নিয়োগ মামলা

রিমি শীল

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : সুপ্রিম কোর্ট রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিতর্কিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এখনও পর্যন্ত তিনি অধরা। তাঁকে খুঁজে পেতে এখনও 'ব্যর্থ' রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে কার্যত সাদা খাতায় চাকরি পাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এই সংক্রান্ত মামলা জানুয়ারি মাসে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে জানুয়ারি পেরিয়ে ফেব্রুয়ারি হলেও মামলাটি অজানা কারণে শুনানির তালিকাভুক্তই হয়নি।

প্রাক্তন ওই বিডিও যে কতটা প্রভাবশালী, তা ইতিমধ্যেই নানা মহলে বিদিত। এক প্রকার চাপে পড়েই তাঁকে বিডিও'র পদ থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডলকে দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। তবে প্রশান্ত এখনও কোথায়, তা সকলেরই কাছেই অজানা। বিডিও পদে তাঁর নিয়োগ নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছে। পিএসসির প্রাক্তন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য এই নিয়ে প্রথম মামলাও

দায়ের করেছিলেন। প্রায় ১০ বছর ধরে এই মামলা হাইকোর্টে ঝুলে রয়েছে। দীর্ঘ টালবাহানার পর ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ জানুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে মামলাটির শুনানির আশ্বাস দেয়। কিন্তু জানুয়ারি পেরিয়ে ফেব্রুয়ারি এলেও মামলাটির ঠাঁই হয়নি তালিকায়। আবেদনকারীর আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, 'জানুয়ারিতে শুনানির কথা ছিল। কিন্তু মামলাটি লিস্টেডই হয়নি। এই সপ্তাহেই পুনরায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।'

২০১৭ সালের জুন মাসে প্রথমবার মামলাটি শুনানি হয়। তারপর মোট ২৪ বার বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়। অবসরপ্রাপ্ত স্থায়ী প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের আমলে মামলাটির মূল লক্ষ্য ঘুরে যায় পিএসসিতে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে। তারপর থেকে কোনও এক রহস্যময় কারণে মাসের পর মাস আদালতের ভাষায় আউট অফ লিস্ট হয়ে যায় মামলাটি। দীর্ঘদিন পরে পুনরায় এই নিয়ে বর্তমান প্রধান বিচারপতি আশ্বাস দিলেও কেন মামলাটি লিস্টেড হল না, তা নিয়ে কৌতূহল আইনজীবী মহলে। হাইকোর্টে প্রশান্তর আইনজীবীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

শেষ মুহূর্তে চোখ বোলানো। সোমবার মাধ্যমিকের শুরুর দিনে কলকাতার এক স্কুলে। -পিটিআই

দিল্লি গেলেন রাজ্য পুলিশের ২২ কর্মী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি পুলিশের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত আরও তীব্র আকার নিল। সোমবার সকালেই দিল্লির বঙ্গ ভবনে দিল্লি পুলিশের দল পৌঁছোনোর পরই সেখানে চলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংঘাতের আবহেই এদিন রাতেই একজন ডিএসপির নেতৃত্বে র‍্যাফ এবং মহিলা পুলিশের ২২ জনের দল দিল্লি গিয়েছে। মূলত বঙ্গ ভবনে থাকা এসআইআর আতঙ্কে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকতেই ও তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিশের এই দলকে এদিনই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এদিন বিকাল পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের দলের দিল্লি যাওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত ছিল না। তারপর তড়িঘড়ি বিমানের টিকিট কাটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাত ১টা ৪০-এর বিমানে কয়েকজন ও বাকিরা ভোরের বিমানে দিল্লি পৌঁছোবেন। বঙ্গ ভবনে থাকা বাঙালিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই এর প্রধান লক্ষ্য।'

রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংঘাত আরও তীব্র আকার নিল। রাজ্য পুলিশের দল দিল্লির বঙ্গ ভবনে থাকা বাঙালিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। রাজ্য পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন সকালে বঙ্গ ভবনে দিল্লি পুলিশের টিম পৌঁছোনোর পরই সেখানে যান মমতা

মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় বিশেষ পদক্ষেপ

ও অভিষেক। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

দুপুরে সাংসদদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মমতা। তারপরই এই রাজ্যের পুলিশকে সেখানে পাঠাতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই ব্যারাকপুরে র‍্যাফের সেকেন্ড ব্যাটেলিয়নের পুরুষ ও মহিলা জওয়ানদের বাসে করে কলকাতা বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়। ওই দলে নেতৃত্বে থাকছেন একজন ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার ও দু'জন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার অফিসার। র‍্যাফের ১০ জন মহিলা জওয়ানও রয়েছেন। রাত ১টা ৪০ এর বিমানে ১০জন ও ভোরের বিমানে বাকি ১২ জন দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে অলআউট ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছেন তা একপ্রকার নিশ্চিত। তবে রাজ্য পুলিশের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীদের একাংশ। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অরুণকুমার মহান্তি বলেন, 'নিরাপত্তার কারণে পুলিশ যেতেই পারে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের দেখা উচিত। এক্ষেত্রে কী কারণে গিয়েছে, তা বিবেচনা করা দরকার।'

বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এটা দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করার একটা চক্রান্ত। দিল্লির আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দিল্লি পুলিশের। সেখানে অন্য কোনও রাজ্যের পুলিশ হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে যদি পশ্চিমবঙ্গে যদি বাইরের কোনও রাজ্য থেকে পুলিশ পাঠানো হয়, সেক্ষেত্রে তা কি রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর হবে?'

বিরোধী নেতাদের সুরক্ষার দায় রাজ্যের

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : শুভেন্দু অধিকারী সহ বিরোধী দলের নেতাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্যকে, স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের বিরোধী দলের সাংসদ, বিধায়কদের কর্মসূচিতে হামলার ঘটনা যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকে। সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ এই নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে। আপাতত ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে অভিযোগ করেন, বিরোধী দলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়কদের কর্মসূচিতে শাসক দল বাধা দিচ্ছে। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির প্রতিনিধি ও নেতাকর্মীদের লক্ষ্য করে হিংসার ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। পুলিশকে জানানোর পরেও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় এবং তার পরে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দাবি করা হয়েছে আবেদনপত্রে। এই প্রেক্ষিতে আদালত যাতে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে, তার আর্জি জানানো হয়। সম্প্রতি পুরুলিয়ার জনসভা শেষে ফেরার পথে চন্দ্রকোণা রোডে শুভেন্দুর কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। রাজ্যের একাধিক জায়গায় বিরোধী

নির্দেশ হাইকোর্টের

দলের নেতারা আক্রান্ত। এই প্রেক্ষিতে শুভেন্দুর দায়ের করা মামলায় বিরোধী দলের নেতাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যকে দায়িত্ব দিল হাইকোর্ট। ১৮ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

দিল্লি সফর শেষে প্রচারের কৌশল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি সফর সেরে ফিরেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল ও প্রচারের মূল ইস্যুগুলি চূড়ান্ত করতে কোমর বাঁধছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি-সিবিআইয়ের দিল্লিতে থাকাকালীন দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয়ে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে রেখেছেন দলনেত্রী। দলীয় সূত্রের খবর, এবারের নির্বাচনেও মুখ্যমন্ত্রীই প্রধান মুখ হিসেবে থাকলেও, প্রচারের মূল 'সারথি' বা কারিগর হিসেবে থাকছেন অভিষেক। তৃণমূলের অন্দরে এখন স্পষ্ট বার্তা— মমতার পর দলের দ্বিতীয় প্রধান শক্তি হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হবে। প্রশাসন ও সংগঠনের কাজে তাঁকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলার প্রক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী অনেক আগেই নিভৃতে শুরু করেছিলেন।

সুব্রত বক্সী, ফিরহাদ হাকিম বা অরূপ বিশ্বাসের মতো অভিজ্ঞরা থাকলেও, বর্তমান রাজনীতিতে

অভিষেকের হাতে সম্ভাব্য ব্যাটন

অভিষেকের সমকক্ষ 'লাইমলাইটে' থাকা নেতার অভাব রয়েছে। সৌগত রায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বয়সের কারণে আগের মতো সক্রিয় নন। ফলে মুখ্যমন্ত্রী যদি এক নম্বর হন, তবে দুই নম্বর জায়গাটি যে নিরঙ্কুশভাবে অভিষেকের, তা নিয়ে দলে আর কোনও সংশয় নেই। এমনকি দলের অন্দরে তাঁকে নেত্রীর যোগ্য 'উত্তরসূরি' হিসেবে দেখার ভাবনাও প্রবল হচ্ছে।

দিল্লি থেকে ফিরেই মমতা সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন। প্রথমে শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর বুথ স্তরের কর্মীদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকের সম্ভাবনাও রয়েছে। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন এই বৈঠক হবে নাকি অধিবেশন শেষে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে দলের অন্দরে। তবে দিল্লির বার্তা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। ময়দানে এবার সর্বশক্তি দিয়ে নামতে চাইছে ঘাসফুল শিবির।

বাধা অগ্নিমিত্রাকে

রানিগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের জনসংযোগ কর্মসূচি 'পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই' কে কেন্দ্র করে সোমবার সকালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো রানিগঞ্জের নিমচায়। অগ্নিমিত্রাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয়েছে। পাল্টা 'চোর তৃণমূল' স্লোগান দেন বিধায়ক নিজে। তার সঙ্গে স্লোগান দেন বিজেপির নেতা ও কর্মীরা।

উচ্চমাধ্যমিকে বাড়ছে বিকল্প প্রশ্নের সংখ্যা

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : উচ্চমাধ্যমিকে বাড়ছে প্রশ্ন বেছে উত্তর লেখার সুযোগ। প্রশ্নের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, যাতে পাসের হার আরও বৃদ্ধি পায়। ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক। চতুর্থ অর্থাৎ চূড়ান্ত সিমেস্টারে ব্যাখ্যামূলক উত্তর দিতে হত পড়ুয়াদের। এতদিন সাধারণত তিনটি প্রশ্নের মধ্যে দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। এবার চারটি প্রশ্নের মধ্যে থেকে যে কোনও দু'টি প্রশ্ন বেছে তার উত্তর দিতে পারবেন পড়ুয়ারা। অর্থাৎ দ্বিগুণ প্রশ্নের মধ্যে থেকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ মিলবে।

সম্প্রতি প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এবার চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দেবেন ২৫৭০ জন। সংসদের সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিকের কথায়, বিকল্প প্রশ্নের সংখ্যা বেশি থাকলে ছাত্রছাত্রীরাই উপকৃত হবেন। প্রথম সিমেস্টার ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি সেরে রেখেছে স্কুলগুলিও। পড়ুয়াদের দফায় দফায় ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস ও মকটেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গুণমান পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ রাস্তার খাবার

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : ক্রমশ দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে ফুটপাথের খাবারের মান। কলকাতা শহরে হোটেল, রেস্তোরাঁর থেকেও অনেক বেশি রমরমিয়ে চলে লাখ লাখ ফুটপাথের খাবারের দোকান। দোকানগুলির মোট সংখ্যা কত, তার সঠিক পরিসংখ্যান কলকাতা পুরসভার হাতেও নেই। নিপা ভাইরাস আবহেই এই খোলা খাবার বিক্রি হওয়া নিয়ে কপালে ভাঁজ পড়েছে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের। সম্প্রতি মুচি বাজারের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মোট ১৫টি খাবারের দোকানে হানা দিয়েছেন রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা কমিশনের আধিকারিকরা। পুরসভার সাহায্য নিয়ে খাদ্য সুরক্ষা কমিশনারের নির্দেশে তাঁরা ১৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে মোট ৩১টি খাবারের নমুনা ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই পরীক্ষা করে দেখেন। সেখানেই চিকেন রোল, চিকেন কষা, হলুদ গুঁড়ো, লাড্ডু সহ কয়েকটি খাবার নমুনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তৎক্ষণাৎ খাবারের গুণমান ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতনতার প্রসারের জন্য এলাকায় দোকানি ও ক্রেতাদের মধ্যে লিফলেট বিলি করেন আধিকারিকরা।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সতর্কতা বেড়েছে শহরের সংলগ্ন এলাকার খাবারের দোকানগুলিতে। মুচিবাজারে নমুনা পরীক্ষার সময় গুণগতমানে অনুত্তীর্ণ হয়েছে দেড় কেজি চিকেন রোলের পুর, সাড়ে তিন কেজি লাড্ডু, ২ কেজি চিকেন কষা ও ৩টি দোকানের প্রায় ২ কেজি হলুদ গুঁড়ো। এরপরেই শহরের বিক্রেতাদের উদ্দেশে খাদ্য সুরক্ষা কমিশনের নির্দেশ, খাবার তৈরির সময় ন্যূনতম পরিচ্ছন্নতা বজায়

রাখার দিকে নজর দিতে হবে। রান্না করা খাবার ভালোভাবে ঢেকে রাখতে হবে। কোনও খাবারে সিন্থেটিক রং ও প্যাকেটজাত নয়, এমন মশলা ব্যবহার করা যাবে না। দোকানের পাশে জঞ্জাল ফেলার জন্য ঢাকনা সহ ডাস্টবিন বা পাত্র রাখতে বলা হয়েছে। পানীয় জল ভালোভাবে ঢেকে পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যতটা সম্ভব খাবারে কম তেল ব্যবহারের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশিকা মেনে সতর্ক হয়েছে পুরসভাও। ফুটপাথের বেশকিছু জায়গার খাদ্য বিক্রেতাদের বলা হয়েছে, যখন তখন পুরসভা বা কমিশনের তরফে গুণমান যাচাই করার জন্য দোকানে হানা দিতে পারেন আধিকারিকরা। ফলে ক্রেতাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রাখা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৫৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২০ মাঘ ১৪৩২

একই পথের পথিক

যে কায়দায় দিল্লি পুলিশ বঙ্গ ভবনে কয়েকজন বাঙালিকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করল, তা বাংলায় আকছার হয়ে থাকে। দিনকয়েক আগে আশাকর্মীদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযান আটকাতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তৎপরতা প্রায় একইরকম ছিল। শুধু পথে নয়, আশাকর্মীরা যাতে বাড়ি থেকে বের হতে না পারেন, তার জন্য পুলিশকে মরিয়া হতে দেখা গিয়েছে। এর আগে চাকরি কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে শিক্ষক ও বঞ্চিত কর্মপ্রার্থীদের বিক্ষোভ আটকাতে একই পদ্ধতি দেখা গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সেই তৎপরতা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রসম্মত ছিল না। গণতান্ত্রিক দেশে বাকস্বাধীনতার পাশাপাশি যে কারও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্তরে আন্দোলন ও প্রতিবাদ করার অধিকার আছে। নয়াদিল্লি গিয়ে বাংলার জনাকয়েক বাসিন্দারও প্রতিবাদ জানানোর পরিকল্পনা আছে। তাঁদের আপত্তি মূলত ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে। নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় প্রচুর জীবিত মানুষকে মৃত দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এছাড়া শুনানিকে কেন্দ্র করে বাংলায় অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। মূলত এই দুটি বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বাংলার ওই বাসিন্দারা নয়াদিল্লি গিয়েছেন। কমিশনের সদর দপ্তরে যাওয়ার পাশাপাশি তাঁদের যন্তরমন্তরে ধর্নায় বসার কর্মসূচি আছে। যদিও তাঁদের এই নয়াদিল্লি যাত্রা পুরোপুরি তৃণমূলের ব্যবস্থাপনায়। তাতে যোগ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। যে কারণে রাজ্য সরকারের অতিথিশালা বঙ্গ ভবনে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোনও কর্মসূচি করার আগেই দিল্লি পুলিশ ওই লোকগুলির গতিবিধি আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যা ভাইরাল বেশ কয়েকটি ভিডিওতে ধরা পড়েছে। কয়েকজনের পরিচিতিপত্র দিল্লি পুলিশ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়া, বঙ্গ ভবনের ঘরে ঘরে ঢুকে দিল্লি পুলিশ বাংলা থেকে যাওয়া ওই মানুষগুলিকে নানাভাবে হেনস্তা করেছে বলে সোচ্চার হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর ওই কার্যকলাপ যে নিজের দলীয় উদ্দেশ্য সাধনে, তা নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু দিল্লি পুলিশ যা করল, তা সাধারণ মানুষকে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার নামান্তর। গণতন্ত্রে এমন কার্যকলাপ পুলিশ রাষ্ট্রের আশঙ্কা জাগায়। দিল্লি পুলিশ সরাসরি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। যে দপ্তরের মন্ত্রী অমিত শা। ফলে তাঁর অগোচরে দিল্লি পুলিশ অতিসক্রিয় হয়েছে বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

সেই ঘটনা যেমন নিন্দার যোগ্য, তেমন রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের পুলিশের আন্দোলন দমনে কড়া পদক্ষেপ একইভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। তা সে কলকাতার আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদ হোক কিংবা রুজিরুটির দাবিতে আন্দোলন হোক। নয়াদিল্লিতে যখন সেখানকার পুলিশের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রতিবাদ করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তখন তাঁর সরকারের কার্যকলাপকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট। বিরোধী দল ও নেতাদের কর্মসূচির নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের বলে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে।

নানা অজুহাতে কিংবা নিরাপত্তামূলক আইন কার্যকর করে প্রায়ই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচি আটকে দেয় বাংলার পুলিশ। এপর্যন্ত ১৫০-রও বেশি ঘটনায় হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে সেইসব কর্মসূচি পালন করতে হয়েছে শুভেন্দুকে। আবার দিনকয়েক আগে মালদায় সিপিএমকে সভা করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। পরে সিপিএম রাস্তা দখল করে সভা করায় ব্যাপক যানজট হয়।

যে ভোগান্তির দায় কিন্তু ওই বিরোধীদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাবের পরিচয় দেওয়া পুলিশের। গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধীদের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক। যা সংবিধান স্বীকৃত। যে কারণে লোকসভা হোক বা বিধানসভা- যে কোনও আইনসভা আসলে বিরোধীদের বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সেকথা সংবিধানে লেখা থাকলেও কেন্দ্র বা রাজ্য, কেউই তা পালনে সচেষ্ট নয়। গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার হরণে কেন্দ্র ও বাংলার সরকার একই নৌকায় চড়ে চলেছে, তা আবার প্রমাণ হল।

অমৃতধারা

ভগবানকে আমরা চাচ্ছি, ডাকচি, দেখা দাও বলিয়া কত বলচি, কিন্তু ভগবানকে দর্শন করা বড়ই দুর্লভ, বড়ই কঠিন। ভগবান জানেন, আমি অসময়ে দর্শন দিলে আমাকে চিনিতে পারিবে না, আমাকে বুঝিতেও পারিবে না। ঘনঘন দেখা দিলে ভক্তের ভালোও লাগিবে না, আর আমাকে দেখিতেও চাহিবে না। সেই আকুলতা, ব্যাকুলতা, ঐকান্তিকতাও থাকিবে না। ভগবান পরম দয়াল, তাঁর ইচ্ছা নয় যে জীব একটা অবস্থা লইয়াই চিরদিন থাকে। তাঁর ইচ্ছা-জীবকে সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া লন, সমস্ত অবস্থাগুলি ভোগ করাইয়া লন। ভক্ত প্রথমত ভগবানের উপের আত্মসমর্পন করে এবং তাঁর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করে। কিন্তু ভক্ত যখন ভাবের উচ্চস্তরে উঠিয়া যায়- তখন ভক্তই ভগবানের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে।

– শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সরস্বতী

উত্তরবঙ্গের প্রাপ্তি কেবলই প্রতিশ্রুতি-পাহাড়?

উত্তরের ভোট পেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি রবিবাসরীয় বাজেটের কড়া বাস্তবতায় বালির বাঁধের মতো ধসে পড়েছে।

সন্দীপন নন্দী

প্রবাদ বলে, অতিথি আগমনের তিথি নেই। কিন্তু তিথিনক্ষত্র দেখে যদি শনিবারের বারবেলাতেও কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে অতিথির আগমন হয়, তবে তা সন্দেহের উদ্রেক ঘটাতে বাধ্য! খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রবিবাসরীয় কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণার পূর্ব দিবসে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের 'শনিদোষ' কাটাতেই তাঁর অম্বরপথে অমিতবিক্রমে এই অযাচিত সফর। কিন্তু কার্যকালে রবিবারে ৫১০০ সেকেন্ডের ম্যারাথন কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণায় সেই গ্রহদোষ কতটা নির্মূল করলেন অতিথির সহযোদ্ধা নির্মলা সীতারামন? আক্ষরিক অর্থে যার নিটফল জিরো। শনিবার শিলিগুড়ির কর্মীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র রাখা প্রতিটি প্রতিশ্রুতি-পাহাড়ের বেলা গড়াতেই পতন অনিবার্য হল। কেন? কারণ বড়মুখে তিনি বলেছিলেন, উত্তরবঙ্গের আয়তন ও জনসংখ্যার নিরিখে যা প্রাপ্য, বাজেটে তার এক টাকা বেশি হলেও বরাদ্দ হবে। দিব্যি খেয়েছিলেন, 'উত্তরবঙ্গের সঙ্গে অন্যায় হতে দেব না'। বিনিময়ে বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের সব আসন তাঁর চাই-ই চাই। এই ছিল বক্তব্যের মূলসুর। নির্যাস শুধু 'দেবে আর নেবে'। অথচ মহব্বতের দোকান হলে জিনিস বিক্রিতে এত শ্রম কি বড়দোকানির মানায়? অথচ গোপনে 'উত্তরবঙ্গ প্রেমের' ফাঁদ পেতে সেই অন্যায়টাই করে বসল কেন্দ্র সরকার। একটি অধোগতির শীত শীত ছুটিবেলায় উত্তরবঙ্গের প্রাপ্তিতে পুঞ্জিত বেদনাই রয়ে গেল। উপেক্ষার অবসান ঘটল না।

পদ্মপুরাণে বঞ্চনার ইতিহাস

সূচিমতো শনিবার পাহাড়-সমতলে শহর শিলিগুড়িতে উনিজির ছায়াসঙ্গী এসেছিলেন বাংলায় আসন্ন ভোটবাজারের ভাবগতিক বুঝতে। কিন্তু শেষমেশ দেখা গেল ৫৩.৫ লক্ষ কোটির বিপুল বাজেটে উত্তরবঙ্গের ভাঁড়ে স্রেফ মা ও ভবানী। শিলিগুড়ি-বারাণসী রেলের হাইস্পিড করিডর সহ ডানকুনি-সুরাট ফ্রেট করিডরের সামান্য দান ছাড়া কিচ্ছু নেই। জনগণের অভিযোগ, সমগ্র ঘোষণায় একটিবারও অর্থমন্ত্রী নাকি বাংলার নাম পর্যন্ত মুখে আনেননি। যা পদ্মপুরাণে চাঁদ সদাগরের মনসাবন্দনার অনীহাই প্রমাণ করে। এই তো টানা নয়বার 'একজনের' রেকর্ড সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক বাজেট ঘোষণার নমুনা। বেলা বাড়ল আর উত্তরবঙ্গের অফিসে, অলিগলিতে টিভিতে চোখ রাখা নিরীহ মানুষের স্বপ্ন ভেঙে খানখান হল। এখানে সম্ভাবনাময় টি, টিম্বার, ট্যুরিজমের ত্রিশিল্পে পদ্ম শিবির কানাকড়ি দিতেও কুণ্ঠা বোধ করল। আক্ষেপ, এইমসের স্বপ্ন এবারও দেখতে পেলেন না উত্তরবঙ্গবাসী। শিলিগুড়ির মতো ক্রমবর্ধমান শহরে একটি উন্নতমানের কেন্দ্রীয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের দাবি দীর্ঘদিনের, কিন্তু দিল্লি বারবারই সেই দাবিকে উপহাসের পাত্র করে তুলছে।

বিহার মডেল বনাম বাংলার অবহেলা

ভোটের আগে ঘোষিত বাজেটে বিহার পেয়েছিল ৬০ হাজার কোটি টাকা আর পশ্চিমবঙ্গ পেল শুকনো আশ্বাসের কিছু চিঁড়ে আর মিথ্যে কথামালা। আসলে বিহারে জয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনেই গতবার বাজেটে বিপুল অর্থের ডালা উপুড় করেছিলেন নির্মলা সীতারামন। এমনকি সেই আলোড়ন তোলা বাজেটে বিহারের বিখ্যাত মধুবনি শাড়ি পরে এসেছিলেন নির্মলা। তো এসব আড়ম্বর বৃথা যায়নি তাঁর। বিহার জয় সম্ভব হয়েছিল সে যাত্রায়। কিন্তু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁদের 'বঙ্গদখলের খোয়াব' যে সফল হবেই এর নিশ্চয়তা কোথায়? আর সেই অনিশ্চিত অশনিসংকেতের ইঙ্গিতই হয়তো বাংলা সহ উত্তরবঙ্গের ঝুলি এবারও অপূর্ণ রয়ে গেল। শিল্প থেকে স্বাস্থ্য, সর্বত্র বঞ্চনার সুস্পষ্ট ছাপ রাখলেন অর্থমন্ত্রী। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ঝুলি শূন্য রেখে ভোট পাওয়ার এই কৌশল আসলে উত্তরবঙ্গবাসীর আত্মসম্মানে আঘাত করার নামান্তর।

পাহাড়ের দীর্ঘশ্বাস ও অনুত্তরিত প্রশ্নমালা

দিকে দিকে কেন্দ্রীয় বাজেটের রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ উত্তরবঙ্গবাসীর প্রশ্ন ছিল, নির্বিঘ্ন ডালখোলা বাইপাস নির্মাণের কৃতিত্ব কার? বালুরঘাট বিমানবন্দরে বিমান নামবে কবে? বছর বছর কোটি টাকার তিস্তাপাড় বাঁধানো পাথর কোথায় ভ্যানিশ হয়? জিটিএ'র বার্ষিক অডিটের নোটিশ বেরোলেই ওরা বলে পাহাড় প্রবেশ নিষিদ্ধ। কেন এমন হয়? আর এসব উপলব্ধি করতে করতেই পরবর্তী ভোট এসে যায়। প্রতিশ্রুতির নেপথ্য ভাষণে পুনর্বার বোবা হয়ে যায় কার্সিয়াং থেকে কাশিয়াডাঙ্গার নাগরিক। শোনা যায় একদা উত্তরের পাহাড়ে সুবাস ঘিসিংকে কৌশলে শান্ত রেখেছিলেন জ্যোতি বসু। এখন জাদুকাঠির হাতবদল হয়েছে মাত্র। কিচ্ছু বদলায়নি। যুগে যুগে প্রত্যাশী ভোটার শুধু স্বপ্ন দেখে ছাপ দিয়ে যায়। যে পাহাড়ে আলো মানে আজ শুধু টাইগার হিল। কিন্তু পাহাড়ে উপযুক্ত শিক্ষা নেই, আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, পানীয় জলের সমস্যা বেহাল। পর্যটনকে ঢেলে সাজানোর কোনও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এই বাজেটে স্থান পায়নি।

প্রতিশ্রুতি আর প্রাপ্তির চিরাচরিত দ্বন্দ্বে উত্তরবঙ্গের ঝুলিতে এবারও কেবল বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাস। শিলিগুড়ির জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া পাহাড়প্রমাণ আশ্বাস রবিবাসরীয় বাজেটের কড়া বাস্তবতায় বালির বাঁধের মতো ধসে পড়ল। বিহারের জন্য দু'হাত উজাড় করা অর্থবরাদ্দ আর উত্তরবঙ্গের জন্য নামমাত্র দান— কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই বৈষম্যমূলক আচরণে প্রান্তিক মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। চা শিল্পের হাহাকার থেকে এইমসের অধরা দাবি, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে চরম উপেক্ষা যেন এ অঞ্চলের নিয়তি।

অবহেলা ও চায়ের বিষাদ

তবে দোষ কেবল একা নন্দ ঘোষ বাজেট আর বিজেপির নয়। অতীতেই উত্তরবঙ্গে প্রগতি মানচিত্রে আগুন ধরেছিল তৎকালীন সরকারের অলক্ষে, অজান্তে। যে কফিনে শেষ পেরেক মারার প্রস্তুতি শুরু হল বাম আমলেই। একসময় চা বলয়ের শ্রমিক আন্দোলনে তাদের দলের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও শেষের দিকে উদাসীন আচরণে উত্তরবঙ্গে চোখের পলকে মোহরগাঁও গুলমা, কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের গেট বন্ধ হয়ে গেল। আসলে কোনটা চাহিদা আর কোনটা দাবি, এ অহর্নিশ দ্বন্দ্ব পাহাড়, নদী, জঙ্গল ঘেরা মানুষরা বুঝতেই পারেনি কোনওদিন। ফলাফল? সুকনা, দাগাপুর, মেরিভিউ, খড়িবাড়ি, মানঝা, ফুলবাড়ি, ভোজনারায়ণ, সাহাবাদ, সৈয়দাবাদ, আশাপুর, থানঝোরা, সন্ন্যাসীথান, পুটিংবাড়ি, শিমুলবাড়ি টি এস্টেটের মতো লাভদায়ক বাগানে আজ মসফার্নের হাহাকার। যেখানকার চা উৎপাদন কারখানায় আজ উজ্জ্বল সকালেও ভূত খেলা করে। উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব ও মুখ ফেরানো মানসিকতায় একটা একশো বছরের শিল্পবিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটল উত্তরবাংলায়। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। এবারকার বাজেটেও সেই অবজ্ঞা চলমান, অব্যাহত, অবিরল।

শ্রমিকের কান্না ও উন্নয়নের অলীক আকাশ

এভাবেই সময়ের দাবি মেনে একে একে ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে বহু চা বাগানের। কাঁঠালগুড়ি, গুরজংঝোরা টি এস্টেটের সদর দপ্তরেও তালা পড়েছে। কাজ হারিয়ে কোনও শ্রমিক আত্মঘাতী হয়েছেন, নয়তো ভিনদেশে বিকল্প কাজের সন্ধানে চলে গিয়েছেন। শিলিগুড়ির মোড়ে মোড়ে নিরাপত্তারক্ষী বা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে উত্তরবঙ্গের তরুণদের ভিড় এই বঞ্চনারই জলজ্যান্ত প্রমাণ। কিন্তু উত্তরবঙ্গে এতগুলো সাংসদ পেয়েও বিজেপি চা বাগানের উন্নয়নে বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করেনি। বরং বছর বছর ভোট এলে শুধু 'উন্নয়ন হবে'র খাতা নিয়ে এমাথা ওমাথা অযথা ভ্রমণে উদ্যত হয়েছেন মাত্র। তাই এবার উত্তরবঙ্গের চা বাগানের ইতিহাসকে ভারতবর্ষের স্কুলে স্কুলে সিলেবাসভুক্ত করার দাবি উঠুক দিল্লি থেকে।

ঐতিহাসিক প্রবঞ্চনা ও রাজনীতির ভারসাম্য

পেছন ফিরলে দেখা যায় একদিন এ মুলুকের নকশালবাড়ি আন্দোলন স্বীকৃতি পেল। সঙ্গে তেভাগা আন্দোলন। গান হল, ছায়াছবি হল, বিশেষ প্রবন্ধ সংকলন হল। সারা পৃথিবী জানল এক ঘুপচি গ্রামের নাম। চারুবাবু অমর হলেন। কিন্তু এতগুলো বছর হোলটাইম পার্টিকে দিয়েও উত্তরবঙ্গের কর্মীরা কী পেলেন? সেকালে লক্ষ লক্ষ ভোট, বিজয় মিছিলের পরও পলিটব্যুরোর সদস্যপদটুকুও পাননি এ অঞ্চলের কোনও পার্টিকর্মী। এমনকি এবার অর্থমন্ত্রীর বাজেটে আয়ুর্বেদ কলেজ, ১৫০০ সেকেন্ডারি স্কুল, জেলায় জেলায় মহিলা কলেজ ঘোষণার চমক ও বিস্ময় মাঝেও উত্তরবঙ্গে আজও নামমাত্র পরিকাঠামোহীন কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শিক্ষায় ছেলেভোলানো চলছে তো চলছেই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়— সর্বত্রই যেন এক স্থবিরতা। কেন্দ্রীয় সরকার নিরুত্তর, নিরুত্তাপ। একদা কংগ্রেসের গনি খান চৌধুরীর একক ক্যারিশমায় রেল এসেছিল মালদায়। অন্যথায় বরেন্দ্রভূমির কী হত কে জানে? হয়তো মেঠো ইঁদুরের মতো কুড়ায় নিত চিলে। কারণ উত্তরবঙ্গের মাটিটাই এমন। আত্মপ্রবঞ্চনাই যেন নাগরিকের জন্মগত অধিকার। সেহেতু এখানে এইমসের প্রস্তাবে আপত্তি ওঠে বারবার। জনবহুল শিলিগুড়িতে পাতালরেলের দাবি উঠলে হেসে ওঠে যমুনাপার। কেননা এ অঞ্চলের রাজনীতিতে আজ সেরা খেলার নাম ভারসাম্য। যেখানে ভোট, ভরসা, ভিত্তির সুতোয় হেঁটেও পতনের ভয় নেই। তবু অসম্ভবের মাথা টুটে 'অল্প' নিয়েই খুশি উত্তরবঙ্গ। খেলো ইন্ডিয়া, খেলো। উত্তরবঙ্গের মানুষ কেবল গ্যালারিতে বসে হাততালি দেবে, আর মাঠের দখল নেবে অন্য কেউ— বাজেটের এই নির্মম পরিহাসই এখন ভবিতব্য।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮৭৩

সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

২০০০

আজকের দিনে প্রয়াত হন তবলাবাদক আল্লারাখা খান।

আলোচিত

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বুলেট ট্রেন পাচ্ছে শিলিগুড়ি। ট্রেনটি বারাণসী থেকে পাটনা হয়ে শিলিগুড়ি যাবে। বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছতে সময় লাগবে ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট। ভবিষ্যতে এই হাই-স্পিড বুলেট ট্রেনের করিডর গুয়াহাটি পর্যন্ত যাবে। নতুন ফ্রেট করিডর ডানকুনির সঙ্গে গুজরাট, ছত্তিশগড়কে যুক্ত করবে।

- অশ্বিনী বৈষ্ণো

ভাইরাল/১

গুজরাটের নালাসর গ্রামে একজনকে তিন মাস আগে কুকুর কামড়ে দিয়েছিল। তিনি গুরুত্ব দেননি। সম্প্রতি তাঁর অসংলগ্ন আচরণ দেখা দিয়েছে। স্ত্রীকে মারধর, পাড়ায় দৌড়ে বেড়ানো, জল দেখলে ভয় পাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা গিয়েছে।

ভাইরাল/২

লন্ডনের রিচমন্ডে দিনেরবেলায় দুঃসাহসিক ডাকাতি। দুই মুখোশধারী একটি সোনার দোকানে আসে। বাইরের কাচ হাতুড়ির সাহায্যে ভেঙে ফেলে। গয়না ব্যাগে ঢোকায়। ভিতর থেকে দোকানের কর্মচারীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। তদন্তে পুলিশ।

জনমন
জনমত

দালালরাজে ভোগান্তি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এখন সম্পূর্ণভাবে একদল দালালের দখলে। তাদের আসল টার্গেট সুপারস্পেশালিটি ব্লক, গাইনি ও অস্থিরোগ বিভাগে ডাক্তার দেখাতে গ্রাম ও পাহাড় থেকে আসা রোগীরা। দালালরা ওইসব রোগী ও তাঁদের পরিজনকে বুঝিয়ে হাসপাতালের সামনে ও পাশে গড়ে ওঠা শতাধিক ল্যাবরেটরি-চেম্বারে নিয়ে যায়। তারপর হাসপাতালের ডাক্তার এসে টাকা নিয়ে রোগী দেখে অনেক টেস্ট লিখে দেন। এরপর পরিকাঠামোহীন সেই ছোট ঘরের ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করাতে রোগীকে বাধ্য করা হয়।

এইসবের পর রোগীর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে ডাক্তার আর দালালদের ভাগ্য খুলে যায়। মেডিকেল এলাকায় গড়ে ওঠা ছোট ছোট নার্সিংহোমে গরিব মানুষকে ঘটিবাটি বিক্রি করে জোর করে ভর্তি হতে বাধ্য করা হয়। না হলে তাঁদের মেডিকেল কলেজে ভর্তির তারিখ দেওয়া হয় না। মেডিকেল কলেজের এই দালালরাজ প্রশাসনের চোখের সামনে অনেকদিন ধরে চলছে। লকডাউনের সময় থেকে যেন তা ভয়ানক রূপ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, অবিলম্বে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দালালরাজ বন্ধ করে গরিব মানুষের চিকিৎসার সুযোগ করে দিন। সেইসঙ্গে অসৎ ডাক্তার-দালালচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন।

আমিরুল হক
চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই–মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অর্ধেক আকাশ আজও অন্ধকারে ঢাকা

ভারতের অন্দরমহলে নারী নিগ্রহের পরিসংখ্যান ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা সভ্যসমাজের কপালে কলঙ্কিত তিলক এঁকেছে।

উৎপল সরকার

ভারতীয় সমাজে গার্হস্থ্য হিংসা এক আবহমান ব্যাধি, যা লক্ষ লক্ষ নারীর জীবনকে এক অন্তহীন অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। এটি কেবল বাইরের আঘাত নয়, বরং পরিবারের পবিত্র চার দেওয়ালের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক মানসিক ও যৌন নির্যাতনের বিষবাষ্প। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (এনএফএইচএস-৫)-র সাম্প্রতিক তথ্য আমাদের এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ১৮ থেকে ৪৯ বছর বয়সি বিবাহিত নারীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নিয়মিত নির্যাতিত হন। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে এই হার উদ্বেগজনক হলেও, আমাদের ঘরের কাছের পরিস্থিতিও খুব একটা সুখকর নয়। পরিস্থিতি যে কতটা প্রতিকূল তা সম্প্রতি খবরের কাগজে প্রকাশিত 'অন্তঃসত্ত্বা কমান্ডো স্ত্রীকে খুন' প্রতিবেদনে স্পষ্ট বোঝা যায়।

পরিসংখ্যানের হাড়হিম চিত্র

২০১৯ থেকে ২০২১ সালের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতে নারীদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার হার প্রায় ৩১ শতাংশ। এর মধ্যে ২৮.৫ শতাংশ শারীরিক এবং ১৩.১ শতাংশ মানসিক নির্যাতনের শিকার। এই নির্যাতনের ধরন শিউরে ওঠার মতো—আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা থেকে শুরু করে হাড় ভাঙা বা দাঁত উপড়ে ফেলার মতো নৃশংসতা। এনসিআরবি-র ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, নারীদের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত অপরাধের সংখ্যা ৪.৪৮ লক্ষে পৌঁছেছে। অর্থাৎ প্রতি লক্ষ নারীতে গড়ে ৬৬ জন নিগ্রহের শিকার। সমাজের মজ্জায় গেঁথে থাকা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, অর্থনৈতিক অসমতা এবং শিক্ষার অভাব এই ব্যাধিকে আরও জটিল করে তুলেছে। গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে নারীরা চুপ থাকেন বলে বহু ঘটনাই সরকারি নথির আড়ালে চাপা পড়ে যায়।

আইনি সুরক্ষা ও বাস্তবায়নের ফাঁক

নারী সুরক্ষার জন্য দেশে 'প্রোটেকশন অফ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট' থাকলেও তার প্রয়োগে রয়েছে বিস্তর ফাঁকফোকর। বর্তমানে প্রায় চার লক্ষেরও বেশি মামলা বিচারহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে, যা বিচার ব্যবস্থার শ্লথগতি এবং সচেতনতার অভাবকেই নির্দেশ করে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করার পর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে নারীরা আইনি পথে হাঁটতে পিছিয়ে আসেন। যদিও সরকার এবং জাতীয় মহিলা কমিশন (এনসিডব্লিউ) হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪৯০ বা 'ওয়ান স্টপ সেন্টার' (ওএসসি)-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে চিকিৎসা ও আইনি সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছে, তবুও কেবল যান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই গভীর সামাজিক ক্ষত নিরাময় সম্ভব নয়। অনলাইনে অভিযোগ জানানোর জন্য 'শি-বক্স' পোর্টাল একটি নিরাপদ মাধ্যম হলেও সেই প্রযুক্তির সুবিধা আজও প্রান্তিক নারীদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

চেতনার জাগরণ ও পুরুষতন্ত্রের দেওয়াল

এই গভীর সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে শুধু কঠোর আইন যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার আমূল বিবর্তন। 'অর্ধেক আকাশ' শব্দবন্ধটি যেন কেবল কবিতা বা সাহিত্যের পাতায় সীমাবদ্ধ না থাকে। নিজেদের সমাজকে শ্রেষ্ঠ দাবি করে আত্মশ্লাঘায় ভোগার বদলে প্রয়োজন নিবিড় শিক্ষা ও তৃণমূল স্তরে সচেতনতা অভিযান। নারী সুরক্ষা কেবল আইনি বিষয় নয়, এটি একটি সামগ্রিক সামাজিক আন্দোলন। পরিবার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র—সর্বত্র পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই অভিশাপ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। নারীরা যাতে নিজের ঘরেই নির্ভয়ে কথা বলতে পারেন এবং মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেন, সেই নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করার দায়ভার আজ আমাদের সকলের।

(লেখক স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৬০

পাশাপাশি : ১। যে সম্পত্তি সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া যায় ৩। যে বিষয় বিবেচনার যোগ্য ৫। যার দেহ নেই, নিরাকার ৬। খ্যাতি বা প্রভাব ৭। এই প্রাণী রাশিচক্রে আছে ৯। যা স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী ১২। যিনি উদ্ধার ও রক্ষা করেন ১৩। ভেঙে পড়ার মতো পরিস্থিতি।

উপর-নীচ : ১। দেখার ভুল ২। এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র ৩। যাকে অবলম্বন করে সাহিত্যে রস বা উদ্দীপনা তৈরি হয় ৪। ভৃগুমুনির ছেলে ৫। যে রাতে চাঁদ দেখা যায় না ৭। দক্ষ বা পারদর্শী ৮। যা একটুতেই গড়িয়ে যায় বা পিচ্ছিল ৯। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি ১০। সোজা নয় বাঁকা ১১। দৈনন্দিন কাজের তালিকা।

সমাধান ■ ৪৩৫৯

পাশাপাশি : ১। শমন ৪। বাবলা ৫। যোগ ৭। তলব ৮। বিভীতক ৯। প্রত্যাহৃত ১১। বিবাস ১৩। মাসি ১৪। বনেট ১৫। লেপন।

উপর-নীচ : ১। শঙ্কিত ২। নবাব ৩। ওলাবিবি ৬। গন্ধক ৯। প্রতিমা ১০। তরিবত ১১। বিটলে ১২। সন্ধান।

ভালো খবর

চেন্নাইয়ের উপকূলে যন্ত্রণাবিদ্ধ এক অলিব রিডলি কচ্ছপকে ঘিরে লেখা হল এক মানবিক উপাখ্যান। মুখে বিঁধে থাকা ধারালো বড়শি নিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছিল বিশালাকার সামুদ্রিক এই প্রাণীটি। তামিলনাড়ু বন দপ্তর, বিএমএডি এবং অরিগনার আন্না চিড়িয়াখানার পশুচিকিৎসকদের যৌথ প্রচেষ্টায় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেটির দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান ঘটে। সুস্থ হওয়ার পর গবেষকরা প্রাণীটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণে পিঠে কৃত্রিম উপগ্রহের ট্যাগ বসিয়ে দেন। পরিশেষে নীল সমুদ্রের ঢেউয়ে মুক্ত হয় সেই প্রাণ। এই উদ্ধারকাজ কেবল একটি প্রাণ বাঁচানো নয়, বরং মৎস্যজীবীদের সচেতনতা এবং দ্রুত খবর দেওয়ার সুফল। বিপন্ন এই প্রজাতির সুরক্ষায় উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্র ও কচ্ছপ-বান্ধব মাছ ধরার পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ফের মনে করিয়ে দিল এই ঘটনা।

লোকসভায় রাহুলের সঙ্গে সংঘাতে রাজনাথ-অমিত শা

নরভানের লেখা নিয়ে ছন্দপতন

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই নজিরবিহীন উত্তেজনার সাক্ষী থাকল লোকসভা। সোমবার রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নরভানের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃতি টানতেই উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদ। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে রাহুল গান্ধির তীব্র বাদানুবাদে সভা দফায় দফায় মুলতুবি করতে হয়।

বিতর্কের সূত্রপাত হয় যখন রাহুল 'দ্য ক্যারাভান' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত জেনারেল নরভানের স্মৃতিকথা 'ফোর স্টারস অফ ডেস্টিনি'-র কিছু অংশ পাঠ করতে শুরু করেন। সেখানে 'ডোকলামে চিনা ট্যাংক' এবং লাদাখ সীমান্তে ২০২০ সালের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার (এলএসি) পরিস্থিতি নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, এই বইয়ে ২০২০-র অগাস্টে উত্তেজনার চরম মুহূর্তে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সমন্বয়ের অভাবের ইঙ্গিত রয়েছে।

রাহুলকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'উনি যে বইটির কথা বলছেন সেটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই বই এখনও বাজারে আসেনি। যা প্রকাশিত হয়নি, তার উদ্ধৃতি উনি সংসদে দিতে পারেন না।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'অপ্রকাশিত কোনও তথ্য সংসদে পেশ করা যায় না। পত্রিকায় যা খুশি ছাপা হতে পারে, কিন্তু তা প্রামাণ্য নথি নয়।'

পালটা যুক্তি দিয়ে রাহুল বলেন, 'ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তথ্যগুলি শতভাগ খাঁটি।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'এই বইয়ে রাজনাথের নাম রয়েছে। এমন কী আছে যা সরকার এত ভয় পাচ্ছে? সত্য সামনে আসা প্রয়োজন।' তিনি আরও দাবি করেন, জেনারেল নরভানের বইয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে, যা সরকারের অস্বস্তির কারণ।স্পিকার ওম বিড়লা মন্ত্রীদের আপত্তিতে সায় দিয়ে জানান, সংসদীয় বিধি ৩৪৯ অনুযায়ী অপ্রকাশিত বা অপ্রমাণিত নথি উদ্ধৃত করা যায় না। স্পিকারের সঙ্গে রাহুলের বাক্যবিনিময় চরমে পৌঁছোয় যখন রাহুল বলেন, 'আপনিই বলে দিন আমি কী বলব!' স্পিকার সাফ জানান, তিনি কারও উপদেষ্টা নন এবং বিরোধী দলনেতার পদের মর্যাদা বজায় রেখে কথা বলা উচিত।

তৃণমূল ও কংগ্রেসের পাশাপাশি সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবও রাহুলের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তিনি বলেন, 'চিনের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে সত্য জানার অধিকার দেশবাসীর আছে।' অন্যদিকে, সংসদীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ও বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে রাহুলের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলতে থাকেন। হট্টগোল চরমে পৌঁছালে স্পিকার দুপুর ৩টে পর্যন্ত সভা মুলতুবি করে দেন। পরে ফের সভা শুরু হলেও হইচইয়ের জেরে এদিনের মতো অধিবেশন মলতুবি করে দেন স্পিকার। রাহুল সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'আমার কাছে আরও তথ্য আছে, দেখা যাক কী হয়।' বর্তমানে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের আপত্তিতে জেনারেল নরভানের বইটির প্রকাশ আটকে রয়েছে, যা এখন রাজনৈতিক যুদ্ধের উপজীব্য হয়ে উঠল।

রাজ্যসভার প্রাক্তন মহাসচিব ভিকে অগ্নিহোত্রী জানিয়েছেন, সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী বই, পত্রিকা বা সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া নিষিদ্ধ নয়, তবে তার জন্য আগে থেকে স্পিকারের অনুমতি এবং আগাম নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

সরকারি সূত্রের খবর, লোকসভার নিয়ম অনুযায়ী, সংসদ চলাকালীন সভার কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন বই বা চিঠি পড়া যায় না। রাহুল গান্ধির ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছে, কারণ তিনি যে বইটির (জেনারেল এমএম নরভানের স্মৃতিকথা) কথা বলছেন, সেটি এখনও অপ্রকাশিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংদের যুক্তি, 'যা প্রকাশিত হয়নি, তার সত্যতা যাচাই না করে সভায় উদ্ধৃত করা যায় না।' বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে বিষয়টি প্রিভিলেজ কমিটির কাছে যেতে পারে, যা সদস্যপদ খারিজের মতো গুরুতর পদক্ষেপ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

সোমবার নিজের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা নিয়ে মুখ খুলেছেন খোদ জেনারেল নরভানে। হিমাচলপ্রদেশে এক সাহিত্য উৎসবে তিনি বলেন, 'বইটি পুরোনো মদের মতো পরিপক্ক হচ্ছে, যত সময় যাবে এর গুরুত্ব তত বাড়বে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার কাজ ছিল বইটি লিখে প্রকাশকের হাতে তুলে দেওয়া। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে অনুমতি নেওয়ার দায়িত্ব প্রকাশকের। একবছরের বেশি এটি পর্যালোচনার আওতায় রয়েছে। আমি বইটি লিখে আনন্দ পেয়েছি। মন্ত্রক যখন উপযুক্ত মনে করবে, তখন অনুমতি দেবে।'

- জেনারেল নরভানের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা 'ফোর স্টারস অফ ডেস্টিনি' থেকে রাহুল গান্ধির উদ্ধৃতি ঘিরে লোকসভায় হট্টগোল
- রাজনাথ সিং ও অমিত শার দাবি, অপ্রকাশিত বা অপ্রমাণিত নথি সংসদে পাঠ করা সংসদীয় রীতির বিরোধী
- রাহুল গান্ধির মতে, চিন সীমান্ত ও 'অগ্নিপথ' নিয়ে সত্য প্রকাশের ভয়ে সরকার তাঁকে বাধা দিচ্ছে
- স্পিকার ওম বিড়লা জানান, সভার কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন বা অপ্রকাশিত তথ্য প্রামাণ্য নয়
- বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগাম নোটিশ ছাড়া অপ্রকাশিত তথ্য উদ্ধৃত করায় বিষয়টি প্রিভিলেজ কমিটিতে যাওয়ার সম্ভাবনা

আমি বইটি লিখে আনন্দ পেয়েছি। মন্ত্রক যখন উপযুক্ত মনে করবে, তখন অনুমতি দেবে।

জেনারেল এমএম নরভানে

সাদা চাদরে ঢেকেছে কেদারনাথ মন্দিরের চারপাশ। সোমবার।

দলাই গ্র্যামি পাওয়ায় ক্ষুব্ধ চিন

লস অ্যাঞ্জেলেস, ২ ফেব্রুয়ারি : তিনি সংগীতজগতের লোক নন। তবু গ্র্যামি পুরস্কার পেলেন তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা! রবিবার লস অ্যাঞ্জেলেসে ৬৮ তম বার্ষিক গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে নবতিপর ধর্মগুরুকে পুরস্কৃত করা হয়। তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন সংগীতশিল্পী রুফাস ওয়েনরাইট। বিশ্বে সংগীত জগতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য গ্র্যামি পুরস্কার দেওয়া হয়। যে অ্যালবামের জন্য দলাই লামাকে পুরস্কৃত করা হল, তার নাম 'মেডিটেশনস: দ্য রিফ্লেকশনস অফ হিস হোলিনেস দ্য দলাই লামা'। অ্যালবামটি সেরা 'অডিও বুক, ন্যারেশন অ্যান্ড স্টোরিটেলিং রেকর্ডিং' বিভাগে মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার জিতে নিয়েছে।

তবে তিব্বতি ধর্মগুরুর এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে চিন। বেজিংয়ের পক্ষ থেকে এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করে একে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে দাবি করা হয়েছে।

বিশেষ এই অ্যালবামে দলাই লামার বাণীর সঙ্গে সুরের মূর্ছনা ছড়িয়েছেন সরোদ সম্রাট ওস্তাদ আমজাদ আলি খান এবং তাঁর দুই পুত্র আমান ও আয়ান আলি বঙ্গশ। শান্তি, ক্ষমা ও মানবিকতার দর্শনে সাজানো এই অ্যালবামের সাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় দলাই লামা জানান, 'আমি অত্যন্ত বিনম্রচিত্তে এই সম্মান গ্রহণ করছি। এটি কোনও ব্যক্তিগত জয় নয়, বরং মানুষের সম্মিলিত দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি।' একইসঙ্গে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণের স্বার্থে পরিবেশের যত্ন এবং একতাবোধের ওপর জোর দেন।

অন্যদিকে, দলাই লামার পুরস্কারপ্রাপ্তির নিন্দা করে চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেন, 'দলাই লামা ধর্মের আড়ালে আসলে চিনবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত একজন রাজনৈতিক নির্বাসিত ব্যক্তি।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'গ্র্যামির মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চকে চিন-বিরোধী প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

তিব্বতি ধর্মগুরুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। তিনি এই জয়কে 'গৌরবের মুহূর্ত' এবং দলাই লামার আজীবনের করুণার বার্তার বিশ্ব-স্বীকৃতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ১৯৮৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী তেনজিন গিয়াতসোর ঝুলিতে এই গ্র্যামি জয় বিশ্বমঞ্চে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে দিল।

আমি অত্যন্ত বিনম্রচিত্তে এই সম্মান গ্রহণ করছি। এটি কোনও ব্যক্তিগত জয় নয়, বরং মানুষের সম্মিলিত দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি।

দলাই লামা

বাবা-মায়ের ভূমিকায় প্রশ্ন, অভিযুক্তদের সুপ্রিম জামিন

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : পুনের পোর্শে কাণ্ডে তিন অভিযুক্তকে জামিনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মূল অভিযুক্ত কিশোরকে বাঁচাতে রক্তের নমুনা বদলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ওই তিনজনের বিরুদ্ধে। সোমবার বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে দীর্ঘ তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন বন্দি আদিত্য অবিনাশ সুদ, আশিস সতীশ মিত্তল এবং অমর সন্তোষ গায়কোয়াড়। তাই জামিন ম তবে অভিযুক্তরা তাঁদের নিজ শহর গুজরাটের অঙ্কলেশ্বর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবেন না এবং তাঁদের পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। প্রতি রবিবার তাঁদের আদালতে হাজিরা দিতে হবে।

পুনে পোর্শে কাণ্ড

অভিযুক্ত নাবালকের বাবা-মায়ের ভূমিকা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন বিচারপতি নাগরত্ন মন্তব্য করেন, সন্তানদের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার জন্য বাবা-মা-ই দায়ী। সন্তানদের সময় না দিয়ে স্রেফ ফূর্তি করার জন্য হাতে অঢেল টাকা বা এটিএম কার্ড তুলে দেওয়ার এটি একটি করুণ পরিণতি।

৮৫ লক্ষ টাকায় মোমো, গয়না গায়েব

লখনউ, ২ ফেব্রুয়ারি : মোমো কার না ভালো লাগে? তাই বলে মোমোয় মজে তা পেতে বাড়ির গয়নাগাটি বিক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া? অবিশ্বাস্য হলেও উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ায় এমন ঘটনাই ঘটেছে। মোমোর নেশায় পাগল সপ্তম শ্রেণির এক কিশোর বাড়ির গয়না মোমো বিক্রেতার হাতে তুলে দেয়। পুরোহিত বাবা বিমলেশ মিশ্র জানিয়েছেন, ছেলে যে পরিমাণ গয়না দিয়েছে, বাজারে তার দাম প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা।

বিমলেশের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। বিনে পয়সায় মোমো খাওয়ানোর টোপ দিয়ে। টোপ দেয়। বাড়ি থেকে গয়না আনলে ফ্রি-তে মোমো। এভাবে চলেছে কিছুদিন। বিমলেশের বোন বাড়িতে এসে গয়নার খোঁজ করতেই পর্দা ফাঁস হয়। পড়ুয়া স্বীকার করে।

হুইলচেয়ারে তেজস্বী, কটাক্ষ রোহিণীর

পাটনা, ২ ফেব্রুয়ারি : আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে চোট নিয়েই সোমবার বিধসানসভার অধিবেশনে যোগ দিলেন। মেজাজ হারাননি। চোটের কারণে হুইলচেয়ারে বসে এলেন লালু-পুত্র। তেজস্বী বলেছেন, 'আমার পায়ের বুড়ো আঙুলে সম্প্রতি চোট লাগে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পায়ের নখ কেটে ফেলতে হয়। হাঁটা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই হুইলচেয়ারে চলে এলাম।'

সূত্রের খবর, তেজস্বীর চোট গুরুতর হওয়ায় চিকিসকরা তাঁকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে বিধানসভা অধিবেশনে গিয়েছেন। অধিবেশনে যোগ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, শরীর ঠিক না থাকলেও কর্তব্যই তাঁর কাছে বড়। দিদি রোহিণী আচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় নাম না করে লিখেছেন, 'শরীরের আঘাত যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের আঘাত সহ্য করা যায় না।' গত বছর বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি-র শোচনীয় পরাজয়ের পর রোহিণী রাজনীতি ও পরিবার ছাড়েন।

নজর বাজারের পরিসর বৃদ্ধির দিকে

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা সম্পদের ওপর সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং বিলগ্নিকরণ ও নগদিকরণের মাধ্যমেই অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে চাইছে কেন্দ্র। সোমবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের নবম বাজেট পেশের পর তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই বললে চলে। অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সরকারি সম্পদ বিলগ্নিকরণ এবং নগদিকরণের প্রক্রিয়া কেবল জারি থাকবে না, বরং তা আরও গতি পাবে। সরকারের এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির 'পাবলিক ফ্লোটিং' অর্থাৎ, বাজারে শেয়ারের জোগান বাড়ানো, যাতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরাও দেশের শিল্প কাঠামোর অংশীদার হতে পারেন।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'সরকার বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে পাওয়া অর্থকে নতুন পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' পর্যবেক্ষকদের মতে, সরকার এবার শুধু শেয়ার বিক্রি করে কোষাগার ভরতে চাইছে না, বরং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বেশি জোর দিচ্ছে। বাজারে পাবলিক ফ্লোটিং বৃদ্ধি করার অর্থ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির ওপর বাজারের নজরদারি বাড়বে, যা শেষপর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

এবারের বাজেটে একটি নতুন দিক হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত জমির নগদিকরণ। সীতারামনের কথায়, 'সম্পদ নগদিকরণ শুধু সরকারের আয়ের উৎস নয়, এটি সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার একটি মাধ্যম।' এর ফলে যেসব অব্যবহৃত জমি বা পরিকাঠামো পড়েছিল, সেগুলি থেকে নিয়মিত আয়ের পথ প্রশস্ত হবে।

অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, সরকারের এই 'কম্পোজিট স্ট্র্যাটেজি' (মিশ্র কৌশল) সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। একদিকে যেমন লোকসানে থাকা সংস্থাগুলি বন্ধ বা বিক্রি করে দেওয়ার পথে হাঁটছে কেন্দ্র, অন্যদিকে লাভজনক সংস্থাগুলির শেয়ার বাজারে ছেড়ে সেগুলির ভ্যালুয়েশন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। এর মাধ্যমে শেয়ারবাজারে নগদের জোগান বাড়বে। সাধারণ মানুষ সরাসরি রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানায় অংশ নিতে পারবেন। বিরোধীদের মতে, এভাবে ঢালাও বিলগ্নিকরণ দেশের সম্পদকে ব্যক্তিগত হাতে তুলে দেওয়ারই নামান্তর। সব মিলিয়ে, আগামী একবছরে আইডিবিআই ব্যাংক বা শিপিং কর্পোরেশনের মতো বড় মাপের বিলগ্নিকরণগুলি কোনদিকে মোড় নেয়, আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে বাজার।

ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি : বাজেটে এসটিটি বাড়ানোয় ধস নেমেছিল। পরের দিনই ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সেনসেক্স ৯৪৩.৫২ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ৮১৬৬৬.৪৬ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ২৬২.৯৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৫০৮৮.৪০ পয়েন্টে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সূচক নেমে যাওয়ায় কম দামে শেয়ার কেনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন লগ্নিকারীরা। যা সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

বাজেটে 'বঞ্চনা'র প্রতিবাদ, তৃণমূলের ওয়াক-আউট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের নাম না থাকা এবং রাজ্যের বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের নীরবতা, এই দু'টি বিষয়কে সামনে রেখে সোমবার সংসদে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন রাজ্যসভায় এ প্রসঙ্গে বারবার প্রশ্ন তুলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও স্পষ্ট জবাব না মেলায় শেষপর্যন্ত ওয়াক-আউটের পথে হাঁটলেন তৃণমূল সাংসদরা।

দলের অভিযোগ, সাধারণ বাজেটে বাংলার সঙ্গে চরম বঞ্চনা করা হয়েছে। রাজ্যকে কার্যত কিছুই দেওয়া হয়নি। মনরেগা, আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা দীর্ঘদিন ধরে আটকে রেখেছে কেন্দ্র বলেও দাবি রাজ্যের শাসকদলের। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'বাজেট বক্তৃতায় একবারের জন্যও পশ্চিমবঙ্গের নাম উচ্চারণ করা হয়নি।' তাঁর অভিযোগ, 'মনরেগা, আবাস যোজনা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা পায়। অথচ সেই বকেয়া এখনও আটকে রাখা হয়েছে।'

নীরবই থাকল কেন্দ্রীয় সরকার

ওয়াক-আউটের পর একই সুর শোনা যায় তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের গলাতেও। তিনি বলেন, '২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ বিজেপিকে পরাজিত করার পর থেকে কেন্দ্র প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ রাখা হয়েছে। সড়ক নির্মাণ এবং গ্রামোন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে অর্থ দেওয়া হচ্ছে না।' অবিলম্বে রাজ্যের বকেয়া না মেটানো হলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

এনডিএ বিধায়করা দিল্লিতে

ইম্ফল ও নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : টানা একবছরের রাষ্ট্রপতি শাসনের পর মণিপুরে কি ফের গণতান্ত্রিক সরকার ফিরছে? আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। তার ঠিক ১০ দিন আগে সোমবার শীর্ষনেতৃত্বের ডাকে তড়িঘড়ি দিল্লি পৌঁছোলেন মণিপুরের এনডিএ জোটের বিধায়করা। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, বীরেন সিংয়ের ইস্তফার পর থমকে যাওয়া মণিপুরে নতুন সরকার গঠনের লক্ষ্যে এই জরুরি বৈঠক।

২০২৪-এর ৯ ফেব্রুয়ারি মেইতেই-কুকি গোষ্ঠী সংঘর্ষ ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন এন বীরেন সিং। এরপর ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ থেকে রাজ্যে জারি করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। মাঝে একদফা মেয়াদ বৃদ্ধির পর বর্তমান দফার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। সূত্রের খবর, কেন্দ্র এবার আর রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ না বাড়িয়ে নির্বাচিত সরকারকে দায়িত্ব ফিরিয়ে দিতে আগ্রহী।

রবিবার ইম্ফল বিমানবন্দরে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং বলেন, 'সোমবার দিল্লিতে আমাদের এনডিএ বিধায়কদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে। সম্প্রতি বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করা গিয়েছে। এবার জোটের সব শরিকদের ডাকা হয়েছে। আশা করছি, নতুন সরকার গঠন নিয়ে ইতিবাচক কোনও সিদ্ধান্ত হবে।' এনপিপি, এনপিএফ এবং জেডিইউ-র মতো জোটসঙ্গীদের পাশাপাশি নির্দল বিধায়কদেরও এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে।

মণিপুরে সরকার গঠনের তোড়জোড়

মণিপুরে ৬০ সদস্যের বিধানসভায় সরকার গঠনের প্রধান শর্ত হল মেইতেই এবং কুকি-জো উভয় সম্প্রদায়ের বিধায়কদের এক টেবিলে আনা। গত ডিসেম্বরে বিজেপি নেতৃত্ব কুকি এবং মেইতেই বিধায়কদের নিয়ে একটি করেছিলেন। এবার কুকি-জো বিধায়করাও দিল্লি বৈঠকে অংশ নিতে পারেন বলে খবর। তবে কুকি বিধায়কদের একাংশের দাবি, নতুন সরকারে যোগ দেওয়ার আগে তাঁদের জন্য আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে স্পষ্ট আশ্বাস প্রয়োজন।

জাতিগণনায় 'স্বঘোষণা' যথেষ্ট নয়, দরকার নথির

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : ২০২৭ সালের জনশুমারিতে জাতিগত গণনা বা 'কাস্ট সেন্সাস' পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় পর্যবেক্ষণ দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, জাতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তির 'স্বঘোষণা'র ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করা যথেষ্ট নয়। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করেছে, এই প্রক্রিয়ায় তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট উপাদান বা নথির মাধ্যমে তা যাচাই করা প্রয়োজন।

দিল্লির বাসিন্দা আকাশ গোয়েলের দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত এই পর্যবেক্ষণ দেয়। আবেদনকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী মুক্তা গুপ্ত আদালতে সওয়াল করেন যে, আগামী বহু বছর ধরে দেশের সমস্ত জনকল্যাণমূলক নীতি, আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা এবং সংরক্ষণের মূল ভিত্তি হবে এই শুমারির তথ্য। তাই যদি কোনও যাচাইযোগ্য প্রমাণ ছাড়াই কেবল মৌখিক বা লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে গণনার কাজ শেষ হয়, তবে তা হবে অত্যন্ত 'বিপজ্জনক'। এটি জনগণনার সামগ্রিক পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মামলায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই বিশাল কর্মযজ্ঞে সরকারের প্রায় ১৩,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে, তাই তথ্যের নির্ভুলতা বজায় রাখা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে একান্ত আবশ্যক।

নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

আদালত জানিয়েছে, ১৯৪৮ সালের জনগণনা আইন এবং ১৯৯০ সালের নিয়মানুযায়ী এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। শুমারি পরিচালনার পদ্ধতি ঠিক করার ভার বিশেষজ্ঞদের হলেও আদালত আবেদনকারীর উদ্বেগের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেছে।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'নীতিগতভাবে আমরা আপনার (আবেদনকারী) সঙ্গে একমত। এমন কোনও শংসাপত্রের ভিত্তিতে কোনও কিছু অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়া উচিত নয়, যার সত্যতা সন্দেহজনক হতে পারে বা যা যাচাই করা হয়নি।' বিশেষত, ওবিসি-দের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট পরিকাঠামো বা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া না থাকলে তথ্যে গরমিল, অতি-গণনা বা ভুল শ্রেণিবিন্যাসের প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায়। সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি নিষ্পত্তি করে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সেন্সাস কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে আবেদনকারীর তোলা বিষয়গুলি এবং তাঁর আইনি নোটিশটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

শত্রুকে নিকেশে আত্মঘাতী ২ বালোচ কন্যা

কোয়েটা ও ইসলামাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি : জ্বলছে বালোচিস্তান। গত কয়েক দশকের মধ্যে সবথেকে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সাক্ষী থাকল পাকিস্তান। নিষিদ্ধ সংগঠন বালোচ লিবারেশন আর্মি -র 'অপারেশন হেরোফ'-এর ধাক্কায় কার্যত দিশেহারা পাক প্রশাসন। তবে এবারের হামলায় সবথেকে বড় চমক— বালোচ নারী যোদ্ধাদের দুর্ধর্ষ আত্মঘাতী ভূমিকা। নুশকিতে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই সদর দপ্তর ওড়াতে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে আসিফা মেঙ্গল ও হাওয়া বালোচের মতো তরুণীরা। বিএলএ-র মজিদ ব্রিগেডের প্রকাশিত ভিডিওতে তাঁদের শেষ বার্তা— 'শত্রুদের দিন শেষ। আপস নয়, লড়াই হবে সম্মুখ সমরে।'

প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ২৪ বছরের আসিফা মেঙ্গল এবং হাস্যময়ী তরুণী হাওয়া বালোচ অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল হাতে যুদ্ধের ডাক দিচ্ছেন। আসিফা নিজের ২১তম জন্মদিনে আত্মঘাতী স্কোয়াডে নাম লিখিয়েছিলেন।

হাতে রাইফেল নিয়ে দুই তরুণীর ছবি প্রকাশ

আসিফা মেঙ্গল ও হাওয়া বালোচ।

হাওয়া বালোচের বার্তা আরও ঝাঁঝালো। বালোচি ভাষায় বলতে শোনা গিয়েছে — 'আমাদের জেগে ওঠার সময় এসেছে। আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। দেখুন আমাদের যোদ্ধারা হাসিমুখে প্রাণ দিচ্ছে।' ২০২২ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে শারি বালোচ নামে এক উচ্চশিক্ষিত নারী যোদ্ধার আত্মঘাতী হামলা গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। এবার আসিফা ও হাওয়া সেই ধারাকে আরও বিধ্বংসী রূপ দিলেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হামলার ঠিক আগে তাঁরা একে অপরকে বিদায় জানাচ্ছেন এবং হাসিমুখে অপারেশন সফল করার অঙ্গীকার করছেন।

বিএলএ-র দাবি অনুযায়ী, কোয়েটা, নুশকি, গোয়াদর ও কালাত সহ ১৪টি শহরে চালানো এই অভিযানে ২০০-রও বেশি পাক সেনা নিহত হয়েছে। এমনকি পাকিস্তান-ইরান ও পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংযোগকারী হাইওয়েগুলোও দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে রাখে বিদ্রোহীরা। বালোচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি জানিয়েছেন, পাক সেনার পালটা ম্যারাথন অভিযানে গত ৪৮ ঘণ্টায় ১৯০ জন জঙ্গি খতম হয়েছে। যদিও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বালোচিস্তানে যে বিদ্রোহ এখন এক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে, তা মানছেন আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

বালোচদের অভিযোগ, তাঁদের মাটির সম্পদ লুঠ করছে ইসলামাবাদ আর চিন । চিনা বিনিয়োগে তৈরি গোয়াদর বন্দর এখন বিদ্রোহীদের প্রধান টার্গেট। বালোচ নারীদের এই সশস্ত্র লড়াইয়ে শামিল হওয়া প্রমাণ করছে যে, পাকিস্তানের দমননীতি ব্যর্থ। বরং শিক্ষিত ও সাধারণ বালোচ পরিবারের মেয়েরা এখন সরাসরি আত্মঘাতী স্কোয়াডে নাম লিখিয়ে 'ফিদায়িন' হামলা চালাচ্ছে।

বিশ্ব ধর্মগুরুকে গ্র্যামি সম্মান

গ্র্যামির মঞ্চে পুরস্কৃত হলেন দলাই লামা। আন্তর্জাতিক ধর্মগুরুকে সম্মান জানিয়ে নিজেই সম্মানিত হল গ্র্যামি। দলাই লামা প্রথমবার পুরস্কৃত হলেন। কিন্তু কেন? গ্র্যামির মতো পুরস্কারের মঞ্চে তাঁর অবদান কী?

আসলে তাঁর কথ্য অ্যালবাম: 'মেডিটেশন: দ্য রিফ্লেকশন অফ হিজ হলিনেস দ্য দলাই লামা'র জন্য এই পুরস্কারে পুরস্কৃত হলেন তিনি। সেরা অডিও বই, আখ্যান এবং গল্প বলার রেকর্ডিং বিভাগে জিতেছে অ্যালবাম'টি। এই বিভাগে যারা মনোনীত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্যাথি গারভার, ট্রেভর নোয়া, কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসন, ফ্যাব মরভান।

যে অ্যালবামটির জন্য দলাই লামা পুরস্কার জিতলেন সেই অ্যালবামে ধর্মগুরুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন আমজাদ আলি খান এবং তাঁর পুত্র আমান আলি বাঙ্গাশ ও আয়ান আলি বাঙ্গাশ।

তবে এই পুরস্কার নিতে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন না ধর্মগুরু, তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন সংগীত শিল্পী রুফাস ওয়েনরাইট। গ্র্যামি মঞ্চে সম্মানিত হয়ে দলাই লামা বলেন, 'আমি কৃতজ্ঞতা এবং বিনয়ের সঙ্গে এই স্বীকৃতি গ্রহণ করছি। তবে এটি শুধু আমার ব্যক্তিগত জয় নয় বরং আমাদের যৌথ সার্বজনীন দায়িত্বের স্বীকৃতি হিসেবেই আমি দেখছি। আমি সত্যি বিশ্বাস করি যে শান্তি, করুণা এবং মানবতা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য ভীষণ প্রয়োজন। আমি কৃতজ্ঞ এই পুরস্কারের মাধ্যমে আমার দেওয়া বার্তা আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়বে মানুষের মধ্যে।'

গ্র্যামি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়ে আমজাদ আলি খান সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছিলেন নিজের আনন্দের কথা। লিখেছিলেন, 'অ্যালবামটি আমাদের ভীষণ মনের কাছের। দলাই লামার মতো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমরা ভীষণ আনন্দিত।'

একনজরে সেরা

পদ্মশ্রীর সঙ্গে

রবিবার পদ্মশ্রী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন যশ ও নুসরত। সঙ্গে ছিল উপহার। বুম্বাদার সঙ্গে ছবি তুলে তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। পরে নুসরত বলেন, বুম্বাদা আমাদের গর্ব। তাঁকে নিয়ে যা বলব, কম হবে। তাঁর সম্মানপ্রাপ্তিতে যে পার্টি হয়েছিল, তাতে থাকতে পারিনি, তাই সম্মান জানাতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা।

আবার রহমান

এ আর রহমান গত জানুয়ারি মাসে বিবিসিতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বলিউডে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের জন্য গত ৮ বছর তিনি কাজ পাননি। বিতর্ক বাড়তে সাফাই দিয়ে বলেছিলেন তিনি ভারতীয় হিসেবে গর্বিত। এবার কপিল শর্মার শো-তে বলেছেন, কী করে সকলে এত ভুল বোঝে তা শিখলাম। আলাদা রাজ্য, আলাদা সংস্কৃতি--- এখানে তথ্য বিকৃত হয়ে যায়।

যোগী, গোবিন্দা

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করলেন বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা। এই সাক্ষাতের ছবি ইনস্টাগ্রামে হাজির। দেখা যাচ্ছে, দুজনের হাতে একটি কৃষ্ণমূর্তি। সঙ্গে গোবিন্দা লিখেছেন, শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটানো এক অধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। তাঁর কথায়, এটি সৌজন্য সাক্ষাৎ। তবে এসব বলার পরই সাধারণত নামি ব্যক্তিত্বরা রাজনীতিতেই আসেন!

যমজ সন্তান

দক্ষিণী অভিনেতা রাম চরণ যমজ সন্তান, এক পুত্র ও এক কন্যার বাবা হলেন। ২০২৩ সালে তাঁর কন্যা ক্লিন কারার জন্ম হয়। অভিনেতা জানিয়েছেন, দুই কন্যা ও এক পুত্রকে পেয়ে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। রাম চরণের বাবা চিরঞ্জীবী জনিয়েছেন, দাদু-ঠাকুমা হিসেবে এই মুহূর্তটি আমদের কাছে পরম আশীর্বাদের।

প্রেমে অহান

বর্ডার ২-এর পর সাদ আলির প্রেমের ছবির নায়ক হচ্ছেন অহান শেট্টি। মার্চ-এপ্রিলে শুটিং শুরু। ছবির চিত্রনাট্য, মিউজিক নিয়ে কাজ চলছে। অহানের কথায়, খুবই শক্তিশালী এবং গভীর চরিত্র। সাদ আলি স্যার আমার সেরাটা বার করে আনবেন, আমি জানি। ছবির অন্য অভিনেতাদের নির্বাচন এখনও বাকি।

বিষ্ণোইয়ের লক্ষ্য ছিলেন রোহিত

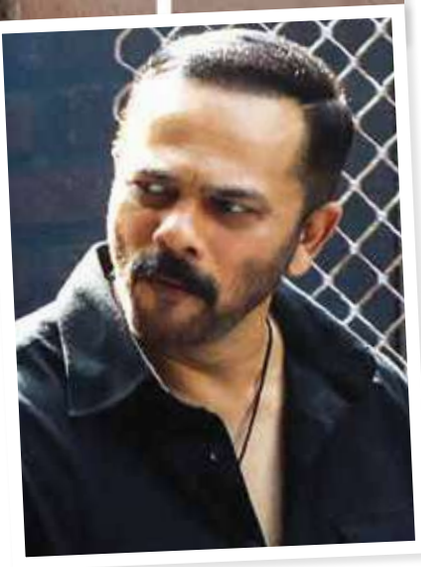

পরিচালক রোহিত শেট্টিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই তাঁর বাড়ির সামনে গুলি চালানো হয়েছিল বলে জানিয়েছে মুম্বাই পুলিশ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে আনন্দ মারোতে, জ্ঞানেশ্বর গায়কি, সিদ্ধার্থ দীপক যেনপুরে ও সমর্থ শিবশরণ পোমাজি ও স্বপ্নিল সকতকে। ওরাই জানিয়েছে, রোহিতকে হত্যার উদ্দেশ্যেই তাদের গুলি চালানো। রোহিতের নিরাপত্তাকর্মীরাও বলেছেন, গুলি হত্যার জন্যই চালানো হয়। এই হত্যার পরিকল্পনা ছিল সমর্থ শিবশরণ ও শুভম লোঙ্কার। একে অনেকদিন ধরেই পুলিশ খুঁজছে। শুভমই ফোনে নির্দেশ দিচ্ছিল। প্রধান শুটারকে সহযোগিতা করছিল শিবশরণ। ওরা একটা মোটরবাইকে করে রোহিতের বাড়ির সামনে আসে। জানা গিয়েছে, এই দলের সঙ্গে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের যোগ আছে। রোহিতের বাড়ির সামনে গুলি চলার পর লরেন্সের দলকেই পুলিশ সন্দেহ করে। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে এই ঘটনার দায় স্বীকার করে বিষ্ণোইরা, 'এর পরের গুলিটা বাড়ির বাইরে নয়, ওর শোয়ার ঘরে চলবে আর ওর বুকে লাগবে। আমাদের শত্রুদের বলছি, একটাই দল ছিল, আছে আর থাকবে--- লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দল।'

উল্লেখ্য, এই বিষ্ণোইরাই সলমন খানকে হত্যার পরিকল্পনা করে হুমকি দেয় একাধিকবার। তাঁর বাড়ির সামনেও গুলি চলেছিল। কপিল শর্মার রেস্তোরাঁর সামনে ও দিশা পাটানির বাড়ির সামনেও গুলি চালায় ওরা। ২০২৪-এ বাবা সিদ্দিকিকে হত্যা করে তারা। রবিবার মাঝরাতে রোহিতের জুহুর ১০ তলার আবাসনে গুলি ছোঁড়া হয়।

চর্চায় সায়কের নামে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

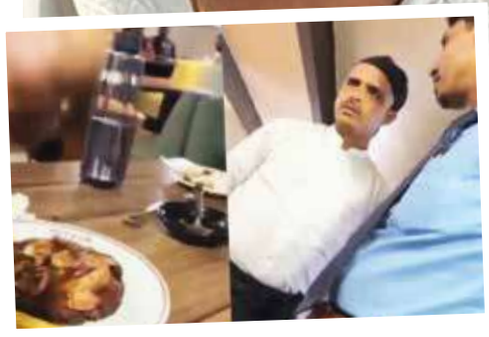

সায়ক কি যৌন নির্যাতন করেছেন? লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে তাহলে এ কি বললেন? অর্ক গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু কারও নাম করেননি। শুধু ইঙ্গিতে লিখেছেন। লিখেছেন, 'সম্প্রতি আলোচনায় আসা একজন ভাইরাল ব্লগারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে, তিনি কয়েক বছর আগে একটি ছোট শিশুকে যৌন হয়রানি করেছিলেন। জানা গেছে, এই ঘটনাটি একটি সুপরিচিত প্রযোজনা সংস্থা নির্মিত একটি জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের সেটের মেকআপ রুমে ঘটেছিল। যখন বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে, তখন শিশুটির মা-সহ বেশ কয়েকজন এই সম্পর্কে জানতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিটি—যিনি তখন একজন অভিনেতা এবং এখন একজন ব্লগার—সবার সামনে ক্ষমা চেয়েছিলেন, যার পরে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়। ছোট ছেলেটির চোখের জলও শুকিয়ে গিয়েছিল, কারণ সেও শিখে গিয়েছিল যে এভাবেই বিষয়গুলো স্বাভাবিক করে তোলা হয়।'

এরপর আরও লেখা হয়, 'দুর্ভাগ্যবশত, একটি সমাজ হিসেবে আমরা যৌন নির্যাতন-সহ বিভিন্ন অসদাচরণ ও হয়রানিকে স্বাভাবিক করে তুলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। চলচ্চিত্রের সেটও এর ব্যতিক্রম নয়। মাঝে মাঝে, একটি সমাজ হিসেবে আমাদেরও অপরাধীদের বারবার অপরাধ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধতা নিতে হবে। অপরাধের প্রকৃতি হয়তো পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠুরতার পেছনের মানসিকতা প্রায়শ একই থাকে।'

অর্কর এই পোস্টে কমেন্ট করেন একসময়ের সায়কের প্রিয় বন্ধু সৌমিতৃষা কুণ্ডু। লেখেন, 'কী! সত্যি!' যদিও সায়ক-সৌমিতৃষার বন্ধুত্ব ঘুচেছে অনেক আগেই।

সম্প্রতি পার্কস্ট্রিট রেস্তোঁরা বিতর্ক নিয়ে সায়কের পাশে বিনোদন জগতের কেউই দাঁড়ানানি। এবার তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন অর্ক গঙ্গোপাধ্যায়ও।

বিয়ে কবে রশ্মিকার?

রশ্মিকা মানডানা ও বিজয় দেবারাকোন্ডার বিয়ে কবে—এই জল্পনার অন্ত নেই। প্রথমে শোনা গিয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি বিয়ে হবে। তারপর শোনা গিয়েছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি হবে। এই তারিখকেই শিলমোহর দিয়েছেন রশ্মিকা নিজে। ফলে ২৬ ফেব্রুয়ারির জন্য অপেক্ষা করছেন অনুরাগীরা। প্রস্তুতি চলছ তার। তবে নিতান্তই ঘরোয়া অনুষ্ঠান হবে। দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বন্ধুরাই থাকবেন বিয়েতে। ইন্ডাস্ট্রির খুবই ঘনিষ্ঠরা আমন্ত্রিত হবেন। গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে

বলে সংবাদমাধ্যম ও পাপারাৎসিরাও বিয়েতে নিমন্ত্রিত হবেন না। প্রীতিভোজে অবশ্য অনেক নামি তারকা থাকবেন, সেখানে জাঁকজমকও থাকবে।

গত অক্টোবরে তাঁরা গোপনে বাগদান করেছেন বলে খবর হয়েছিল। রশ্মিকা জানিয়েছিলেন, যখন যা জানানোর, তখনই জানাবেন, কোনও কিছু লুকোবেন না।

সৌদি আরবে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হল প্রজাপতি ২-এর। এই প্রথম কোনও বাংলা ছবি মধ্যপ্রাচ্য তোলপাড় করল। ঘটনার কৃতিত্ব ছবির অভিনেতা ও প্রযোজক দেবের। সে দেশের সিনেমাহলে গত ৩ বছর ধরে ছবি মুক্তি পাচ্ছে। তার মধ্যে একটি বাংলা ছবির প্রিমিয়ারও হল। আর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা ও ছবি দিয়ে বর্ণনা করেছেন দেব একটি ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিওতে স্পষ্ট সিনেপ্রেমীদের প্রজাপতি ২ দেখার ভিড় এবং ছবি দেখে বেরোবার পর তাঁদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের ছবিটাও। তার সঙ্গে দেব দর্শকদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন। এভাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রজাপতি ২-এর মাধ্যমে বাংলা ছবি নিজের আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করল। বাবা ও ছেলের গল্প অন্য আঙ্গিকে বলেছে প্রজাপতি ২। খ্রিস্টমাসে মুক্তি পাওয়া ছবিটি বাংলায় দারুণ হিট করে। অভিনয়ে মিঠুন চক্রবর্তী, দেব, ইধিকা পাল, জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু, অনুমেঘা কাহালি প্রমুখ। পরিচালনায় অভিজিৎ সেন।

মা দীপিকার এখন দুয়া-ই সব

নামি অভিনেত্রীদের ব্যাগে কী থাকে? মেকআপের জিনিস, বা তেমনই কিছু। দীপিকা পাড়ুকোনের ব্যাগে কী পাওয়া গিয়েছে, জানেন? আধ খাওয়া খেপলা (গুজরাটি খাবার)। তাঁর পছন্দের গান কি জানেন? হেড, শোল্ডারস, নিস অ্যান্ড টোস। এই নাসারি রাইমটিই এখন তিনি সব সময় শোনেন। এর কারণ জানাতে গিয়ে তিনি হাসতে হাসতে বলেন, 'দুয়া খেপলা খাচ্ছিল, অর্ধেকটা খেয়েছে। বাকিটা কি করে ব্যাগে চলে এসেছে, বুঝতে পারিনি।' আর ওই নাসারি রাইমটিই তিনি শোনেন, মেয়েকে বারবার বলেন আই লাভ ইউ। তাহলে দুয়াই বর্তমানে আপনার সবথেকে বড় সেনসেশন? অভিনেত্রীর উত্তর, 'বর্তমান কথাটা বলবেন না, দুয়া আমার জীবনের চিরস্থায়ী সেনসেশন।'

মেয়ের অর্ধেক খাওয়া খাবার ব্যাগে নিয়ে ঘোরা আর মেয়ের নাসারি রাইম শোনা এই মা দীপিকা প্রমাণ করে দিলেন মায়ের জীবনই সবথেকে সুন্দর এবং সবথেকে বড়।

উত্তর ভারতনগরের বেসরকারি স্কুলের প্লে গ্রুপের সূর্য সাহা পড়াশোনার সঙ্গে নাচ, গানে পারদর্শী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সে সকলের নজর কেড়েছে।

পাতি কলোনির ভারতী হিন্দি হাইস্কুলে পড়ুয়াদের অ্যাডমিট যাচাই। সোমবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

প্রথমে ভয়, শেষে স্বস্তি

তমালিকা দে ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : 'এটা হয়ে গিয়েছে, এই উত্তরটা একবার দেখে নিই।' 'উফ! কী যে প্রশ্ন আসবে! খুব ভয় করছে।' সোমবার সকালে স্কুলগুলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পড়ুয়ারা যেন মনে মনে এই কথাগুলোই বলছিল। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা যে, একটু তো ভয় লাগবেই। অত্যধিক চিন্তার মধ্যেও কেউ পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার আগে পড়া ঝালিয়ে নিচ্ছিল। কেউ আবার একপাশে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তবে সকালটা চিন্তায় কাটলেও দুপুরে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রায় সকলে হাসিমুখেই বেরিয়েছে। তাদের মুখে একটাই কথা, 'প্রশ্নপত্র খুব সহজ হয়েছে।' সন্তানদের মুখে হাসি দেখে যেন স্বস্তি পেলেন অভিভাবকরাও।

এদিন থেকে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম পত্রের পরীক্ষা ছিল। সকাল থেকে যানজট এড়াতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশের উপস্থিতি চোখে পড়ে। এছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতেও কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না ঘটে, সেজন্য পুলিশের কড়া নজরদারি ছিল। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে বড় বোর্ডে সিট নম্বর লিখে রাখা হয়। স্কুলের শিক্ষকদের একাংশ পরীক্ষার্থীদের কিছুটা চাপমুক্ত করতে মেইন গেটে দাঁড়িয়েছিলেন।

নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে সিট পড়েছিল শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী পারমিতা রায়ের। পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো থাকার জন্য সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত ছিল এই পড়ুয়া। হাসিমুখে বলল, 'টেস্টে ভালো নম্বর পেয়েছিলাম। তাই ফাইনাল নিয়ে সেভাবে ভয় নেই।' প্রস্তুতি ভালো থাকায় পারমিতার মতোই টেনশন ফ্রি ছিল বিদ্যাসাগর হাইস্কুলের ছাত্রী অঞ্জনা বিশ্বাস। তবে এত 'কমন' রচনা পাবে, সেটা ভাবতে পারেনি।

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্র রোহিত বর্মন অবশ্য এতটা 'কুল' ছিল না। জীবনে প্রথমবার অন্য স্কুলে পরীক্ষা দিতে এসে সে বেশ চাপেই ছিল। পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরোনোর পর আবার তারই চোখমুখে স্বস্তির ছাপ। বলল, 'প্রশ্ন খুবই সহজ হয়েছে। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল। রিভিশন করারও সময় পেয়েছি।'

এদিন পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোর সামনে অভিভাবকদের ভিড় দেখা যায়। প্রশ্নপত্র কেমন হবে, এই ভয়ে ছিলেন অনেক অভিভাবকও। জগদীশ বিদ্যাপীঠে মেয়েকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসে রিয়া কর্মকার বলেন, 'মেয়ের পরীক্ষার টেনশনে আমিও কয়েকদিন ধরে ঘুমোতে পারছি না। মেয়ের কাছে পরীক্ষা ভালো হয়েছে শুনে শান্তি পেলাম।'

পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, সেটা ঘুরে দেখলেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার মাধ্যমিক পরীক্ষার কনভেনার সুপ্রকাশ রায়। তিনি বলেন, 'সুষ্ঠুভাবে প্রথম দিনের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কোনও ক্ষোভও দেখা যায়নি।'

চলতি বছর শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মোট দশটি সেন্টার এবং ৪১টি ভেনুতে পরীক্ষা হয়েছে। মোট রেজিস্টার্ড পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ হাজার ৪৯৯ থাকলেও এদিন তিনশোর মতো পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল বলে জানালেন সুপ্রকাশ।

এদিকে, দুই পরীক্ষার্থীর ত্রাতা হয়ে সাহায্য করল পুলিশ। ওই দুই পড়ুয়ার এদিন পরীক্ষার সিট

- মাধ্যমিকের প্রথম পত্রের প্রশ্ন সহজ এসেছে বলে পরীক্ষার্থীদের দাবি
- পুলিশের তরফে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে খোলা হয়েছিল সহায়তা শিবির
- শহরে যানজট এড়াতে পুলিশের কড়া নজরদারি

পড়েছিল শিলিগুড়ি শক্তিগড় উচ্চতর বালক বিদ্যালয় এবং শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ে। পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকে ব্যাগ থেকে বোর্ড, পেন বের করার সময় তারা দেখতে পায় অ্যাডমিট কার্ড নেই। ভয়ে ভয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বেরিয়ে বিষয়টি কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের জানালে তাঁরাই মুশকিল আসান করে দেন। এক ছাত্রীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান জলপাই মোড় ট্রাফিক গার্ডের এএসআই ধীরাজ ছেত্রী। পুলিশের এমন তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে। ধীরাজ বলেন, 'রাস্তায় যানজট কাটিয়ে দ্রুত ছাত্রীকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হুটার বাজাই। এটা আমাদের কর্তব্য। দুজন ছাত্রীই ১১টার আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে অ্যাডমিট কার্ড সহ পৌঁছায়।' পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করতে যে শহরজুড়ে পুলিশ তৎপর রয়েছে, সেকথা আরেকবার মনে করিয়ে দিলেন তিনি। পুলিশের তরফে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে খোলা হয়েছিল সহায়তা শিবিরও।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার পাশাপাশি দার্জিলিং জেলা (পাহাড়) ও কালিম্পং জেলাতেও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয়েছে।

ভালো মানুষ হওয়ার নিদান পুলিশকর্তার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন। শিলিগুড়ি শহরের ট্রাফিক পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মজলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। কথায় কথায় ট্রাফিকের সমস্যা ঠিক কোথায়, সেটা বোঝার চেষ্টা করলেন। অনুজ দাস নামের এক অভিভাবকের কথায়, 'একজন ট্রাফিক আধিকারিক সরাসরি আমাদের কাছে এসে ট্রাফিকের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করলেন। এধরনের উদ্যোগ যদি নিয়মিত নেওয়া যায়, তাহলে এর থেকে ভালো কিছু হতে পারে না।' ডিসিপি (ট্রাফিক)-এর অবশ্য বক্তব্য, 'অভিভাবকদের যাতায়াতে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, নতুন বিধিনিষেধে ওঁরা কতটা খুশি, সেসব কিছুই বুঝে নেওয়ার জন্য সকাল থেকে বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে ঘুরেছি।'

এদিন সামসুদ্দিন বেশ অনেকটা সময় কাটান পানিট্যাঙ্কি মোড় সংলগ্ন পাশাপাশি দুই স্কুল, রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠ ও নীলনলিনী বিদ্যামন্দির হাইস্কুলে। অভিভাবক বিপ্লব বিশ্বাস, অশোক দাসদের প্রশ্ন করেন, 'পড়ুয়াদের আসতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না তো?' শুধু তাই নয়, অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আসলে বর্তমান সময় শুধু পরীক্ষা ভালো দিলেই হবে না। একজন ভালো মানুষ হতে হবে।' আলাপচারিতার মাঝেই বারবারে নতুন বিধিনিষেধের প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা করেন ডিসিপি। তাঁর করা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নতুন উদ্যোগ অনেকটাই ভালো। আমরা আশা রাখছি, এই বিধিনিষেধ কাজে দেবে।' তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরও কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সে প্রসঙ্গে অবশ্য সকালে পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে দিয়ে স্কুলবাস চলাচলের ওপর বিধিনিষেধের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। ডিসিপি (ট্রাফিক) এ ব্যাপারে বলেন, 'বিষয়টা খতিয়ে দেখে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' অন্যদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন। বড় হয়ে কার কী হওয়ার ইচ্ছে, সেটা শোনার মধ্যে দিয়ে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, এদিন খালপাড়ার একটি স্কুলেও ছোটদের নিয়ে ট্রাফিক সচেতনতা সম্পর্কিত বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেন সামসুদ্দিন।

অন্যদিকে, এদিন ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং-ও আলাদা করে শহরের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে দেখেন। তাঁর বক্তব্য, 'অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা ঘটেনি। ট্রাফিক ও পুলিশ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ছয়শোজন নজরদারিতে রয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়া-আসার ব্যাপারে কোনও সমস্যা যাতে না হয়, তার জন্যই যাবতীয় উদ্যোগ।'

সারের টানে মহাবীরস্থানে

বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি এলেই মহাবীরস্থানে পান খেতে আসেন আশি ছুঁইছুঁই ধ্রুব ভট্টাচার্য। এটা তাঁর পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস। এই শহরেরও অনেকেরই আবেগ জড়িয়ে রয়েছে এই পানের দোকানের সঙ্গে। তাই এই দোকানের মালিক থেকে কর্মচারীরাও মনে করেন বাঙালির পান খাওয়ার অভ্যাস একটি সংস্কৃতি, একরাশ নস্টালজিয়া।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : সোমবার সন্ধ্যায় এক খিলি পানের জন্য মহাবীরস্থানে এসেছিলেন বাগডোগরার ধ্রুব ভট্টাচার্য (৭৮)। বললেন, 'শিলিগুড়িতে এলেই আমি এই দোকানে পান খেতে চলে আসি। পঞ্চাশ বছরের উপরে এই দোকানের ক্রেতা আমি।' পঞ্চাশ বছর? বললেন, 'এখনও এই দোকানের পান খাওয়ার অভ্যাস বদলায়নি।' আসলে বাঙালির পান খাওয়ার অভ্যাস একটি সংস্কৃতি, একরাশ নস্টালজিয়া। পানের দোকানের সেই বিশেষ সুবাস, যেখানে মিশে থাকে ভেজা সুপুরি আর কড়া জর্দার ঘ্রাণ, তা আজও অনেককে টেনে নিয়ে যায় অতীতে। বাঙালির পান সাজা দেখার মধ্যেও একটা আলাদা আনন্দ আছে। পানের বোঁটাটা নিখুঁতভাবে ছিঁড়ে, তাতে চুনের প্রলেপ দিয়ে একে একে এলাচ, মৌরি, নারকেল আর চাটনি দিয়ে যখন খিলিটি তৈরি করা হয়, তা যেন কোনও নিপুণ শিল্পীর কারুকার্য। উপরে গেঁথে দেওয়া একটি লবঙ্গ সেই পানের আভিজাত্য আরও বাড়িয়ে দেয়। সেই পান মুখে দেওয়ার পর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা লাল আভা যেন এক তৃপ্তির স্বাক্ষর। আর দোকানের পানের খিলিতে থাকে ক্রেতাদের হরেক পছন্দের কারুকাজ।

শিলিগুড়ি শহরে এমন এক পানের দোকান রয়েছে যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পানপ্রেমীদের অনেক গল্প। আশি বছর ধরে চলছে মহাবীরস্থানের 'বঙ্গলক্ষ্মী পানঘর'। এটি শহরের পানপ্রেমীদের কাছে একটি পরিচিত নাম। এই দোকানের পান না খেলে দিন পূর্ণতা পায় না অনেক ক্রেতার। তাই শিলিগুড়ি শুধু নয় বাগডোগরা থেকেও ছুটে আসেন ক্রেতারা।

মহাবীরস্থানের প্রয়াত ষষ্ঠীচরণ মণ্ডলের পান ঘর এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

শিলিগুড়ি শহর তখন জঙ্গল আর জলায় ভর্তি। সেই সময় মানুষকে ভালো পান খাওয়ানোর জন্য মহাবীরস্থানে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পাশে দোকান দেন দেশবন্ধুপাড়ার ষষ্ঠীচরণ মণ্ডল। প্রথমে ফল দিয়ে দোকান শুরু করেছিলেন তিনি। পরে পানের ব্যবসায় নামেন। শুরুর সময় এক পয়সা দিয়ে এক খিলি পান বিক্রি করে ক্রেতাদের মন জয় করেন ষষ্ঠীচরণ। তাঁর হাতের পান খাওয়ার জন্য দোকানের সামনে ক্রেতাদের ভিড় লেগে থাকত। পান খেতে এসে দোকানের সামনে ক্রেতাদের গল্প জমে উঠত। এখনও সেই আড্ডার গল্প মনে আছে অনেক ক্রেতার।

ষষ্ঠীচরণ দোকান শুরু করলেও তাঁর মৃত্যুর পর দুই ছেলে আশিসকুমার মণ্ডল ও প্রীতিশকুমার মণ্ডল এই দোকানের দায়িত্ব নেন। আশিসের মৃত্যুর পর এখন দোকানের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রীতিশ। তিনি বলেন, 'আমি প্রায় ষাট বছর ধরে এই দোকানের সঙ্গে যুক্ত। বাবার কাছে থেকে দোকান কীভাবে করতে হয় তা শিখেছি। অনেক পুরোনো ক্রেতা এখনও প্রতিদিন এখানে এসে পান খান।' বাংলা পাতা নিয়ে পানের দোকান শুরু করলেও এখন মিঠা পাতা ও বাংলা পাতা দুটোই রয়েছে। ১০ টাকা থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত পান পাওয়া যায় এখানে।

এই গুটখার যুগে দোকান কেমন চলছে জানতে চাইলে কিছুটা আক্ষেপের সঙ্গে প্রীতিশ বলেন, 'দিনে তিন থেকে চার হাজার পান বিক্রি হত একসময়। উড়ালপুল হওয়ার পর ব্যবসা অনেকটা কমে গিয়েছে। বর্তমানে শহরে অনেক পানের দোকানও হয়েছে, তাই এখন আর আগের মতো বিক্রি নেই।' বর্তমানে দিনে পাঁচশো থেকে ছয়শো পান বিক্রি হয়। দোকানে চারজন কর্মচারীও রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে সখ্য তৈরি হয়েছে ক্রেতাদের। এই দোকানের সঙ্গে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে যুক্ত রয়েছেন বৃন্দাবন মাঝি। কোন ক্রেতার কী পান পছন্দ তা জানা হয়ে গিয়েছে তাঁর। হাসিমুখে সারদিন ধরে বানিয়ে দেন ক্রেতাদের পছন্দের পান।

শহরে এখন অনেক পানের দোকান হলেও তাকে প্রতিযোগিতা বলে মনে করেন না এই দোকানের কর্ণধার। কারণ তাঁর পানের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে বহু ক্রেতার ইমোশন। সেই টানেই তাঁরা এখানে ছুটে আসেন, যা অন্য দোকানে নেই।

আট দশক থেকে শিলিগুড়ির পানপ্রেমীদের অন্যতম ডেস্টিনেশন হল মহাবীরস্থান

এখানে ষষ্ঠীচরণ মণ্ডলের দোকানের এক খিলি পান না খেলে দিন পূর্ণতা পায় না অনেকের

শুধু শিলিগুড়ি নয়, আশপাশের এলাকা থেকেও অনেকে ছুটে আসেন এক খিলি পান খেতে

লোন অ্যাপের জালে তরুণ

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : লোনের অ্যাপ ডাউনলোড করে বিপাকে তরুণ। অভিযোগ, অ্যাপ ডাউনলোড করার পর যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পরেই লোনের জন্য টাকার দাবি না করা সত্ত্বেও প্রায় আটত্রিশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর অ্যাকাউন্টে। এরপরই একটি নম্বর থেকে তাঁকে ফোন করে প্রায় দ্বিগুণ টাকা সুদ হিসেবে চাওয়া হয়। তরুণের অভিযোগ, 'আমি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিই আমি কোনও টাকা দাবি করিনি। এরপর ওই টাকা ফেরত পাঠিয়েও দিই। যদিও আমার কাছে সমানে সুদের টাকা চাওয়া হয়।' ওই তরুণের অভিযোগ, 'বিভিন্ন নম্বর থেকে ফোন করে আমাকে সুদের টাকা না দিলে হুমকি দেওয়া শুরু হয়েছে। আমার অশ্লীল ছবি তৈরি করে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে।' সোমবার এ ব্যাপারে সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন ওই তরুণ। অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

না চাইতে ব্যাংকে টাকা

অবস্থান বিক্ষোভ

ইসলামপুর, ২ ফেব্রুয়ারি : বকেয়া বেতনের দাবিতে সোমবার ইসলামপুর গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অস্থায়ী কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, অক্টোবর মাস থেকে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। তাই তাঁরা কলেজের গেটের সামনে এদিন প্রতীকী অবস্থান বিক্ষোভ করেন। গেটের সামনে পোস্টার লাগিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গৌতম নন্দী জানান। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

পুড়িয়ে প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামল সিপিএম। সোমবার দার্জিলিং জেলা সিপিএমের দুই নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে পাকুড়তলা মোড়ে বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার।

চার দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে প্রেম রায়, দীপঙ্কর রায় ও আনন্দ রায় তিনজনই শিলিগুড়ির বাসিন্দা। জয় মণ্ডল গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাতে গোপন সূত্র মারফত খবর আসে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস এলাকায় কয়েকজন জড়ো হয়েছেন। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ম্যাস্টিক রাস্তা কেটে শহরে এখন পিচের তাপ্পি

কলেজপাড়ায় রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। -সংবাদচিত্র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : ভূগর্ভস্থ কেবলের কাজের জন্যে শহরজুড়ে যথেচ্ছভাবে রাস্তা খোঁড়া হয়েছে। একাধিক ভালো ম্যাস্টিক রোড কেটে ফেলা হয়েছে। এবার সংস্কারের সময় কোনওরকমে পিচের প্রলেপ দিয়ে দায় সারায় কাজ করার পরের দিন থেকেই পিচের চাদর উঠতে শুরু করেছে। কলেজপাড়া, হাকিমপাড়ার একাধিক এলাকায় এভাবেই কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ। যেভাবে রাস্তাগুলি মেরামত হচ্ছে তাতে সামনের বর্ষায় এবার ভূগতে হবে শহরবাসীকে। রাস্তা মেরামতির জন্যে যদি আগাম টাকা বরাদ্দ হয়েই থাকে তবে কেন ভালোভাবে মেরামতির কাজ হচ্ছে না? এই প্রশ্ন উঠেছে। ম্যাস্টিক রাস্তা কাটা হলেও কেন ম্যাস্টিক করা হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু হয়েছে। যদিও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার দাবি করেছেন, 'কোন প্যাচওয়ার্ক হচ্ছে না। সব ম্যাস্টিক হবে।'

ভূগর্ভস্থ কেবলের কাজের সময় হাকিমপাড়া, সেবক রোড, বিধান রোড, বাগরাকোট, কলেজপাড়া, কোর্ট মোড়, কাছারি রোড সহ একাধিক এলাকায় যথেচ্ছভাবে রাস্তা খুঁড়ে কাজ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও কেবল বসানোর সময় জলের পাইপ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ফের নতুন করে খোঁড়া হয়েছে। এই সমস্ত কিছুর জন্যে ভালো ম্যাস্টিক রাস্তার এখন বেহাল দশা। এলাকাগুলিতে পথচলতিদের সঙ্গে টোটো ও রিকশা আরোহীদের যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয় যে সব ব্যবসায়ী রয়েছেন তাঁদের ব্যবসা লাটে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে কাজ হলেও কেন রাস্তা দ্রুত মেরামত করা হচ্ছে না তা নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠছিল। এরপরেই সমস্ত সংস্থাকে ডেকে পুরনিগমে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় ধীরে ধীরে রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হবে।

সেইমতো কলেজপাড়ায় এই মুহূর্তে রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। মেয়র গৌতম দেবের বাড়ির রাস্তায় আগেই মেরামতি হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে বাকি রাস্তাগুলিতে কাজ হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই রাস্তাগুলিতে কোনওরকমে পিচের প্রলেপ দিয়েই দায় সারা হচ্ছে। ম্যাস্টিক রাস্তা ভেঙে কাজ হলেও শুধু তাপ্পি দিয়েই দায় এড়িয়ে যাচ্ছে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা। কেন ম্যাস্টিক রোডেও তাপ্পি মারা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'এতদিন রাস্তার মেরামত করছিল না সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছিল। এখন মেরামত করছে তাও তাপ্পি মেরে। ম্যাস্টিক রাস্তা কাটা হচ্ছে সেগুলি তো ম্যাস্টিক করা প্রয়োজন। কেন হচ্ছে না জানা নেই।'

মায়ুর স্কুলে অ্যানুয়াল কনসার্টের আয়োজন

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : 'মায়ুর মিরাজ- রেডিয়েন্ট অফ ট্যালেন্ট' শিরোনামে নিজেদের অ্যানুয়াল কনসার্ট ২০২৫-'২৬-এর আয়োজন করেছিল মায়ুর স্কুল, শিলিগুড়ি। গত শনিবার, ৩১ জানুয়ারি স্কুল ক্যাম্পাসে এই সৃজনশীল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পড়ুয়াদের সার্বিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক মনকে আরও মজবুত করতেই এই আয়োজন। সম্মাননীয় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিমল ডালমিয়া, বিবিতা ডালমিয়া, আদিত্য ডালমিয়া এবং মায়ুর স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল কুলভিন্দার কৌর ডালমিয়া। বিখ্যাত তবলাবাদক নিখিল পাটালিকার তাঁর অনবদ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মঞ্চ আরও আলোকিত করে তোলেন। ক্ল্যাসিকাল ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে তাঁর উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠান শেষে স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল নিজের বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর কথা শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে চর্চা করতে পড়ুয়াদের আরও আগ্রহী করে তুলবে। সবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ সমস্ত কর্মীকে এই সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনে সফল হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানায়।

পৃথিবীর পাঠশালা

ফ্যান্টার জন্ম

আমরা যে অরেঞ্জ ফ্যান্টা খাই, তার জন্ম হয়েছিল নাৎসি জার্মানিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার সঙ্গে জার্মানির সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় কোকা-কোলা কোম্পানি জার্মানিতে তাদের সিরাপ পাঠানো বন্ধ করে দেয়। জার্মান কোকা-কোলা ফ্যাক্টরি বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তখন তারা স্থানীয়ভাবে পাওয়া ফলের খোসা, আপেলের ছিবড়ে এবং ছানার জল মিশিয়ে নতুন এক পানীয় বানায়। নাম দেয় 'ফ্যান্টা' (জার্মান শব্দ ফ্যান্টাসি থেকে)। যুদ্ধের পণ্য আজ আমাদের প্রিয় পানীয়।

পিঁপড়ের অ্যাম্বুল্যান্স

পিঁপড়েরা শুধু পরিশ্রমী নয়, তারা খুব ভালো ডাক্তারও। আফ্রিকার মেটাবেল পিঁপড়েরা উইপোকার সঙ্গে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে কোনও পিঁপড়ে আহত হলে বা পা ছিঁড়ে গেলে, অন্য পিঁপড়েরা তাকে ফেলে না দিয়ে কাঁধে করে বাসায় নিয়ে আসে। তারপর তারা আহত পিঁপড়ের ক্ষতস্থান চাটতে থাকে, যা অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে এবং সংক্রমণ কমায়। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, চিকিৎসা পাওয়া ৯০ শতাংশ পিঁপড়েই সুস্থ হয়ে আবার কাজে ফেরে।

মাছের বৃষ্টি

হন্ডুরাসের ইয়োরো শহরে বছরে অন্তত একবার আকাশ থেকে মাছ বৃষ্টি হয়! একে বলা হয় 'লুবিয়া দে পেসেস'। মে বা জুন মাসে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পর রাস্তায় হাজার হাজার জ্যান্ত মাছ লাফাতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, শক্তিশালী টর্নেডো বা জলস্তম্ভ সমুদ্র থেকে মাছ উড়িয়ে নিয়ে আসে এবং শহরে ফেলে। কিন্তু স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন, ১৮০০ সালে এক স্প্যানিশ যাজকের প্রার্থনার ফলেই ঈশ্বর গরিব মানুষদের খাওয়ানোর জন্য এই অলৌকিক ঘটনা ঘটান।

মানুষের চেয়ে বেশি লেক

কানাডাকে বলা হয় হ্রদের দেশ। কিন্তু সংখ্যাটা কত জানেন? সারা বিশ্বে যতগুলো প্রাকৃতিক হ্রদ বা লেক আছে, তার চেয়েও বেশি লেক আছে একা কানাডাতে! প্রায় ২০ লক্ষাধিক লেক রয়েছে সেখানে। বিশ্বের মিষ্টি জলের ২০ শতাংশই কানাডায়। আকাশ থেকে কানাডার দিকে তাকালে মনে হয়, দেশটির মাটির চেয়ে জলই যেন বেশি।

শুরু ইন্টারমিডিয়েট

কিশনগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ সহ বিহারে সোমবার থেকে শুরু হল উচ্চমাধ্যমিক বা ইন্টারমিডিয়েট। এদিন কিশনগঞ্জ শহরে ২০টি পরীক্ষাকেন্দ্রে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, ২ হাজার ৪৪৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৩৯৮ জন এদিন পরীক্ষায় বসেছে। পরীক্ষা শেষ হবে ১৩ ফেব্রুয়ারি। এদিন মহকুমা শাসক অনিকেত কুমার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার সহ প্রশাসনিক কর্তারা প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। অন্যদিকে, পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য ফ্লাইং স্কোয়াড বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে।

'উড়ছে ধুলো, খাচ্ছি হোঁচট'

প্রথম পাতার পর

বাসিন্দারা বলছেন, এই রাস্তাগুলি কোনওদিন পাকা করা হয়নি। খানাখন্দে ভরা রাস্তাগুলি দিয়ে দিনরাত পণ্যবাহী গাড়ি এলাকায় যাতায়াত করছে। অথচ রাস্তা তৈরির দাবি উঠতেই মেয়র যেভাবে বিজেপির ওপরে দায় চাপাচ্ছেন তাতে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। রায় কলোনির বাসিন্দা বছর ৬৫-র রেণুবালা রায়ের বাড়ির সামনে রাস্তার গর্তে এখনও নিকাশিনালার জল জমে রয়েছে। তিনি বললেন, 'জন্ম-কর্ম এখানেই। বাড়ির সামনে কোনওদিন পাকা রাস্তা দেখিনি। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় একটু বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়িয়ে যায়। বর্ষায় তো এই রাস্তা দিয়ে হাঁটাই যায় না। ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।'

কালীবাড়ি রোডের অবস্থাও বেহাল। স্থানীয় বাসিন্দা হরষিত সরকার রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'কে বলবে পুরনিগমে থাকি? এ তো গ্রামের চেয়েও বেহাল পরিস্থিতি। রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল কিছুই নেই।' এলাকার উন্নয়ন নিয়ে মেয়রের বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'এটা পুরনিগমের এলাকা। এখানকার উন্নয়ন করতে বাধ্য পুরনিগম। কিন্তু সেটা না করে উনি সাংসদ, বিধায়কের দিকে আঙুল তুলছেন। উন্নয়নের সদিচ্ছা না থাকলে পুরনিগম এই ১৪টি ওয়ার্ড থেকে রাজস্ব আদায় বন্ধ করুক।'

সেবক রোডে সংযোজিত এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এই ওয়ার্ডগুলি নামেই পুরনিগমের সঙ্গে জুড়েছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই বিমাতৃসুলভ আচরণই করা হয়। আপনি মেয়র, ডেপুটি মেয়রের ওয়ার্ড দেখুন আর আমাদের এই এলাকা ঘুরে দেখুন। তাহলেই তফাতটা বুঝতে পারবেন।' ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শোভা সুব্বার বক্তব্য, 'আমাদের ওয়ার্ডে প্রচুর কাঁচা রাস্তা রয়েছে। আমি কাউন্সিলার হওয়ার পরে ওয়ার্ডে প্রায় ১২ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। এখনও প্রচুর কাঁচা রাস্তা রয়েছে। সেগুলির কাজও ধাপে ধাপে হবে।'

কার্যকর হতে পারে অসম ও ডুয়ার্সের জঙ্গলের রেল রুটে

হাতি বাঁচাতে এআই প্রযুক্তি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২ ফেব্রুয়ারি : হাতি করিডর এলাকায় ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) প্রযুক্তির পর এবার হাতি বাঁচাতে এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) প্রযুক্তিনির্ভর থার্মাল ক্যামেরা ব্যবহার করার পরিকল্পনা রেলের। ইতিমধ্যে যা পরীক্ষামূলকভাবে চলছে লামডিং ডিভিশনে। তাতে সাফল্য মিললে কিছুদিনের মধ্যে যা কার্যকর করা হবে অসম ও ডুয়ার্সের জঙ্গল রুটে। রেল সূত্রে খবর, ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে এই ক্যামেরা থাকবে। রাতেও ক্যামেরা প্রায় তিনশো-পাঁচশো মিটার দূর পর্যন্ত জীবজন্তুর ছবি স্পষ্ট তুলে ধরবে। যে ছবি মনিটরে দেখে সজাগ হতে পারবেন চালক। ফলে ট্রেনে কাটা পড়ে হাতি ও অন্য বন্যপ্রাণের মৃত্যু বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন রেলকর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং বলেন, 'রেল বাজেটে উন্নয়নমূলক একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তারমধ্যে হাতি করিডর এলাকায় এআই থার্মাল ক্যামেরা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।'

■ ট্রেনের ধাক্কায় হাতিমৃত্যু এড়াতে জঙ্গল রুটে এআই প্রযুক্তির ক্যামেরা ব্যবহার করবে রেল

■ দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ ইরকনকে, মার্চ মাসের মধ্যে সেবক ও রংপো ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা

■ সমীক্ষা শেষে বিভিন্ন প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্যকে জানানো হয়েছে, বললেন রেলমন্ত্রী

রেল বাজেটে উন্নয়নমূলক একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তারমধ্যে হাতি করিডর এলাকায় এআই থার্মাল ক্যামেরা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

-দেবেন্দ্র সিং
ডিআরএম, আলিপুরদুয়ার

গতবছর ডিসেম্বর মাসে অসমের মজুনামুখ ও কামপুর এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় আটটি হাতির মৃত্যু ঘটে। এছাড়াও ধূপগুড়ি সংলগ্ন এলাকাতে হাতিমৃত্যুতে শোরগোল পড়ে যায়। ২০২৩-এর নভেম্বর মাসে রাজাভাতখাওয়া এসকে ১২৬ নম্বর লেভেল ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় তিনটি হাতির মৃত্যুর হয়েছিল। তারপরই হাতি করিডর এলাকায় আইডিএস প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়। রাজাভাতখাওয়া এলাকায় কুনকি হাতি দিয়ে আইডিএস প্রযুক্তির ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়। এআই প্রযুক্তির ক্যামেরা ব্যবহারে আরও সুবিধা মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রায়াল রান সম্পন্ন হলে জঙ্গল রুটের বিভিন্ন ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে ওই ক্যামেরা বসানো হবে।

সোমবার রেল বাজেট নিয়ে প্রত্যেকটি জোনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। যাতে অংশ নেন বিভিন্ন ডিভিশনের কর্তারাও। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল জানিয়েছে, এই জোনের জন্য আগামী অর্থবর্ষে বরাদ্দ হয়েছে ১১,৪৮৬ কোটি টাকা। সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার কথা বলেছেন রেলমন্ত্রী। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে না হলেও, আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইরকনকে। পাশাপাশি, কোকরাঝাড়-গেলেফু, বানারহাট-সামসে ইন্দো-ভুটান রুটের সার্ভের পর জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে ভার্চুয়াল বৈঠকে জানান রেলমন্ত্রী। অশ্বিনী বৈষ্ণোর বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রেলওয়ে নেটওয়ার্কে জোর ওেয়া হয়েছে। নজরে রাখা হয়েছে চিকেন নেকের নিরাপত্তার বিষয়টি।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, '২০১৪ থেকে এবারের বাজেটে আমাদের জোনের জন্য পাঁচগুণ বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রকল্পের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শুরু করা হবে।'

কোচবিহার থেকে সপ্তাহে একদিন উড়ান

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কোচবিহার-কলকাতা বিমান চালানো বন্ধ করে দিয়েছিল ইন্ডিয়া ওয়ান এয়ার সংস্থা। কোনওরকম নোটিশ ছাড়াই দিনের পর দিন বিমান বাতিল করেছিল তারা। গত ৩১ জানুয়ারি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছিল তাদের। সোমবার কোচবিহার বিমানবন্দরের ডিরেক্টর শুভাশিস পাল জানালেন, ওই সংস্থা নতুনভাবে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে আবার উড়ান চালু করবে। এবার অবশ্য প্রতিদিন নয়, সপ্তাহে একদিন (বৃহস্পতিবার) করে তারা বিমান চালাবে কোচবিহার-কলকাতা রুটে। তাদের এই ঘোষণায় খুব একটা ভরসা করতে পারছেন না কোচবিহারবাসী। কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অশোক ঘোষ বলেছেন, 'আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম যাতে বিমান পরিষেবা চালু থাকে। সপ্তাহে একদিন বিমান চালালে কোচবিহারবাসীর কোনও লাভ হবে না। আরও বেশি আসনবিশিষ্ট বিমান চালানোর দাবি রাখছি।'

এই সংস্থার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মে মাসের ১৮ তারিখ পর্যন্ত উড়ানের জন্য সময়সীমা বাড়িয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ২১ জানুয়ারি এয়ারপোর্ট অথরিটি থেকে ওই বিমান সংস্থার কাছে সেই চিঠি পাঠানো হয়। কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত ওই বিমান সংস্থার তরফ থেকে কোনও উত্তর আসেনি। নতুন করে চুক্তি না হলেও ওই চিঠিতে ১৮ মে পর্যন্ত চুক্তি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল। অবশেষে তাতে সাড়া দিয়ে ওই বিমান সংস্থা আপাতত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সপ্তাহে একদিন করে বিমান চালানোর জন্য রাজি হয়েছে। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত একদিন করে বিমান চালাবে তারা। গত ১০ জানুয়ারি ওড়িশার কাছে দুর্ঘটনায় তাদের একটি বিমান নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে খবর। তাই বিমান

সংকট নিয়মিত পরিষেবা না দেওয়ার একটা কারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শুভাশিস জানান, বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মার্চ মাসের মধ্যে আরও একটি বিমান পাওয়া গেলে তারা সপ্তাহে প্রতিদিন কোচবিহার-কলকাতা রুটে বিমান চালাতে পারবে।

কোচবিহার মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক সুরজকুমার ঘোষ বলেন, সম্পূর্ণ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সপ্তাহে একদিন বিমান পরিষেবা সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। কোচবিহারের সার্বিক উন্নয়নে বেশি আসনযুক্ত বিমান প্রতিদিন চালানো উচিত। বিমানের টিকিটের চাহিদা কোচবিহারে আছে তা প্রমাণিত।

কোচবিহারে ২০২৩-এর ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে উড়ান চালু হয় ৯ আসনের একটি বিমান দিয়ে। বিমানটি ভুবনেশ্বর-জামশেদপুর-কলকাতা হয়ে কোচবিহারে আসত। ওই বিমান সংস্থার সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি হয়েছিল এয়ারপোর্ট অথরিটির। মে মাসের ১৮ তারিখ পর্যন্ত আপাতত তাদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তবে উড়ান প্রকল্পের সমস্ত সুবিধা নিয়ে ওই বিমান সংস্থা কেন গত দু'মাস ধরে কোচবিহারে নিয়মিত বিমান চালায়নি তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য বারবার ওই বিমান সংস্থার নম্বরে ফোন করা হলে কেউ ফোন না ধরায় তাদের বক্তব্য জানা যায়নি।

যদিও ইন্ডিয়া ওয়ান এয়ারের এই ঘোষণায় কোচবিহারে বিমান নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখা গেলেও এই খবরে খুশি নন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কেউই। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহার শাখার সম্পাদক অরিন্দম বুট বলেন, 'বিমান পরিষেবা বন্ধ হওয়াতে ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল। আবার চালু হচ্ছে, খুবই ভালো কথা। তবে সপ্তাহে একদিন নয়, প্রতিদিন চালানোর দাবি রাখছি। এই পরিষেবা কোচবিহারের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।'

ধৃতকে নিয়ে জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। সোমবার মালদায়।

জাল নোট তৈরিতে উন্নত প্রযুক্তি

দেখতে 'নিখুঁত' ৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার

অরিন্দম বাগ ও সেনাউল হক

মালদা ও কালিয়াচক, ২ ফেব্রুয়ারি : একেই হয়তো বলে নিখুঁত কাজ। কোনটা আসল আর কোনটা নকল ফারাক করা যাবে না। এই জাল নোট নিয়ে বছরখানেক আগে ফরজি বলে একটি ওয়েবসিরিজ ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিল। তাতে অভিনয় করেছিলেন শাহিদ কাপুর। শাহিদের সেই চরিত্রের মুখে একটা ডায়লগ বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'ভালো জাল নোট বানাতে প্রতারক নয়, চাই আর্টিস্ট।' আর তা থেকেই বোধ হয় অনুপ্রাণিত হয়েছে কাঁটাতারের ওপারের দুষ্কৃতীরা। জাল নোটের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সম্প্রতি কয়েকটি সাফল্য পেয়েছে মালদা জেলা পুলিশ। আর পুলিশই বলছে, যে জাল নোটগুলি ধরা পড়ছে, প্রত্যেকটি প্রায় নিখুঁত। প্রায় আসলের মতো। খালি ধরা পড়ে যাচ্ছে সবকয়টি জাল নোটের একই নম্বর বলে।

মালদায় ঢুকছে একের পর এক উন্নতমানের জাল নোটের কনসাইনমেন্ট। রবিবার ভোররাতে এক জাল নোট পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম মোশারফ হোসেন। ওই তরুণের বাড়ি বৈষ্ণবনগরের পারদেওনাপুর এলাকায়। ৯আরকে সিরিজের ওই জাল নোট এতটাই নিখুঁত তৈরি করা হয়েছে সহজে কেউ ধরতে পারেব না।

সোমবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চরি অনন্তপুর এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। একটি মোটরবাইক আটক করে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সন্তোষজনক উত্তর না মেলায় তল্লাশি চালানো হয়। তখনই উদ্ধার হয় ৫ লক্ষ টাকার জালনোট। সমস্ত নোটগুলি ৫০০ টাকার। ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদনে এদিন মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় ভারতীয় জাল নোট ছেপে ওপার থেকে পাচার করা হচ্ছে ভারতে বলে অভিযোগ। বাংলাদেশ থেকে কাঁটাতারের ওপর দিয়ে জালনোটের বান্ডিলগুলি ছুড়ে ভারতবর্ষে ফেলা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত তরুণ জাল নোট বৈষ্ণবনগর থেকে মহদিপুরে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়ই পুলিশ তাকে হাতেনাতে ধরে। ওই জাল নোট কারবারের সঙ্গে আরও দুজন যুক্ত রয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, নতুন ওই ৯আরকে সিরিজের জাল নোটগুলি অত্যন্ত নিখুঁত। খালি চোখে সাধারণ মানুষ তা কখনই বুঝতে পারবে না। কীভাবে এই জাল নোট তৈরি হচ্ছে, আসল নোটের সঙ্গে জাল নোটগুলির কি পার্থক্য রয়েছে তা জানতে নোটগুলি ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

দিনভর রণংদেহি মেজাজে মমতা

প্রথম পাতার পর

ওই অতিথিশালায় রয়েছেন বাংলার অনেক বাসিন্দা। যাঁদের পরিবারের কাউকে ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে। কারও স্বজনের মৃত্যুতে এসআইআর জড়িয়ে আছে।

সেখানে পুলিশি তৎপরতার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ 'ঘরের পোশাকেই' পৌঁছে যান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এলাকায় প্রচুর পুলিশ ও ব্যারিকেড দেখে মেজাজ হারান মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকে কখনও হাতজোড় করে, কখনও কড়া ভাষায় কার্যত চ্যালেঞ্জ করেন তিনি। তাতে দিল্লি পুলিশকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখা যায়। কোথাও দিল্লি পুলিশ রণে ভঙ্গও দেয়। দিল্লি পুলিশ সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে। যে মন্ত্রকের ভার অমিত শা'র।

সম্ভবত সে কারণেই মমতাকে বলতে শোনা যায়, 'দিল্লিতে জমিদারি চলছে। গরিব লোকের জায়গা নেই। সুরক্ষা দিতে আসেনি পুলিশ, বাঙালি পরিবারকে ভয় দেখাতে এসেছে। অমিত শা বাংলায় গেলে লাল কার্পেট, আর আমরা দিল্লি এলেই ব্ল্যাক কার্পেট! আমাদের চ্যালেঞ্জ করবেন না।'

ফলে শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, কেন্দ্রের সঙ্গে মমতার সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। বঙ্গ ভবনে আশ্রয় নেওয়া বাংলার বাসিন্দাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এটা আমাদের জায়গা। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। দিল্লি পুলিশ এখানে ঢুকতেই পারবে না।'

বিকালে সংঘাতের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় নির্বাচন সদনে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সহ কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করতে কালো চাদরে নিজেকে ঢেকে পৌঁছে যান মমতা। সঙ্গী অভিষেক, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরাও নিজেদের কালো কাপড়ে ঢেকে রেখেছিলেন। প্রতীকী প্রতিবাদ জানাতেই এই কালো চাদর।

ঘণ্টাখানেক পরেই অবশ্য বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, 'আমাদের অপমান ও অসম্মান করা হয়েছে। আমি দীর্ঘদিন দিল্লির রাজনীতি করেছি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলাম, কিন্তু এত অহংকারী নির্বাচন কমিশনার কোনওদিন দেখিনি। কমিশন বিজেপির দালাল হিসেবে কাজ করছে।' তিনি জানান, ভোটার তালিকায় 'মৃত' বলে চিহ্নিত জীবিত ভোটারদের কথা কমিশন শুনতেই চায়নি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন ডিইও বা ইআরও-দের ভূমিকা উপেক্ষা করে মাইক্রোঅবজার্ভারদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং কেন ত্রিপুরা থেকে অবজার্ভার আনা হচ্ছে?

কমিশনের উদ্দেশে তাঁর কথায়, 'বিজেপি কাল ক্ষমতায় না থাকলে কুর্সি বাঁচাতে পারবেন না।' মুখ্যমন্ত্রীর এই আক্রমণের পর পালটা বিবৃতি দিলেও মমতার তোলা 'অপমান' বা 'দুর্ব্যবহারের' অভিযোগ নিয়ে নীরব ছিল কমিশন। তবে কমিশনের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী দুর্ব্যবহার করেছেন। বৈঠক শেষ না করেই বেরিয়ে গিয়েছেন। টেবিলে হাত দিয়ে আঘাত করেছেন। অন্যদিকে, কমিশনাররা অত্যন্ত সৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন বলে দাবি করা হয়।

অরিজিতের 'অতিথি'

প্রথম পাতার পর

নাকি পূর্ব পরিকল্পিত? এসব প্রশ্নের সদুত্তর তো নেই কোনও সূত্রেই।

আমির বা অরিজিৎ দুজনই স্পিকটি নট। সংবাদমাধ্যমের ধরাছোঁয়ার বাইরে দুজনে। তবে ভক্তদের মধ্যে নানারকম তত্ত্ব ঘুরপাক খাচ্ছে। অরিজিতের প্লে-ব্যাক থেকে অবসর ঘোষণার দিন সাতেকের মধ্যে আমিরের জিয়াগঞ্জে আসা নিয়ে জল্পনা ঘুরপাক খাওয়া তো স্বাভাবিকই। কেউ বলছেন প্লে-ব্যাক দুনিয়া থেকে অরিজিতের আড়ালে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বদলাতেই নাকি হাজির আমির।

আবার কারও দাবি, আমিরের প্রোডাকশন হাউসের কোনও প্রোজেক্টে গান গাওয়ার কথা ছিল অরিজিতের। তাঁর হঠাৎ প্লে-ব্যাক থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েই হয়তো সোজা চলে এসেছেন আমির। আবার এমনও হতে পারে, আমির ও অরিজিৎ মিলে অন্য ধরনের কোনও প্রোজেক্ট নিয়ে ময়দানে নামতে চলেছেন। অরিজিৎ রাজনীতিতে নামতে পারেন বলেও চর্চা কম নয়।

আমির ও অরিজিৎ কেবল পেশাদার জগৎ নয়, ব্যক্তিগত স্তরে একে-অপরের ঘনিষ্ঠ। অরিজিতের কণ্ঠের গুণমুগ্ধ আমির খান। পাশাপাশি অরিজিতের সামাজিক কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকার মানসিকতার মতো গুণগুলো আমিরকে তাঁর অনেকখানি কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বন্ধু অরিজিতের পছন্দ মাথায় রেখে সযত্নে সুদৃশ্য লাল কাপড়ে মোড়া একগুচ্ছ পান উপহার দেন আমির।

জিয়াগঞ্জে অরিজিতের স্টুডিওতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান। আমিরের উপস্থিতি আড়াল করতে চেষ্টার কসুর ছিল না অরিজিতের। মঙ্গলবার তাঁর স্টুডিওয় যাওয়ার পথেই নাকি ছবি শিকারিদের হাতে ধরা পড়েন অভিনেতা। ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, চামড়ার জ্যাকেট গায়ে গাড়িতে উঠছেন তিনি। চুল উলটে আঁচড়ে হেয়ারব্যান্ডে বন্দি। তাঁকে ঘিরে নিরাপত্তারক্ষী। দ্রুত পায়ে গাড়িতে উঠতে দেখা যায় তাঁকে। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে হাত নাড়েন তিনি।

এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও গতি নেই দুই তারকার অনুরাগী ও আমজনতার।

এসজেডিএ

প্রথম পাতার পর

'দাবি পূরণে এসজেডিএ যত দেরি করবে আমরা কাওয়াখালির মাঠে প্রতিদিন ঘর তৈরি করব। গোটা মাঠ ঘরে ছেয়ে দেব। তাতে যা হওয়ার হবে। পুলিশ বাধা দিতে এলে রাস্তা অবরোধ করে দেব।' মিঠুনের সংযোজন, 'এসজেডিএ'র থেকে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলুক। কবে দাবি পূরণ করবে তা নির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়ে লিখিত চুক্তি করতে হবে। কাওয়াখালির মাঠে এসজেডিএ'র ক্যাম্প করে সমস্যা সমাধান করতে হবে। ওই জমিতে যদি কেউ প্রোমোটিং করতে আসে তা হতে দেব না।'

কাওয়াখালিতে ২৫৩ জন জমিদাতাকে ফ্ল্যাট দেওয়ার দাবি ও অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরতের দাবিতে এর আগে একাধিকবার ভূমিরক্ষা কমিটির তরফে এসজেডিএ'র সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল। জমিদাতাদের সর্বতোভাবে মদত দিচ্ছে সিপিএম। এদিন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম ঘোষ বলেন, 'এসজেডিএ দীর্ঘ বছর ধরে টালবাহানা করছে। চুক্তি অনুযায়ী যে ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ দেওয়ার কথা তা ঠিকমতো দেওয়া হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে এই দাবি পূরণ করা হোক, সেই হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলাম। না হলে আন্দোলন আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করবে।'

জেআইএস সম্মান

নিউজ ব্যুরো

২ ফেব্রুয়ারি : শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করল জেআইএস গ্রুপ। রবিবার কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে 'জেআইএস সম্মান ২০২৬' আয়োজিত হয়। 'অপারেশন সিঁদুর' সহ আকাশতীর, আকাশ মিসাইল ও ব্রহ্মসের মতো দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলির সফলভাবে বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় চলতি বছর 'জেআইএস মহাসম্মান'-এ ভূষিত করা হয় ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ডিআরডিও) ডিরেক্টর জেনারেল বিনয়কুমার দাসকে।

এছাড়াও সম্মানিত করা হয়েছে হরিয়ানার প্রাক্তন সাংসদ তথা জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তার্লোচিন সিং, ধ্রুপদি সংগীতশিল্পী হৈমন্তী শুক্লা, ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়কে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তারানজিৎ সিং, যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর হারানজিৎ সিং, সিইও মনপ্রীত কাউর প্রমুখ।

তারানজিৎ বলেন, 'জেআইএস সম্মান কেবলমাত্র একটি অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোই আমাদের উদ্দেশ্য।'

যে গ্রামে প্রেম নিষিদ্ধ, না মানলে কড়া শাস্তি

প্রথম পাতার পর

গত বছরের জুনে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল পেঞ্চেয়া গ্রামের একজোড়া তরুণ-তরুণী। গোড়ায় হইচই হলেও পরে দুজনের পরিবারই তাদের বিয়েটা মেনে নেয়। তা সত্ত্বেও পঞ্চায়েতে ডেকে সবার সামনে তাদের যাচ্ছেতাই গালাগালি করা হয়। যাতে ছেলেমেয়েরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে না করে, সেজন্য তাদের সামলে রাখতে এই নিদান বলে পরে যুক্তি দিয়েছেন গাঁয়ের মাতব্বররা।

এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশের বস্তি, এটা জেলায় চলছে জোরদার লাভ জেহাদ বিরোধী অভিযান। গোদি মিডিয়ায় রোজ নানারকম রোমহর্ষক কাহিনী শোনা যাচ্ছে। যোগী আদিত্যনাথ সভায় সভায় বলে চলেছেন, হিন্দু মেয়েদের ফুসলিয়ে ধর্ম বদলে মুসলিমদের বিয়ে করাটা তিনি মোটেই সহ্য করবেন না। এসব করে দেশের জনবিন্যাস পালটে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশে ২৮ বছরের কাদরিয়া ৩৫ বছরের আশিককে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার হুকুম হয়। শেষপর্যন্ত ২০২৫ সালের জুলাইয়ে তাঁদের পাঁচ বছরের জেল হয়। এমন কত আতিক-বিলকিস, আজিজ-সুকরিয়া, রেহমান-ফৌজিয়ার কিসসা যে রুক্ষ কাবুলি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে!

সদ্য আফগানিস্তানের তালিবান নতুন আইন তৈরি করেছে। তাতে নাগরিকদের চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। একেবারে নীচুতলায় রাখা হয়েছে মহিলাদের। তাদের উপর নির্যাতন করা হলেও সাজা হবে না। হলেও নামমাত্র। প্রেম সেখানে বারণ। যুগলকে প্রকাশ্যে দেখা গেলে চাবুকের ঘা থেকে শুরু করে সোজা কোতল। প্রেমের কবিতা লেখা নিষেধ।

এমাসে আবার ভোট পড়শি বাংলাদেশে। সেখানকার বড় দল জামায়াতে ইসলামির আমির সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দলের আমির পদে কোনও মহিলা কখনও দায়িত্ব পাবেন না। কেননা, তাঁরা ওই পদের যোগ্য নন। আল্লাহ তাঁদের অন্যভাবে গড়েছেন। জামায়াতের প্রার্থীতালিকায় একজনও মহিলা নেই। ধর্ম আলাদা। ভাষা আলাদা। দেশ আলাদা। সমাজ আলাদা। তবু চরিত্রে কী আশ্চর্য মিল এঁদের। মেয়েদের অসম্মানে কুলপতিরা হরিহরাত্মা। বছর নয়েক আগে কেরলে ভিন্নধর্মে বিয়ে নিয়ে ঝামেলা আদালতে গড়িয়েছিল। কেরল হাইকোর্ট সেই বিয়ে নাকচ করে দেয়। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়কে খারিজ করে জানিয়ে দেয়, সব ভিনধর্মের বিয়ে লাভ জেহাদ বলে দাগিয়ে দেওয়া চলবে না।

হাদিয়া নামের ২৪ বছরের এক হিন্দু মেয়ে শাফিন জাহান নামে এক মুসলিম যুবককে বিয়ে করে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, নিজের পছন্দমতো সঙ্গী বেছে নেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে পরিণতবয়স্ক হাদিয়ার। এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করিয়ে লাভ জেহাদের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং ইচ্ছের বিরুদ্ধে মহিলাদের ঘর ওয়াপসির বহু দৃষ্টান্ত মিলেছে অন্যত্র। সর্বোচ্চ আদালতের স্পষ্ট রায়, এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা মানতে হবে। মেয়েদের সম্মতি একমাত্র বিবেচ্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

শেষ করা যাক তালিবান মুলুকের ফার্সি কবি জালালুদ্দিন রুমির দুটো লাইন দিয়ে- 'সবকিছুর পরও যে থেকে যায় বাকি, তাকে ভালোবাসো/ হে দৃষ্টিমান, পান করো তার প্রেমের পেয়ালা থেকে।' রুমির কবিতা পড়তে ভারী বয়েই গিয়েছে তালিবানি মোল্লাদের।

স্বপ্ন নাকি সত্যি

প্রথম পাতার পর

ট্রেনগুলো যাত্রার প্রথম দুই ঘণ্টা কোনও স্টেশনে থামে না। যেহেতু এনজেপি থেকে বারাণসী পৌঁছাতে ৩ ঘণ্টারও কম সময় লাগবে, তাই এই দুই স্টেশনের মাঝে ট্রেনটি কোথাও না দাঁড়ানোর সম্ভাবনাই বেশি। রেলকর্তাদের মতে, এই রুটে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৩৫টি ট্রিপ চালানো সম্ভব হবে। রেলমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর এখন সাধারণ মানুষের নজর রয়েছে এই প্রকল্পের কাজ শুরুর দিকে।

টানা আলোচনা, অনড় পাকিস্তান

লাহোর ও কলম্বো, ২ ফেব্রুয়ারি : সময় কাটছে। বিতর্ক বেড়েই চলেছে। আপাতত সমাধানের কোনও ইঙ্গিত নেই।

টি২০ বিশ্বকাপ খেলব, কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলব না। গতরাতেই পাকিস্তান সরকারের তরফে এমন ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। পাক সরকারের ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরই শুরু হয় হইচই। রাতের দিকে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে এই ব্যাপারে বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে। সেই বিবৃতির মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারিও। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে তাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে আইসিসি। যদিও রাত পর্যন্ত পিসিবির তরফে আইসিসির কাছে কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি। এমন জটিল অবস্থার মধ্যে আজ লাহোর থেকে কলম্বোয় পৌঁছে গিয়েছেন সলমন আলি আঘা, শাহিন শা আফ্রিদিরা। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে চলেছে পাকিস্তান।

কুড়ির বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে বিশ্বকাপ খেলব, ভারতের বিরুদ্ধে খেলব না'র অবস্থানে রাত পর্যন্ত অনড় পাকিস্তান। ভারতের প্রতিবেশিকে বোঝানোর পাশে নিজেদের অবস্থান নিয়ে আজ সারাদিনে বেশ কয়েক দফায় বৈঠক করেছে আইসিসি। কীভাবে পাকিস্তানকে 'শিক্ষা' দেওয়া যায়, সেটা নিয়ে যেমন আলোচনা হয়েছে। ঠিক তেমনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কতটা কঠোর মনোভাব দেখানো যায়, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আইসিসি শীর্ষকর্তারা। কালও দুবাইয়ে আইসিসির বৈঠক রয়েছে বলে খবর।

কোনও নির্দিষ্ট কারণ না দেখিয়েই পাকিস্তান তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। যদিও পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তের পর প্রশ্ন উঠেছে, যদি বিশ্বকাপ সেমিফাইনা অথবা ফাইনালে ইন্দো-পাক মহারণ হয়, তাহলে কি হবে? পাকিস্তান কি একই সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে? উত্তর জানে না দুনিয়া। যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে নাম প্রকাশ করা যাবে না শর্তে জানিয়েছেন, নকআউট পর্বে ভারতের বিরুদ্ধে বাবররা খেলবেন কিনা, সেই সিদ্ধান্তও দেশের সরকারই নেবে। বাস্তবে এমনটা হলে কুড়ির বিশ্বকাপে আর যাই হোক না কেন, ইন্দো-পাক মহারণ কোনওভাবেই হচ্ছে না। এদিকে, বাংলাদেশের সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অথচ, সেই বাংলাদেশ পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত নিয়ে রাত পর্যন্ত নীরব।

এর মধ্যে আজ চমকপ্রদভাবে নয়া একটি তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে না খেললেও মহিলাদের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের 'এ' দল ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে খেলবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আজ সহ সভাপতি রাজিব শুক্লাও স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন। বলেছেন, 'আইসিসি ইতিমধ্যেই তাদের বিবৃতি দিয়েছে। ক্রিকেটীয় স্পিরিটের কথা বলেছে তারা। আমরাও আইসিসির সঙ্গে একমত। আইসিসি কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পরই এব্যাপারে আরও মন্তব্য করতে পারব আমরা।' এদিকে, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে পাকিস্তান ক্রিকেট ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে। বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যার মধ্যে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফেও পাকিস্তানের কাছে বিশাল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করা হতে পারে বলে খবর।

এখানেই শেষ নয়। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি প্রবলভাবে ক্ষিপ্ত পাকিস্তানের উপর। একটি বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে খেলব না, এমন মনোভাব বহুজাতিক প্রতিযোগিতায় নেওয়া যায় না, আইসিসির তরফে আজ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে পাকিস্তানকে আর্থিক জরিমানার পাশে নির্বাসনের কবলে পড়তে হতে পারে, এমন ইঙ্গিতও মিলেছে। পাকিস্তান সুপার লিগে বিদেশি ক্রিকেটারদের অংশ নেওয়া, পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সিরিজের উপরও আইসিসি কোপ বসাতে পারে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ইন্দো-পাক মহারণের সমীকরণ কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু দুই প্রতিবেশির ক্রিকেটীয় সম্পর্কের অন্দরে যেভাবে রাজনীতির চোখরাঙানি ঢুকে পড়েছে, তারপর পরিস্থিতির বদল হওয়ার সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

কলম্বোয় পা শাহিন-আয়ুবদের

অনড় থাকলে কী হতে পারে পাক ক্রিকেটের

- প্রবলভাবে ধাক্কা খেতে পারে পাকিস্তানের ক্রিকেট। অনুমান, অন্তত ২০ বছর পিছিয়ে যেতে পারে পাক ক্রিকেট।
- বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে চলেছে পাকিস্তান। মনে করা হচ্ছে, অন্তত ৪৫০০ কোটি টাকার ধাক্কা আসতে চলেছে পাকিস্তান ক্রিকেটে।
- পাকিস্তান সুপার লিগে বিদেশের ক্রিকেটারদের অংশ নেওয়ার উপর আসতে পারে আইসিসির নিষেধাজ্ঞা।
- দেশ ও বিদেশের মাটিতে পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অংশ নেওয়ার ব্যাপারেও আসতে পারে আইসিসির নিষেধাজ্ঞা।

আইসিসি-র কাছে কড়া পদক্ষেপের দাবি সানির

জয় শা-র আইসিসি-কে চাপে ফেলতে ভারত ম্যাচ বয়কটের রাস্তাতে হেঁটেছে পাকিস্তান। বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচ খেলবে। যা নিয়ে তোলপাড় ক্রিকেট বিশ্ব।

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : আশঙ্কা ছিল। শেষপর্যন্ত সেটাই হল।

ভারত, জয় শা'র আইসিসি-কে চাপে ফেলতে 'বয়কট'-এর রাস্তাতেই হাঁটল পাকিস্তান। টি২০ বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচ খেলবে। তবে ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের ম্যাচে নয়। গতকালের পাক সরকারের ঘোষিত যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় ক্রিকেট বিশ্ব। সমালোচনার পাশাপাশি কটাক্ষের ঝড়।

কারও কটাক্ষ, ভারতের হাতে আরও একটা ম্যাচ হারের ভয়ে বয়কটকে 'ঢাল' করছে পাকিস্তান। কারও দাবি, শেষ মুহূর্তে এহেন সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাসিত করা হোক। আইসিসি-র কাছে কড়া পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন সুনীল গাভাসকারও। দাবি, 'শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ালে বিতর্ক তো হবেই। যদি আগে পাকিস্তান সরে দাঁড়াত, সেটা একরকম হত। কিন্তু যেভাবে শেষ মুহূর্তে ম্যাচ বয়কট করল, তাতে আইসিসি-র উচিত কড়া পদক্ষেপ করা।'

শাস্তির ভারটা অবশ্য আইসিসি-র ওপর ছাড়ছেন। ভারতীয় কিংবদন্তি গাভাসকারের কথায়, 'জানি না, কী পদক্ষেপ করা উচিত। আইসিসি-তে অনেক দেশ রয়েছে। কারও একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। তবে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তাই দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। আইনি পদক্ষেপ হতে পারে। পাকিস্তান সরকার যেভাবে রাতারাতি পদক্ষেপ করেছে, তাতে আইসিসি যারপরনাই অসন্তুষ্ট। পালটা প্রতিক্রিয়ায় সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা কী করে, সেটাই এখন দেখার।' 'এ' গ্রুপে ভারত, নামিবিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান।

কড়া পদক্ষেপের দাবির পাশাপাশি গাভাসকারের বিশ্বাস, পাকিস্তান ফের পালটি মারতে পারে। মজার সুরে বলেছেন, 'বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে ঝড় বইলে ফের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলতে পারে ওরা। এটা নতুন নয় পাকিস্তান ক্রিকেটে। পাক ক্রিকেটাররা পরিচিত অবসর নেওয়া আর চারদিনের মধ্যে তা ভাঙার জন্য। সঙ্গে চেনা অজুহাত, সমর্থকরা চেয়েছে বলেই ফেরা! ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে তেমন কিছু ঘটবে না কে বলতে পারে?'

নকভিকে চ্যালেঞ্জ হরভজনের

ভারত-ম্যাচ বয়কট ইস্যুতে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে আবার প্রকাশ্যেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন হরভজন সিং। প্রাক্তন অফস্পিনারের হুংকার, 'কত দম আছে দেখতে চাই। পাকিস্তানের দাবি, ওরা বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ওদের সবার আগে ভাবা উচিত ছিল নিজেদের ক্রিকেট সমর্থকদের কথা, যারা ভারত-পাক ম্যাচ দেখার জন্য মুখিয়ে থাকে। পুরোদস্তুর নাটক করা হচ্ছে মানুষকে ভুল পথে চালিত করার জন্য।'

হরভজনের দাবি, পাকিস্তানের দাবি মেনে হাইব্রিড মডেলে বিশ্বকাপ হচ্ছে। নিরপেক্ষ দেশে ম্যাচ খেলবে। পাকিস্তানের সমস্ত দাবি মেটানো হয়েছে। ভাজ্জি আরও বলেছেন, 'দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের পরও এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে খেলেছে। ট্রফি প্রদান নিয়ে নাটক হলেও ম্যাচ বাতিল হয়নি। তখন কোথায় ছিল ওদের দেশাত্মবোধ? এখন অন্য দেশের প্রতি (বাংলাদেশ) আবেগ দেখাচ্ছে! একটু অপেক্ষা করুন। নিবসিন, জরিমানা তো রয়েইছে, ভবিষ্যতে আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুযোগ হারাতেও হতে পারে পাকিস্তানকে।'

গুরুতর চোট নাওরেমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : নাওরেম মহেশ সিংয়ের চোট নিয়ে চিন্তা লাল-হলুদ শিবিরে। হাঁটুর চোট এই মণিপুরি মিডফিল্ডারের। রবিবার অনুশীলনে নামলে সঙ্গে সঙ্গে ফুলে যায় ইস্টবেঙ্গল অধিনায়কের হাঁটু। ফলে এদিন এমআরআই করানো যায়নি। দলসূত্রের খবর, আরও দিন দুয়েক পর পরিস্থিতি পরিষ্কার হবে। তবে এক সাপোর্ট স্টাফ জানালেন, তাঁরা অবস্থা খুব ভালো বুঝছেন না। মহেশের যা অবস্থা তাতে আইএসএলের শুরুরদিক তো বটেই, বেশ কিছুদিনের জন্যই ছিটকে যেতে পারেন এই মিডিও। ফলে দল যে ক্ষতিগ্রস্ত হল, তা বলাই বাহুল্য। হামিদ আহদাদ ও হিরোশি ইবুসুকিকে ছেড়ে দেওয়ার পর স্প্যানিশ ইউসুফ এজ্জেজারিকে নেওয়া হলেও তাঁর ভিসা প্রাথমিকভাবে বাতিল হয়ে যায়। ফের নতুন করে পাঠানো হচ্ছে ভিসার আবেদন। ফলে তাঁর পক্ষেও লিগের শুরুতে খেলা যথেষ্ট কঠিন। এরপর মহেশকে না পাওয়া গেলে লিগের শুরুটা কঠিন হতে পারে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে।

সরকারের হয়ে ব্যাট আফ্রিদির

সমর্থনে সোচ্চার ইউসুফও

লাহোর, ২ ফেব্রুয়ারি : দুঃখজনক। ক্রিকেটপ্রেমীরা এই ম্যাচ দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে। খারাপ লাগছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত, আইসিসি-কে 'শিক্ষা' দিতে এই রকম পদক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তান সরকারের ভারত-ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এভাবেই গলা ফাটালেন শাহিদ আফ্রিদি, মহম্মদ ইউসুফরা।

আফ্রিদি বলেছেন, 'বরাবরই বলে এসেছি, রাজনীতি যে দরজা বন্ধ করে, তা খুলে দেয় ক্রিকেট। খারাপ লাগছে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে না বলে। কিন্তু সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমি সমর্থন করি। আইসিসি-র উচিত শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়াতেই আটকে না থেকে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ করা এবং সকল সদস্য দেশের প্রতি সমান মনোভাব দেখানো।'

পাকিস্তানের আরেক প্রাক্তন অধিনায়ক ইউসুফের গলায় আবার 'নৈতিকতা'র সুর! নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'পাকিস্তান-ভারত ম্যাচ ক্রীড়া বিশ্বের সেরা ইভেন্ট। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন ধরেই যা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ধাক্কা খাচ্ছে ক্রিকেট স্পিরিট, খেলার মর্যাদা। বর্তমানে যা পরিস্থিতি, ভারতের বিরুদ্ধে না খেলার সিদ্ধান্ত নৈতিক কারণেই। ক্রিকেটের অখণ্ডতা বজায় রাখতে এটা দরকার ছিল।'

> প্রথমে পাকিস্তান দাবি তোলে, ভারতে খেলবে না। আইসিসি সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছে। সেই মাফিক নিরপেক্ষ কেন্দ্রে পাকিস্তান ম্যাচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচ হওয়ার কথা শ্রীলঙ্কায়। এরপরও বয়কটের কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। এখন প্রশ্ন, ভারত-পাকিস্তান যদি ফাইনালে ওঠে, তাহলেও কি একই পথে হাঁটবে পিসিবি?
>
> -দানিশ কানেরিয়া

ইউসুফ আরও দাবি করেন, 'কঠিন হলেও সরকার সঠিক পদক্ষেপ করেছে। বাণিজ্যিক স্বার্থের আগে নৈতিকতা। কতিপয় দেশ যেভাবে ছড়ি ঘোরাচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বে, তা বন্ধ হওয়া উচিত। আমরা গর্বের জন্য খেলি। কিন্তু সাম্যতা, ন্যায্য বিচারকে অবহেলা করে নয়।' আফ্রিদি, ইউসুফের সঙ্গে আবার সহমত নন দানিশ কানেরিয়া।

পাকিস্তানের প্রাক্তন হিন্দু ক্রিকেটারের কটাক্ষ, পাকিস্তান ভারতের কাছে হারের ভয়েই ম্যাচ বয়কট করেছে! এতে সবচেয়ে ক্ষতি হবে পাকিস্তানেরই। এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন পাক স্পিনার কানেরিয়া বলেছেন, 'প্রথমে পাকিস্তান দাবি তোলে, ভারতে খেলবে না। আইসিসি সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছে। সেই মাফিক নিরপেক্ষ কেন্দ্রে পাকিস্তান ম্যাচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচ হওয়ার কথা শ্রীলঙ্কায়। এরপরও বয়কটের কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। এখন প্রশ্ন, ভারত-পাকিস্তান যদি ফাইনালে ওঠে, তাহলেও কি একই পথে হাঁটবে পিসিবি?'

আজ নকআউট প্রস্তুতি শুরু অভিমন্যুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : মাঠ সমস্যা মিটে গিয়েছে। সঙ্গে শুরু হয়েছে আগামীর সাফল্যের অপেক্ষা।

৭ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছিল বাংলা দল। গতকাল প্রতিপক্ষও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামছে টিম বাংলা। তার আগে আজ সন্ধ্যার সিএবি-তে কোয়ার্টার ফাইনালের দল নির্বাচনও হয়ে গেল। জানা গিয়েছে, লেগস্পিনার রোহিত কুমারকে স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অনূর্ধ্ব-২৩ ম্যাচ খেলার জন্য। বাকি স্কোয়াডে তেমন বদল হয়নি। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা থেকে কল্যাণী যাচ্ছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। সেখানে আগামীকাল বেলার দিকে বাংলা দলের অনুশীলনও রয়েছে।

শুক্রবার শুরু রনজি কোয়ার্টার

রনজি ট্রফির গ্রুপ পর্বে সব রাজ্য দলের মধ্যে বেশি পয়েন্ট পাওয়ায় বাংলা দলের একটা সুবিধা হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালের মতোই সেমিফাইনাল ও ফাইনালে যদি বাংলা উঠতে পারে, তাহলে সব ম্যাচই ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ পাবে বাংলা দল। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা অবশ্য আগে থেকেই হোম অ্যাডভান্টেজ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না। বাংলা কোচের কথায়, 'পথ চলার এখনও অনেক বাকি। একটা করে ম্যাচ ধরে সামনে তাকাতে চাইছি আমরা। কোয়ার্টার ফাইনালের পর বাকি ম্যাচ নিয়ে ভাবা যাবে।' এদিকে, মঙ্গলবারের অনুশীলনে হয়তো মহম্মদ সামিকে পাবে না বাংলা। জানা গিয়েছে, আগামীকাল সামি কলকাতায় পৌঁছাচ্ছেন। পরশু থেকে তিনি অনুশীলন করবেন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের পর চ্যাম্পিয়ন্স ফোটোশুটে খুদে ভক্তের সঙ্গে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

কার্লোসের বিপক্ষরা সবাই নিম্নমানের : টনি নাদাল

শরীরে ক্যাঙারুর ট্যাটু করাতে চান আলকারাজ

মেলবোর্ন, ২ ফেব্রুয়ারি : অধরা মাধুরী স্পর্শ করে তৃপ্ত কার্লোস আলকারাজ গার্সিয়া।

ইউএস ওপেন, ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডন জয়ের স্বাদ আগেই পেয়েছিলেন আলকারাজ। কেবল অধরা ছিল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। এবারে অবশ্য সেই আক্ষেপ মিটিয়েছেন আলকারাজ। ফলে প্রথমবার রড লেভার এরিনায় শিরোপা জয়ের মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে শরীরে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পশু ক্যাঙারুর ট্যাটু করাতে চলেছেন স্প্যানিশ তারকা। এই নিয়ে ফাইনালের পর আলকারাজ বলেছেন, 'আমি ক্যাঙারুর ট্যাটু করাব ঠিক করেছি। তবে শরীরের কোথায় করাব সেটা ঠিক করিনি। ভাবছি কোনও একটা পায়ে এই ট্যাটু করাব।'

গত ডিসেম্বরেই কোচ জুয়ান কার্লোসের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে আলকারাজের। ফলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আলকারাজের সাফল্য পাওয়া নিয়ে সংশয় ছিল অনেকের। তবে এই সব নিয়ে ভাবেননি আলকারাজ। তিনি বলেছেন, 'যাদের আমার সাফল্য পাওয়া নিয়ে সংশয় ছিল, তাদের নিয়ে কিছু ভাবিনি। আমি এখানে নিজের ও আমার টিমের জন্য খেলতে এসেছি। দিনের শেষে সবাইকে ভুল প্রমাণ করতে পেরে ভালো লাগছে।' আপাতত অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতার পর এটিপি ফাইনাল ও ডেভিস কাপ জেতা লক্ষ্য আলকারাজের।

এদিকে, স্প্যানিশ কিংবদন্তি রাফায়েল নাদালের কাকা তথা তাঁর কোচ টনি নাদাল মনে করেন, বর্তমান সময়ে নিম্নমানের প্রতিপক্ষকে সামনে পাওয়ায় দ্রুত উত্থান হয়েছে আলকারাজের। তিনি বলেছেন, 'আলকারাজের শারীরিক সক্ষমতা, খেলার টেকনিক সত্যি প্রশংসনীয়। তবে ও ভাগ্যবান, বর্তমান সময়ে নিম্নমানের প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে। যদি অ্যান্ডি মারে, স্ট্যান ওয়ারিঙ্কাদের বিরুদ্ধে খেলত, তাহলে এত সহজে জিততে পারত না। মারে, ওয়ারিঙ্কারা নিজেদের দিনে আলকারাজকে হারিয়ে দিত।'

টনি নাদাল মনে করেন, বর্তমান সময়ে টেনিস কোর্টে রাজত্ব করা 'সিনকারাজ'-কে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা একমাত্র আলেকজান্ডার জেরেভের রয়েছে। এক। বিশ্বকাপ জেতার লক্ষ্যে নামব আমরা। একমাত্র ফোকাস সেখানেই। অস্ট্রেলিয়া দল হিসেবে বলতে পারি, আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা রয়েছেন, তাদের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

এদিকে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান নিয়ে তৈরি পরিস্থিতি, বিতর্কের মাঝে ক্রিকেটেই নজর মার্শের পূর্বসূরি রিকি পন্টিংয়েরও। একাধিক বিশ্বকাপজয়ী অজি অধিনায়কের মতে, ফেভারিট হিসেবেই টুর্নামেন্টে নামবে ভারত। বাকি দলগুলির পক্ষে যে চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ হবে না। আইসিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পন্টিং বলেছেন, 'প্রতিভা, একঝাঁক দক্ষ ক্রিকেটারের উপস্থিতির সঙ্গে ঘরের মাঠের চেনা পরিবেশ। নিশ্চিতভাবে ভারত ফেভারিট হিসেবে শুরু করবে। ওদের হারানো কঠিন। অস্ট্রেলিয়াকেও সেমিফাইনালে দেখছি। অজি দল এই মুহূর্তে কিছুটা পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তবে যারা রয়েছে, প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ। নিশ্চিতভাবে কাপ জয়ের সুযোগ থাকবে অস্ট্রেলিয়ার কাছেও।'

ভারতকে ফেভারিট ধরলেন পন্টিং

পন্টিং বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন দলে একঝাঁক অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারের উপস্থিতিকে। বলেছেন, 'মার্কাস স্টোয়িনিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ক্যামেরন গ্রিনরা রয়েছে। কুপার কনোলিও আছে। বিগ ব্যাশ লিগে পরপর দুই বছর 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' সম্মান পেয়েছে ও। যদি পিচ থেকে টার্ন মেলে কনোলি ভালো বিকল্প। স্পিন ব্রিগেডে এছাড়া রয়েছে ম্যাক্সওয়েল ও (অ্যাডাম) জাম্পা।'

সবকিছুর মধ্যে খটকা চোটআঘাত। ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন প্যাট কামিন্স। বিশ্বকাপ দলে থাকলেও গ্রুপ লিগে শুরুর দিকে জোশ হ্যাজেলউডের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে পরিবর্ত প্রস্তুত রাখার চ্যালেঞ্জ থাকবে। 'ট্র্যাভেলিং রিজার্ভ' হিসেবে দলের সঙ্গে রাখা হয়েছে সিন অ্যাবোটকে। আর এই চোটআঘাত নিয়ে পন্টিংয়ের কথাতে চিন্তার সুর। বলেছেন, 'দলের কয়েকজনের চোট রয়েছে। কয়েকজন আবার চোট সারিয়ে ফিরেছে। এই মুহূর্তে যা সবথেকে বড় চিন্তার জায়গা।'

পাক সাংবাদিকের বয়কট প্রশ্নে বিরক্ত মার্শ

লাহোর ও সিডনি, ২ ফেব্রুয়ারি : প্রস্তুতি সিরিজ।

তিন ম্যাচেই হার, হোয়াইটওয়াশ। সাংবাদিক সম্মেলনে যদিও হতাশা নয়, আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন অস্ট্রেলিয়ার টি২০ অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ভারত-পাক ম্যাচ বয়কট ইস্যুতে করা প্রশ্নের মাঝেই পাক সাংবাদিককে কার্যত থামিয়ে দেন। বলেছেন, 'এই মুহূর্তে এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি নই। সামনে বিশ্বকাপ। আমাদের পুরো ফোকাস এখন বিশ্বকাপে, নিজেদের ক্রিকেট নিয়েই।'

বাংলাদেশ নিয়ে অপর এক প্রশ্নের জবাবেও এক সুর। মার্শের সাফ জবাব, 'আগের প্রশ্নের (পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বয়কট) মতো উত্তর

> প্রতিভা, একঝাঁক দক্ষ ক্রিকেটারের উপস্থিতির সঙ্গে ঘরের মাঠের চেনা পরিবেশ। নিশ্চিতভাবে ভারত ফেভারিট হিসেবে শুরু করবে। ওদের হারানো কঠিন। অস্ট্রেলিয়াকেও সেমিফাইনালে দেখছি। অজি দল এই মুহূর্তে কিছুটা পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তবে যারা রয়েছে, প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ। নিশ্চিতভাবে কাপ জয়ের সুযোগ থাকবে অস্ট্রেলিয়ার কাছেও। -রিকি পন্টিং

বাংলাদেশের কাছে হার ভারতের

কাঠমান্ডু, ২ ফেব্রুয়ারি : মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে ২-০ গোলে হারল ভারত। বাংলাদেশের হয়ে গোল করেন অর্পিতা বিশ্বাস ও অল্পি আখতার। আগামী এপ্রিল মাসের শেষে চিনে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তারই প্রস্তুতি হিসেবে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ দল খেলতে এসেছে।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে নেপালকে হারিয়ে ভালো সূচনা করেছিল ভারত। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হারের ফলে কিছুটা চাপে তারা। ফাইনালে উঠতে হলে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি গ্রুপের শেষ ম্যাচে ভুটানকে হারাতেই হবে ভারতের মেয়েদের।

টি২০ বিশ্বকাপ নিয়েই প্রশ্ন!

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। তার আগে টি২০ বিশ্বকাপের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। তাঁর মতে ওডিআই বিশ্বকাপই আসল বিশ্বকাপ। বরং দুই বছর ছাড়া অনুষ্ঠিত হওয়া টি২০ বিশ্বকাপের নাম পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে সঞ্জয় বলেছেন, 'আমি বিশ্বকাপ বলতে ওডিআই বিশ্বকাপকেই বুঝি। দুই বছর অন্তর আয়োজিত হওয়া টি২০ ফরম্যাটের প্রতিযোগিতা কিন্তু চার বছর অন্তর হওয়া বিশ্বকাপের মতো সমমানের নয়। এই টি২০ প্রতিযোগিতার নাম পালটে দ্য ওয়ার্ল্ড টি২০ রাখা উচিত।'

প্রত্যাবর্তন ম্যাচে স্বস্তি দিলেন তিলক

ভারত ‘এ’-২৩৮/৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-২০০

নভি মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা অনিশ্চয়তার মেঘ সরিয়ে ভারতীয় দলের হয়ে কয়েক ওভার হাত ঘুরিয়ে নিলেন উইকেটও। বুঝিয়ে দিলেন, ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জ নিতে শারীরিকভাবেও তিনি প্রস্তুত।

নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারতে

‘এ’ দলের কাছেও হারল মার্কিনরা

দলের জন্য স্বস্তির খবর। প্রায় মাসখানেক পর মাঠে ফিরলেন টি২০ বিশ্বকাপে দলের অন্যতম ব্যাটিং ভরসা তিলক ভার্মা। শুধু ফিরলেনই না রানও করলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতীয় ‘এ’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে। ৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মার্কিন-ম্যাচ দিয়েই গৌতম গম্ভীরের ভারত নামবে বিশ্বকাপ অভিযানে। তার ওপর

২৪ বলে ৩৮ রান করে ফিরছেন তিলক ভার্মা।

তিলকের প্রত্যাবর্তন ম্যাচ। সবমিলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এদিনের সাদামাঠা প্রস্তুতি ম্যাচও।

তিলকের প্রত্যাবর্তন, ব্যাটে-বলে সাফল্য যেমন স্বস্তি দিচ্ছে, তেমনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে সিনিয়ার দলের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সুবিধাও আদায় করে দিল ‘এ’ দল। নারায়ণ জগদীশনের ৫৫ বলে ১০৪ রানের সুবাদে ২০ ওভারে ২৩৮/৩ স্কোর তোলে ভারতীয় ‘এ’ দল। অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি ২৬ বলে ৬০ রানে অপরাজিত থাকেন। তবে সবার নজর ছিল তিলকের দিকে। বড় রান না পেলেও প্রত্যাবর্তনে হতাশও করেননি। ২৪ বলে ৩৮ রানের ইনিংসে ৩টি চার ও ২টি ছক্কা মারেন।

জবাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০ রানে অল আউট হয়। রবি বিষ্ণোই তিনটি, খলিল আহমেদ ও নমন ধীর দুইটি করে উইকেট নেন। ২ ওভার বল করে খালি হাতে ফেরেননি তিলকও। প্রতিপক্ষের ওপেনার, ইনিংসের সর্বোচ্চ রান করা আন্দ্রেস গাউসকে (৪৪) আউট করেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪১ সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তির। বেঙ্গালুরুস্থিত সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে আগেই ফিট সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন তিলক। আজ উতরে গেলেন বাইশ গজের অলিখিত ‘পরীক্ষা’-তেও। এবার অপেক্ষা মিশন বিশ্বকাপের।

শুভেচ্ছা

☺ আমাদের **‘দীয়া - সম্রাট’** আজ সাতপাকে বাঁধা পরতে চলেছে। ওদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক, আনন্দময় হোক, ঋষি প্রজাপতির কাছে এই প্রার্থনা জানাই। নব যুগলের জন্য আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও স্নেহাশীর্বাদ রইলো।
মিমি ও মানিক দা, বানারহাট।

আল নাসেরের ‘ম্যাচ বয়কট’ রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ২ ফেব্রুয়ারি : ফিটনেস নিয়ে সমস্যা নেই। নেই নিষেধাজ্ঞাও। তারপরও সোমবার সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল রিয়াধের বিরুদ্ধে মাঠে দেখা গেল না পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। এমনকি এদিনের স্কোয়াডেও তাঁকে রাখেনি আল নাসের। তাঁর অনুপস্থিতিতে অবশ্য দলের জয় আটকায়নি। ৪০ মিনিটে সাদিও মানের গোলে তারা ১-০ ব্যবধানে জিতেছে।

ক্লাবের ওপর ক্ষোভ

পর্তুগিজ দৈনিক ‘এ বোলা’র খবর অনুযায়ী ক্লাব কর্তৃপক্ষের উপর চটেছেন রোনাল্ডো। চলতি ট্রান্সফার উইন্ডোতে তেমন কোনও তারকা ফুটবলারকে সই করায়নি আল নাসের। একমাত্র ইরাকের ২১ বছরের মিডফিল্ডার হায়দির আব্দুলকারিমকে দলে নিয়েছে তারা। দলের এমন রিক্রুটমেন্ট পদ্ধতিতে চটেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। তাঁর অভিযোগের তির পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (পিআইএফ) ওপর, আল নাসের ছাড়াও যাদের মালিকানাধীন ক্লাব হল আল আহলি, আল হিলাল এবং আল ইত্তিহাদ। প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবগুলির পেছনে টাকা খরচ করলেও পিআইএফ নজর দিচ্ছে না আল নাসেরের দিকে। সূত্রের খবর যে কারণেই ক্লাব কর্তাদের উপর চাপ তৈরিতে একপ্রকার ‘ম্যাচ বয়কটের’ সিদ্ধান্ত রোনাল্ডোর।

আইএসএল সিইও হওয়ার সম্ভাবনা অনিলকুমারের
সম্প্রচার স্বত্ব পেল ফ্যান কোড

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : শেষপর্যন্ত ফ্যান কোড জিতে নিল এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সম্প্রচার স্বত্ব। প্রোডাকশন স্বত্ব পাচ্ছে কেপিএস স্টুডিও।

সূত্রের খবর, ফ্যান কোড ডিজিটাল তাদের প্ল্যাটফর্মে দেখাবে। আর টেলিভিশন সম্প্রচার তাদের হয়ে করবে সোনি স্পোর্টস। যদিও সোনি নিজেরা কোনও দরপত্র জমা দেয়নি। এবারের আইএসএল সম্প্রচারে আগ্রহ দেখায় সাতটি টেলিভিশন কোম্পানি। সম্প্রচার স্বত্ব পেতে দরপত্র জমা দেওয়ার রবিবারই ছিল শেষদিন। সোনির মতো জি টিভির মতো কোম্পানি প্রি-বিডে অংশ নিলেও শেষপর্যন্ত দরপত্র জমা দেয়নি। রিলায়েন্স লিগ থেকে সরে দাঁড়ালেও তাদের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জিও শেষমুহূর্তে জমা দেয় দরপত্র। যদিও জিও এই দরপত্র দেয় ডি ক্যাটিগোরিতে। অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র সম্প্রচারের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী ছিল। একমাত্র ফ্যান কোডই সম্পূর্ণ প্যাকেজে আগ্রহ দেখানোয় তারাই জিতে নিল এবারের সম্প্রচার স্বত্ব। তাদের দরপত্র ‘এ’ ক্যাটিগোরিতে জমা পড়ে। অর্থাৎ প্রোডাকশন, ওয়ার্ল্ড ফিড ও ডিজিটাল স্ট্রিমিং। ২০২৫-’২৬ মরশুমের জন্য এই প্যাকেজের দরপত্র ৮.৬২ কোটির। এক্ষেত্রে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন পাবে ১.৬২ কোটি। জিও-র দরপত্র ছিল পাঁচ কোটির। ওয়ার্ল্ড ফিড প্রোডাকশনের (ই ক্যাটিগোরি)

প্রোডাকশনে কেপিএস

জন্য স্পোর্টসওয়ার্কজ নামের একটি সংস্থা ৯.৫ কোটির দরপত্র জমা দেয়। এছাড়া ছিল কলকাতার সংস্থা ক্যালাইডোস্কোপ ও এবিপি আনন্দ। যার মধ্যে ক্যালাইডোস্কোপ পেল প্রোডাকশনের দায়িত্ব। এছাড়া ছিল মোনার্ক ও পিআর সলিউশন। তবে টু সার্কেলস নামের বিদেশি সংস্থাটির দরপত্র শুরুতেই খারিজ হয়ে যায় টেকনিক্যাল কারণে। শেষপর্যন্ত যাবতীয় মূল্যায়নের পর আগামী ৫ তারিখ নতুন সম্প্রচারকারীর কাজ শুরু করার কথা।

কিন্তু এখানেই তৈরি হচ্ছে সমস্যা। সম্প্রচারকারী সংস্থার হাতে থাকছে মাত্র ৯ দিন সময়। অর্থাৎ আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি লিগ শুরুর আগে এই কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের সারতে হবে যাবতীয় কাজ। যা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ সম্প্রচারের জন্য ক্যামেরা বসানো থেকে যন্ত্রাদি বিভিন্ন ভেনুতে নিয়ে যাওয়ার মতো একাধিক কাজ থাকে। তাছাড়া যে সম্ভাব্য সূচি তৈরি করা হয়েছে তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে সম্প্রচারকারীর ভাবনাচিন্তা। তাদের তরফে কিছু দাবিদাওয়া থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বদলে যাবে আইএসএলের সূচি। এত দ্রুত ক্লাবগুলির পক্ষেও বিমানের টিকিট থেকে হোটেল ঠিক করার মতো কাজগুলি কীভাবে করা সম্ভব, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। এছাড়া এখনও কোনও লিগ সিইও নিয়োগ করা হয়নি। সুনন্দ ধর, চিরাগ তান্নাদের মতো অনেককেই এই পদের জন্য বাজিয়ে দেখা হলেও এখনও কাউকেই রাজি করানো যায়নি বলে খবর। আপাতত প্রাক্তন মহাসচিব অনিলকুমারের এই পদে ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রবল। তবে মাত্র ৯ দিনে এই যাবতীয় কাজ সামলে কীভাবে ফেডারেশন লিগ শুরু করে, সেটাই এখন দেখার।

সার্ভিসেসকে বাড়তি সমীহ বাংলা দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে সার্ভিসেসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি বাংলা।

চলতি সন্তোষ ট্রফিতে গ্রুপ পর্বের খেলায় ভোগান্তির শিকার বাংলা দল। এমনিতেই হোটেল থেকে মাঠের দূরত্ব অনেকটাই। তার ওপর শুক্রবার অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে ফেরার সময় প্রবল যানজটের মুখে পড়ে সঞ্জয় সেনের দল। পরের দিন ভোরবেলায় হোটেলে পৌঁছায় তারা। সব মিলিয়ে মাঠের মধ্যে ও বাইরে দুই জায়গাতেই কঠিন লড়াই করতে হচ্ছে বাংলাকে।

> **নকআউট ম্যাচ সবসময় চ্যালেঞ্জিং। সার্ভিসেস যথেষ্ট কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের ট্র্যাক রেকর্ড দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। কেরলের মতো দলকে হারিয়েছে ওরা। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।**
>
> **-সঞ্জয় সেন**

তবে এই পরিস্থিতিতে ছেলেদের নিজেদের খেলায় মনঃসংযোগ করার কথা বলছেন কোচ সঞ্জয় সেন। প্রতিপক্ষ সার্ভিসেসকে নিয়ে বেশ সতর্ক তিনি। এই দলটা গ্রুপ পর্বে কেরলের মতো দলকে হারিয়েছে। ফলে বাড়তি ঝুঁকি নিতে নারাজ বাংলার কোচ সঞ্জয়। সোমবার অসম থেকে ফোনে তিনি বলছিলেন, ‘মাঠের বাইরের পরিস্থিতির কথা ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। নকআউট ম্যাচ সবসময় চ্যালেঞ্জিং। সার্ভিসেস যথেষ্ট কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের ট্র্যাক রেকর্ড দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। কেরলের মতো দলকে হারিয়েছে সার্ভিসেস। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।’

অনুশীলনে বল দখলের মরিয়া লড়াই বাংলার ফুটবলারদের।

ফুটবলারদের সামনে তাকানোর নির্দেশ কোচ সঞ্জয় সেনের।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের পর প্রবল যানজটে খেলোয়াড়রা শারীরিক ও মানসিকভাবে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাংলার দাবি মেনে কোয়ার্টার ফাইনাল একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে সঞ্জয় বলেছেন, ‘একদিন সময় পাওয়ায় ছেলেদের রিকভারিটা ভালো হয়েছে। তাছাড়া ড্রেসিংরুমে কথা বলে ওদের মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছি। ছেলেরা চাপ নেওয়ার জন্য তৈরি ।’

কোয়ার্টার ফাইনালের আগে কোনও চোট-আঘাত ও কার্ড সমস্যা না থাকায় পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে মাঠে নামবে বাংলা।

ডব্লিউপিএলে আজ এলিমিনেটর

গুজরাট জায়েন্টস বনাম **দিল্লি ক্যাপিটালস**
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

আইএসএলে চার্চিলকে ঢোকানোর চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : চার্চিল ব্রাদার্সকে কি দেখা যাবে এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে? রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চার্চিল কর্তৃপক্ষ সেই রকমই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা খবর তাতে, চার্চিলকে এবারের লিগেই ঢোকানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর কাছ থেকে অনুরোধ এসেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কাছে।যা নিয়ে চিন্তায় এআইএফএফ কর্তারা। তাঁরা ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন এই নিয়ে। কিন্তু সূচি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর কীভাবে আর একটা দলকে ঢোকানো সম্ভব, ভেবে পাচ্ছেন না কেউই। তবে পরিস্থিতি যা তাতে বিষয়টি ফেলে দেওয়ার মতও নয়। যেহেতু অনুরোধ আসছে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে। তাই শুধু এই কারণেই লিগ পিছিয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

জয়ী পুলিশ

শামুকতলা, ২ ফেব্রুয়ারি : শামুকতলা থানার চিকলিগুড়ি হাইস্কুলের মাঠে প্রীতি ক্রিকেটে জয় পেল ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ি একাদশ। তারা ৩১ রানে হারিয়েছে চিকলিগুড়ি যুবক একাদশকে। টসে জিতে পুলিশ প্রথমে ১২ ওভারে ১২২ রান তোলে। জবাবে যুবক একাদশ ৯১ রানে অল আউট হয়। আয়োজকরা জানিয়েছেন, পুলিশ ও সাধারণ মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং মাদক বিরোধী প্রচারের জন্যই এই প্রীতি ক্রিকেটের আয়োজন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

ঁধীরেন্দ্র লাল দেখাঁ
(মাস্টারমশাই)
৪ঠা ফেব্রুয়ারি (বুধবার)
২১শে মাঘ
স্থান ঃ নিজ বাসভবন
দক্ষিণ দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি
6294120060/9832429377

জাতীয় ক্যারাটেতে শুভজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : শক্তিগড়ের শুভজিৎ দাস নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় ক্যারাটেতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে তিনি কুমিতে নামবেন অনূর্ধ্ব-২১ বছরে ৭৫ কেজির কম ওজন বিভাগে। প্রতিযোগিতাটি ২৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্র শুভজিৎ জানিয়েছেন, ১২ বছর ধরে তিনি ক্যারাটের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। এজন্য কলকাতায় প্রেমজিৎ সেনের কাছে তিনি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

কলকাতায় প্রশিক্ষণ নিয়ে নয়াদিল্লি যাবেন শুভজিৎ দাস।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন কেশব শা।

বড় জয় মহানন্দার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ৮৪ রানে জিতেছে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবকে। সিয়েম মাঠে টসে জিতে মহানন্দা ২৭.২ ওভারে ১৮৯ রানে অল আউট হয়। রাহুল মণ্ডল ৩৭ ও ম্যাচের সেরা কেশব শা ২৯ রান করেন। সিদ্ধান্তকুমার রায় ৫৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন সুব্রত সরকারও (১৬/২)। জবাবে ভিবজিওর ১৯ ওভারে ১০৫ সব উইকেট হারায়। তাদের সর্বাধিক ৩৭ রান উৎপল ঘোষের। দিব্যাংশ সেন ১০ ও অনীশ শর্মা ৫৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। মঙ্গলবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব মুখোমুখি হবে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের।

শরীরে ক্যাঙারুর ট্যাটু করাতে চান আলকারাজ

-খবর এগারোর পাতায়

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ডে-তে রক্তদান শিবিরের ঘোষণায় কর্মকর্তারা।

জয়ী জেএমএস

জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে জেএমএস ৪ উইকেটে জিতেছে পান্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রথমে পান্ডাপাড়া ২৭ ওভারে ১৪০ রানে অল আউট হয়। অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্যর সংগ্রহ ৪৪ রান। গোপাল মাহাতো ৩৬ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে জেএমএস ৬ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিকি সিং ৬০ রান করেন। অনিরুদ্ধ ৩৬ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

মধুসূদন বিদ্যাপীঠে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ডে উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রক্তদান শিবির আয়োজন করবে। জানানো হয়েছে, সূর্যনগরের মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাপীঠে আগামীকাল বিকেল ৪টায় রক্তদান শুরু হবে। সংগৃহীত রক্ত দেওয়া হবে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে।

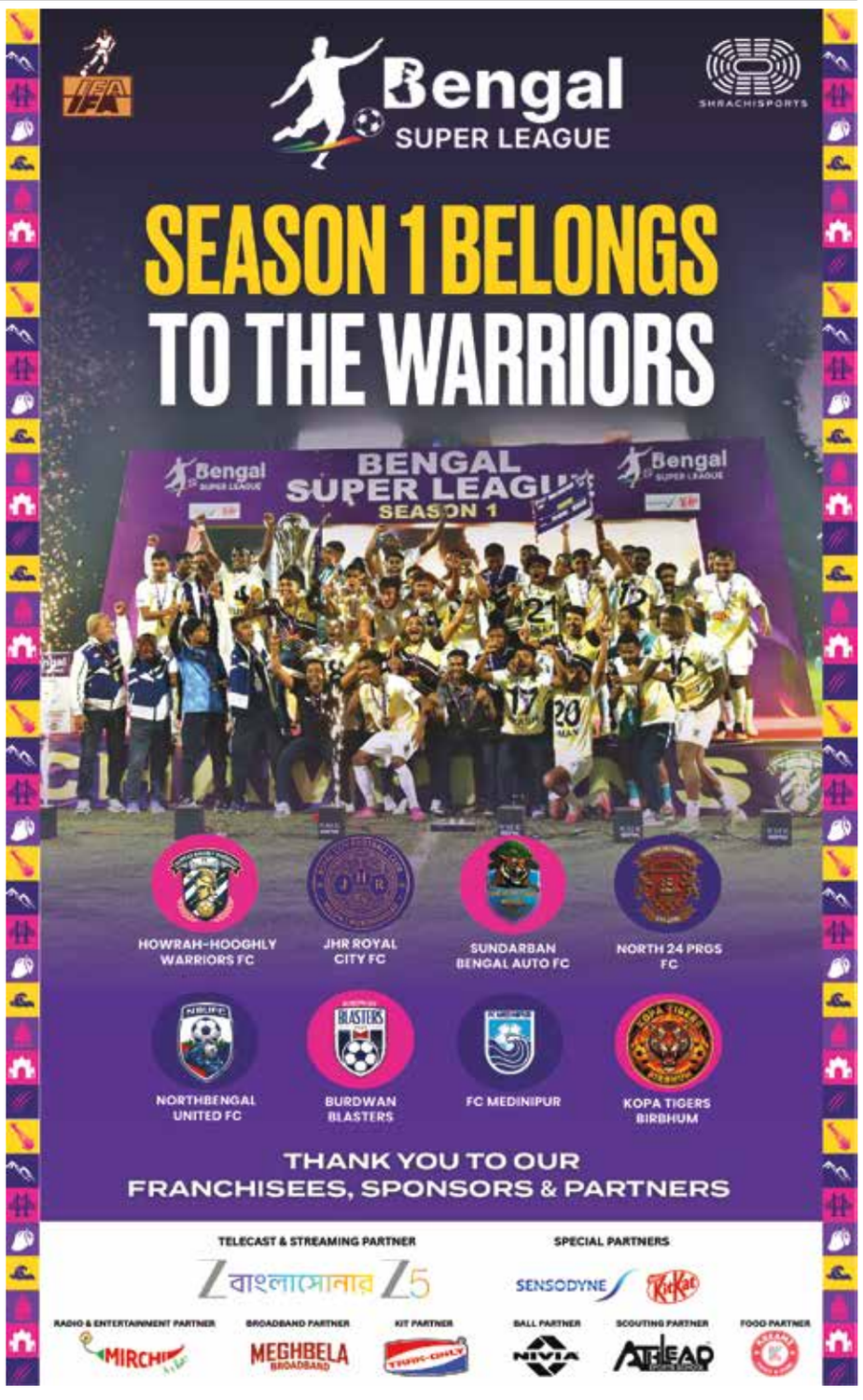

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পাল - কে 07.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39J 05257 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারিকে সাধারণ মানুষদের সর্বোচ্চ সুযোগ দেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাতে চাই। এক কোটি টাকা জেতা আমার কাছে অনেক অর্থবহ এবং এটি জীবনের উপর একটি শক্তিশালী দখল দিয়েছে। এই ভালো প্রক্রিয়া চিরকাল অব্যাহত থাকা উচিত এবং এটি আমাদের রাজ্যের সকল অঞ্চলে কোটিপতি তৈরি করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কিরণচন্দ্র ফুটবল শুরু ৮ তারিখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কিরণচন্দ্র নৈশ ফুটবল ৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী ও ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মুখোমুখি হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি। ফাইনাল ১৫ ফেব্রুয়ারি। প্রতিযোগিতার আকর্ষণ হিসেবে থাকছে কলকাতার জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব ও পুলিশ এসি। এছাড়াও খেলবে আর্মি রেড (ইন্ডিয়ান আর্মি), উল্কা ক্লাব, ওয়াইএমএ ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ। প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ৮ দল। দুইটি সেমিফাইনাল ১২ ও ১৩ তারিখ। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে তাপসকুমার চক্রবর্তী ট্রফি। রানার্সদের জন্য নীতীশ তরফদার ট্রফি রাখা হয়েছে।

জোড়া ব্রোঞ্জ তপনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : তিরুবনন্তপুরমে ৪৬ তম ন্যাশনাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে তপন সেনগুপ্ত জোড়া ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। ৭০ ঊর্ধ্ব পুরুষদের লং জাম্পে তিনি তৃতীয় হয়েছেন ৩.৯৬ মিটার লাফিয়ে। একই বয়স বিভাগের ২০০ মিটার তপন সম্পূর্ণ করেন ৩৩.৭৭ সেকেন্ডে। তিনি মাস্টার্স অ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ির সবচেয়ে প্রবীণ অ্যাথলিট বলে বিদ্যুৎ বসাক জানিয়েছেন।

উত্তরের খেলা

সেমিফাইনালে অভিজিৎ-প্রণব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের ভূপেন দে, ছায়ারানি দে, সুখেন্দু গুহ ও প্রবীর বসু (নীলু) ট্রফি অকশন ব্রিজে সোমবার সেমিফাইনালে উঠেছেন পরিতোষ বসাক-দিলীপ দাস, অভিজিৎ হালদার-প্রণব দাস, এসপি বন্দ্যোপাধ্যায়-দিলীপ সাহা ও মনা রাহা-রাখাল সরকার। পরিতোষ-দিলীপ ১৯২ পয়েন্টে অসীম রায়-মিলন রায়কে হারিয়েছেন। অভিজিৎ-প্রণব ৪৯৪ পয়েন্টে জিতেছেন মরু সূত্রধর-দেবু সাহার বিরুদ্ধে। এসপি-দিলীপ ১৮২ পয়েন্টে সঞ্জীব পাল-বাসুদেব পালের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন। মনা-রাখাল ৫৪ পয়েন্টে শ্যামল দাস-প্রদীপ রায়কে হারিয়ে দেন। মঙ্গলবার জোড়া সেমিফাইনাল।